পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 351 Sunday, 24 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা ❋ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, রবিবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

CBC 19101/13/0027/2425
সাবধান থাকুন
ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম থেকে
তাড়াতাড়ি টাকা দ্বিগুণ করার চেষ্টা?
সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে আসা অ্যাপ/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টাকা দ্বিগুণ করার বিজ্ঞাপন আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।
শুধুমাত্র SEBI দ্বারা পঞ্জীকৃত অ্যাপ দ্বারা রেজিস্টার করুন
গৃহ মন্ত্রালয় MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Indian Cyber Crime Coordination Centre
থামুন, ভাবুন, ব্যবস্থা নিন
www.cybercrime.gov.in অথবা কল করুন ১৯৩০ অভিযোগ দাখিল করুন
বিস্তারিত জানতে CyberDost দেখুন

## ভোট রাজনীতিতে এটাই কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকের হাতেখড়ি

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ ওয়ানড়ের উর্বর জমিতে প্রথমবার নির্বাচনী ভাগ্যপরীক্ষায় নেমে প্রত্যাশিতভাবেই ছক্কা হাঁকালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ওয়ানড়ের উপনির্বাচনে বড় জয়ের দিকে এগোচ্ছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন। প্রায় ২ দশক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির ময়দানে থাকলেও ভোট রাজনীতিতে এটাই কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকের হাতেখড়ি। প্রিয়াঙ্কার এই ভোট অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে প্রাণপাত করেছে গোটা কংগ্রেস দল। লক্ষ্য ছিল, অন্তত পাঁচ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জেতানো জাতীয় স্তরে দলের অন্যতম মুখকে। কিন্তু উপনির্বাচনে ভোট অনেক কম প৷ায় সেই লক্ষ্য পূরণ হয়তো হবে না। তবে প্রিয়াঙ্কা জিতছেন একপেশে ভাবেই। কেরলের ওই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে সিপিআই। বিজেপির নব্যা হরিদাস ওই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানেই। প্রিয়াঙ্কা শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধীকে ছাপিয়ে যেতে পারেন কিনা সেটাই ছিল দেখার। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে জেতেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস চাইছিল রাহুলের সেই মার্জিন ছাপিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে ৫ লক্ষের বেশি ভোটে জেতাতে। পাঁচ লক্ষ না হলেও রাহুলের ব্যবধানকে ছাপিয়েই গেলেন প্রিয়াঙ্কা। অবশ্য ২০১৯ সালে ওয়ানড়ে প্রথমবার লড়ে পাঁচ লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছিলেন রাহুল। প্রিয়াঙ্কার জয়ের ফলে সংসদে একসঙ্গে প্রবেশ করছেন কংগ্রেসের ৩ গান্ধী। রাহুল গান্ধী রায়বরেলি থেকে সাংসদ হিসাবে লোকসভায় রয়েছেন। প্রিয়াঙ্কাও ওয়ান৷ থেকে জিতে সংসদে যাচ্ছেন। প্রথমবার ভাই-বোন একসঙ্গে লোকসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করবেন।

## এএপি জিতেছে ৩টি আসন, একটিতে জয়ী কংগ্রেস

### পঞ্জাব বিধানসভায়

চণ্ডীগড়, ২৩ নভেম্বর ঃ শনিবার পঞ্জাবের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে। তার মধ্যে আম আদমি পার্টি ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। আর কংগ্রেস জিতেছে একটি আসনে। জানা গেছে, আম আদমি পার্টির ডাঃ ইশাঙ্ক কুমার হোশিয়ারপুর জেলার চাব্বেওয়াল বিধানসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জিত কুমারকে ২৮ হাজার ৬৯০ ভোটে পরাজিত করেছেন। এখানে বিজেপি প্রার্থী সোহান সিং পেয়েছেন ৮৬৯২টি ভোট। বার্নালা বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী কুলদীপ সিং ধিলন আম আদমি পার্টির হরিন্দর সিং ধলিওয়ালকে ২১৫৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী কেবল সিং ধিলোন পেয়েছেন ১৭ হাজার ৯৫৮ ভোট। গিদ্দেরবাহারে আম আদমি পার্টি প্রার্থী হরদীপ সিং ডিম্পি ধিলোন কংগ্রেস প্রার্থী অমৃতা ওয়াড়িংকে ২১ হাজার ৮০১ ভোটে পরাজিত করেছেন। বিজেপি প্রার্থী মনপ্রীত সিং বাদল এবার ১২ হাজার ১৭৪ ভোট পেয়েছেন। পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী আসন ডেরাবাবা নানকে আম আদমি পার্টির প্রার্থী গুরদীপ সিং রনধাওয়া কংগ্রেস প্রার্থী যতীন্দর কৌর রনধাওয়াকে ৫৬৯৯ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী রবি করণ কাহলন পেয়েছেন ৬৫০৫টি ভোট। পঞ্জাবে এদিনের চারটি আসনে উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ১১৭ আসনের বিধানসভায় আম আদমি পার্টির বিধায়কের সংখ্যা ৯৫, কংগ্রেসের ১৬, ভারতীয় জনতা পার্টি ও শিরোমণি অকালি দলের দুজন করে বিধায়ক, একজন বহুজন সমাজ পার্টির এবং একজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন।

# উপনির্বাচনে ছক্কা!

## ‘আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার’, জানালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ উপনির্বাচনে একেবারে ছক্কা হাঁকালো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিরোধীদের দুরমুশ করে ছটিতেই জিতেছেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থীরা। শনিবার এই ফলপ্রকাশের পর সোশাল মিডিয়া পোস্টে জয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে মা-মাটি-মানুষকে এই জয়ের কাণ্ডারি বলে উল্লেখ করে মমতার স্পষ্ট বার্তা, ‘আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার।’ আর অভিষেক বিঁধলেন বিজেপির ‘জমিদারি’ মনোভাবকে। তৃণমূলের এই ফলাফল অবশ্য প্রত্যাশিত ছিল। চিন্তা ছিল একমাত্র বিজেপির দখলে থাকা মাদারিহাট নিয়ে। শনিবার সকালে ভোটগণনার শুরু হয়। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই ঘাসফুল শিবিরের জয়ের রাস্তা মসৃণ হয়েছে। মাদারিহাটের গেরুয়া গড়ও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে ঘাসফুলের দাপটের কাছে। আর তার পরই ছয় প্রার্থীর জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পোস্ট করলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষকে। সেইসঙ্গে লিখেছেন, ‘আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার।’ জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ক্স হ্যান্ডলে তিনি অবশ্য বিরোধীদের কার্যত তুলোধোনা করেছেন। অভিযোগ তুলেছেন, বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে কলকাতা হাই কোর্টেও গিয়ছিলেন বিরোধীরা। তা পুরোপুরি স্বার্থান্বেষণের জন্যই ছিল। পাশাপাশি বিজেপি গড় মাদারিহাটেও তৃণমূল জেতায় সেখানকার বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূল স্তরের কর্মীদের কৃতিত্বের কথাও তুলে ধরেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

## আর জি কর কাণ্ড কোনও প্রভাব ফেলল না উপনির্বাচনের ফলাফলে

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল বিরোধীরা। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের একাংশকেও সেই প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গিয়েছিল। বহু ‘অরাজনৈতিক’ মানুষও জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান-বিক্ষোভ-অনশনে পাশে ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সেই আর জি কর কাণ্ড কোনও প্রভাবই ফেলল না। আর এবার সেই বিষয় নিয়েই বিরোধীদের পাল্টা নিশানা করতে শুরু করল শাসক দল তৃণমূল। আর জি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল বলেন, আর জি করে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে। আমরাও শাস্তি চাই। কিন্তু মিথ্যাচার, কুসার বিরুদ্ধে আমরা ল৷ছি। বিরোধীরা যে ন্যারেটিভ তৈরি করতে গিয়েছিল, তা মানুষ হতে দিল না। তাই বিপুল ভোটে জয়। আর জি কর-কে কেন্দ্র করে বামেরা যা শুরু করেছিল, সেই কারণেই বামেদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে সব আসনেই।শনিবার এর আগে কুণাল ঘোষ বলেন, নমস্কার বন্ধুরা আমি সোমা বলছি। বিপুল চক্রান্ত আর কুৎসা সত্ত্বেও ছয় আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। তালে তালে গালে গালে স্লোগান দিয়েছিলাম। অরিজিত সিংয়ের গানে তাল দিয়েছি, আর কবে? আর কবে? সিপিএম শূন্য থেকে কবে এক হবে? কুণালের সংযোজন, আজ থেকে দায়বদ্ধতা অনেক বেড়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের।

## সর্বত্রই উপনির্বাচনে জামানত জব্দ বাম এবং কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ একক ভাবে লড়েও ভোটের ময়দানে ‘দৈন্য’ কাটল না। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার উপনির্বাচনে সর্বত্রই জামানত জব্দ হয়েছে বাম ও কংগ্রেসের। এ বারের উপনির্বাচনে প্রার্থীঘোষণার আগে বেশ কিছুকাল ধরে বামদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হবে কিনা, তা নিয়ে ধন্দ ছিল। শেষ পর্যন্ত ঘোষিত বা অঘোষিত কোনও প্রকার জোট হয়নি বাম-কংগ্রেসের। উভয় দলই আলাদা আলাদা ভাবে প্রার্থী দিয়েছিল। ভোটের যা ফলাফল, তাতে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা মানছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র সুমন রায়চৌধুরী। তবে ভোট ময়দানে দলের ‘দৈন্য’ -র জন্য তৃণমূল এবং বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, কংগ্রেসের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল। এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তার উপর বিজেপি এবং তৃণমূল মিলে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণের রাজনীতি কায়েম করেছে। এই মেরুকরণের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমাদের জন্য লড়াই কঠিন! এতে কোনও সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, নির্বাচনী রাজনীতিতে ভোট, সংখ্যা, শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলেও এগুলিই সব নয়। সংগঠনে দুর্বলতার কথাও মানছেন তিনি। তবে সেলিমের কথায়, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণ ঘটাতে গেলে বামপন্থার পুনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। দেখা যাক কি হয়।

## মহারাষ্টের ফলাফলে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। শনিবার তিনি বলেন, এনডিএ-কে ঐতিহাসিক রায় দেওয়ার জন্য আমার মহারাষ্ট্রের ভাই ও বোনদের, বিশেষ করে রাজ্যের যুবক ও মহিলাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমাদের জোট মহারাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। দলের নেতাকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। লেখেন, তাঁরা (দলীয় কর্মীরা) কঠোর পরিশ্রম করেছেন, জনগণের মধ্যে গেছেন এবং আমাদের সুশাসনের এজেন্ডা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। ঝাড়খণ্ডে জনসমর্থনের জন্যও প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, জনগণের সমস্যা তুলে ধরতে এবং রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে আমরা সব সময় এগিয়ে থাকব। তিনি জেএমএম নেতৃত্বাধীন জোটকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলির ‘রেউড়ির বিরুদ্ধে একসময় সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও এধরনের একাধিক প্রকল্প ভৎর্সনার মুখে পড়েছে। তার পরেও খয়রাতি থেকে সরে আসেনি রাজনৈতিক দলগুলি। তাই পরিশেষে বলাই যায়, সহজে জয় পেতে বিজেপি-কংগ্রেস থেকে আঞ্চলিক দলগুলি সকলেরই ভরসা ‘রেউড়ি অর্থাৎ মমতার দেখানো পথেই হাঁটলো জাতীয়স্তরের রাজনীতিকরা।

## বিজেপি কখনই ক্ষমতায় আসবে না, তোপ কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে বলছি, কখনই তারা ক্ষমতায় আসবে না। আমরা ক্ষমতায় থাকব। বিজেপি চেষ্টা করেও আসবে না। শনিবার তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, মা বোনেদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কুৎসা আর চক্রান্ত করে বিভ্রান্ত করলে হবে না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকল করলে হবে না। তাঁর গুণ নিতে হবে। আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এই সঙ্গে সিপিএমকেও একহাত নেন কুণাল। তিনি বলেন, এরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রথম হওয়া দূরের কথা, এরা প্রার্থী খুঁজে পায় না। আজ সিপিএমের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত, একটা রাজ্য সম্পাদক চাই। আর অরিজিত সিংয়ের গানটা করুন আর কবে? আর জি করকে কেন্দ্র করে যারা কুৎসার রাজনীতি করেছে, এবার ভেবে নিন, (সুর করে) চক্রান্তকারীর গালে গালে, কুৎসাকারীর গালে গালে, মিথ্যাচারীর গালে গালে, বাকিটা শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন।

## ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মন এখনও মজে হেমন্তেই

ঝাড়খন্ড, ২৩ নভেম্বর ঃ আদিবাসীদের জমি দখল করছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। লাভ জেহাদে আদিবাসী মহিলাদের ফাঁসিয়ে ধর্মবদল হচ্ছে। ক্ষমতায় এলে ঝাড়খণ্ডে এনআরসি। সাঁওতাল পরগনাগুলিতে মুসলিম-আদিবাসী বিভাজনের সবরকম চেষ্টা করেছিল বিজেপি। কিন্তু কাজের কাজ হল না। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মন এখনও মজে হেমন্তেই। বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এবারের ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে শুরু থেকেই উগ্র হিন্দুত্বের লাইনে প্রচার করে গিয়েছে। এতদিনের ‘হিন্দু আদিবাসী’ বনাম ‘খ্রিস্টান আদিবাসীর’ প্রচার থেকে সরে এসে এবার মুসলমানদেরবহিরাগত হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে বিজেপি। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল। আসলে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনাগুলিতে সেভাবে প্রভাব নেই হিন্দুত্ববাদী নেতাদের। তাছাড়া আদিবাসীদের একটা বড় অংশ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে না, বদলে তাঁদের বিশ্বাস ‘সারনা ধর্মে। যে ধর্মের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাছাড়া বছরের পর বছর মুসলিমদের সঙ্গে সহাবস্থানে তাঁরা অভ্যস্ত। ফলে আদিবাসী-মুসলিম বিভাজনের চেষ্টা সেভাবে কাজে আসেনি। উলটে ২০১৬ সালে বিজেপির আনা ভূমি সংস্কার আইনের ক্ষত এখনও রয়ে গিয়েছে আদিবাসী মনে। ২০১৬ সালে রঘুবর দাস মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডে ভূমি সংস্কার আইন এনেছিল। সেই আইনে বলা ছিল, রাজ্যের বনাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাকে। সেই আইন শেষ পর্যন্ত বাস্তবের আলো না দেখলেও আদিবাসীদের মনে ক্ষত তৈরি করেছিল। জল-জঙ্গল-জমির অধিকার হারানোর ভয় সেসময় রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে আদিবাসীদের মনে। সেই ক্ষত এখনও অস্ফুটে রয়ে গিয়েছে।

# মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ড শেখাল, ‘মমতা মডেলে’ই বাগে আসে ব্যালট বক্স

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হেঁটেই মহারাষ্ট্র জয় পেল বিজেপির! শুধু আরব সাগরের তীরের রাজ্য কেন, হরিয়ানা-মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যেও বিজেপির ডুবন্ত নৌকাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেত্রীর ‘গেম প্ল্যান’ই! শুনতে অবাক লাগলেও, বিষয়টা সেরকমই। একুশের বিধানসভার ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে জিতেই কার্যকর করেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যা নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক মাসে মাসে সরাসরি মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে টাকা। প্রথমে মাসিক ৫০০ এবং ১০০০ টাকা দিত রাজ্য সরকার। তার পর তা বাড়িয়ে করা হয় ১ হাজার এবং দেড় হাজার টাকা। আর এই সরকারি সুবিধা ভবিষ্যতেও পাওয়ার জন্য মহিলারা ঢালাও ভোট দেন তৃণমূলকে। একচেটিয়া বিরোধীরা তৃণমূল নেত্রীর ‘ রাজনীতির নিন্দা করলেও সময় বুঝিয়ে দিয়েছে, তৃণমূল নেত্রীর এই পদক্ষেপ কতটা সময়পযোগী ছিল। বর্তমানে তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছে বিজেপি, কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলগুলি। শুরুটা হয়েছিল কর্নাটক থেকে। ভোটে জিতলে রাজ্যের মহিলাদের মাসিক ২ হাজার টাকা দেবে কংগ্রেস। সেই প্রতিশ্রুতিতে মিলেছিল সাড়াও। দক্ষিণের রাজ্যটি এসেছিল হাত শিবিরের দখলে। এর পর থেকেই একের পর এক রাজ্যে বিজেপি-কংগ্রেস দুদলই ‘ ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রদেশে পদ্ম ফোটাতে সেই চেনা ছকেই হেঁটেছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের মাসছয়েক আগে ‘লাডলি বেহনা’ প্রকল্প শুরু করে বিজেপি। বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার কম আয় থাকা পরিবারের মহিলাদের হাতে প্রতি মাসে ১ হাজার ২৫০ টাকা

দেওয়া শুরু হয়। জম্মু কাশ্মীরেও মহিলাদের নগদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। এর পর ঠিক ভোটের আগে মহারাষ্ট্রে একই রকম একটি প্রকল্প নিয়ে আসে বিজেপি, এনসিপির অজিত পওয়ার শিবির ও শিব সেনার একনাথ শিণ্ডে শিবিরের প্রশাসন। ‘ মাঝি লড়কি বহিন যোজনা’র ঘোষণা করে জানান, ২১ থেকে ৬০ বছরের মহিলাদের মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেবে সরকার। এছাড়াও পাঁচজন সদস্যের পরিবারগুলিকে ‘মুখ্যমন্ত্রী অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্পের অধীনে বছরে তিনটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে বিনামূল্যে। হেক্টর প্রতি ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক তুলো ও সোয়াবিন চাষিদের। ১ জুলাই থেকে দুগ্ধ খামারের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের লিটার প্রতি ৫ টাকা বোনাস দেওয়া হবে। পশুর আক্রমণে কারও মৃত্যু হলে নিহতের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়কে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আগে এই অঙ্ক ছিল ২০ লক্ষ টাকা। আর এই প্রতিশ্রুতির পরই মহারাষ্ট্রের ২২৯টি আসনে জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। শুধু মহারাষ্ট্র নয়, ঝাড়খণ্ডেও হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা মহিলাদের মাসিক অনুদান দেয়। উপরন্ত ভোটের আগে সেই অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর তাতেই কেল্লাফতে। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলির ‘রেউড়ির বিরুদ্ধে একসময় সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও এধরনের একাধিক প্রকল্প ভৎর্সনার মুখে পড়েছে। তার পরেও খয়রাতি থেকে সরে আসেনি রাজনৈতিক দলগুলি। তাই পরিশেষে বলাই যায়, সহজে জয় পেতে বিজেপি-কংগ্রেস থেকে আঞ্চলিক দলগুলি সকলেরই ভরসা ‘রেউড়ি অর্থাৎ মমতার দেখানো পথেই হাঁটলো জাতীয়স্তরের রাজনীতিকরা।

## কোনও কৌশলই কাজে এল না! বিহারে অভিষেকেই ধরাশায়ী পিকের জন সুরাজ

পাটনা, ২৩ নবেম্বর ঃ রাজনীতির ময়দানে নেমে লড়াই করা আর তার কৌশল করার মধ্যে অনেক তফাৎ। আজ সেটা যত প্রশান্ত কিশোর বুঝেছেন। বিহার উপনির্বাচনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন প্রশান্ত কিশোর। জন সুরাজ দল গঠন করে এবারই প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিল পিকের দল। ফলাফলের ট্রেন্ড বলছে, ৪ আসনের চারটিতেই ব্যাপক ব্যবধানে লজ্জার হার হারতে চলেছেন পিকের প্রার্থীরা। যার হাত ধরে একের পর এক রাজনৈতিক দল সাফল্যের শিখরে উঠেছে তাঁর এমন ব্যর্থতা অবাক করল রাজনৈতিক মহলকে। গত ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজনীতির মাঠে নেমেছিল পিকের দল জন সুরাজ। সেদিনই প্রশান্ত কিশোর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের ২৪৩টি আসনেই লড়বে তাঁর দল। তবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে জন সুরাজের কাছে অ্যাসিড টেস্ট ছিল ৪ কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেখানে ডাহা ফেল করল পিকের দল। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি জন সুরাজ। বিহারের ইমামগঞ্জ, বেলাগঞ্জ, রামগড় এবং তারারি আসনে ছিল বিধানসভা উপনির্বাচন। যেখানে জন সুরাজের তরফে প্রার্থী হন, জিতেন্দ্র পাসওয়ান, মহম্মদ আমজাদ, সুশীল কুমার সিং ও কিরণ সিং। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তরারি আসনে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী কিরণ সিং পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। এই কেন্দ্রে জয় পেয়েছেন বিজেপির বিশাল প্রশান্ত। তিনি পেয়েছেন ৭৮,৫৬৪টি ভোট। সেখানে কিরণের প্রাপ্ত ভোট মাত্র ৫,৫৯২। রামগড়েও হাল কার্যত এক। জন সুরাজের প্রার্থী সুশীল কুমার সিং এখানে পেয়েছেন চতুর্থ স্থান। তাঁর প্রাপ্ত ভোট মাত্র ৬,৫১৩। এখানে জয়ী হয়েছেন বিজেপির অশোক কুমার সিং। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৬২,২৫৭। তৃতীয় আসন ইমামগঞ্জেও তৃতীয় হয়েছেন প্রার্থী জিতেন্দ্র পাসওয়ান। এখানে অবশ্য প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা কিছুটা বেড়েছে ( ৩৭,১০৩টি)। এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র রাম মাঝির পুত্রবধূ দীপা মাঝি। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫৩,৪৩৫টি। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন বেলাগঞ্জ কেন্দ্রের মহম্মদ আমজাদ। এখানে জয়ী প্রার্থী নীতীশের দলের মনোরমা দেবী। উল্লেখ্য, গত প্রায় ১০ বছর ধরে জাতীয় রাজনীতির ময়দানে ভোটকুশলী হিসেবে কাজ করে চলেছেন প্রশান্ত কিশোর। সেখানে তাঁর সাফল্যের গ্রাফ একেবারে চমকে দেওয়ার মতো। অনুমান করা হচ্ছিল, এবার সরাসরি তিনি রাজনীতির মাঠে নামলে বিপাকে প৷বেন বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদরা। তবে সে সম্ভাবনায় দাড়ি পড়ল ভোটের ফলে। এই ব্যর্থতা অবশ্য সাফল্য হিসেবে দেখছে জন সুরাজ। দলের তরফে জানা যাচ্ছে, ২ অক্টোবর দল প্রতিষ্ঠার পর মাত্র একমাসে যেটুকু ভোট মিলেছে সেটাই আশাতীত। যদিও এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলের দাবি, ঠান্ডা ঘরে বসে কৌশল ঠিক করা ও মাঠে নেমে লড়াই করার মধ্যে ফারাক অনেক। সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পেলেন প্রশান্ত কিশোর।

## জনাদেশ মানতে পারছেন না সঞ্জয় রাউত, মহাযুতির বিরুদ্ধে আনলেন অভিযোগ

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের জনগণের জনাদেশ মানতে পারছেন না উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর অভিযোগ, তাঁরা (মহাযুতি) নিশ্চয়ই কোনও 'গড়বড়' করেছে। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এটা মহারাষ্ট্রের জনগণের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমরা জানি মহারাষ্ট্রের মানুষ কী চায়। সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, আমরা যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে কিছু একটা ভুল হয়েছে। এটা জনগণের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। সবাই বুঝতে পারবে এখানে কি ভুল আছে। তাঁরা (মহাযুতি) কি করল, যে তাঁরা ১২০-র বেশি আসন পাচ্ছে? মহারাষ্ট্রে এমভিএ ৭৫টি আসনও পাচ্ছে না কীভাবে? সঞ্জয় অভিযোগ করেছেন, তাঁরা কিছু 'গড়বড়' করেছে, তাঁরা আমাদের কিছু আসন চুরি করেছে। এটা জনগণের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এমনকি জনসাধারণও এই ফলাফলের সঙ্গে একমত নয়। এটা কি সম্ভব যে শিন্ডে ৬০টি আসন পায়, অজিত পওয়ার ৪০টি আসন পায় এবং বিজেপি ১২৫টি আসন পায়? এ রাজ্যের মানুষ অস নয়। মহারাষ্ট্রের জনগণের ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে।

## কবি অরুণ চক্রবর্তী প্রয়াত, শোকের আবহ বাংলার লোকসংস্কৃতি জগতে

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ বিশিষ্ট কবি অরুণ চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। চুঁচুড়ার ফার্ম সাইড রোডের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। অরুণ চক্রবর্তীর প্রয়াণে শোকের আবহ বাংলার লোকসংস্কৃতি জগতে।শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন অরুণ। চাকরি করতেন হিন্দুস্তান মোটরে। সঙ্গে লেখালিখিও করতেন। তাঁকে পরিচিতি এবং খ্যাতি এনে দিয়েছিল ' লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা'।

## বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিঘ্নিত মেট্রো পরিষেবা, অসুবিধায় পড়লেন অসংখ্য যাত্রী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ আবারও বিভ্রাট কলকাতা মেট্রোয়। এর ফলে সকালের ব্যস্ত সময়ে দুর্ভোগে পড়লেন অসংখ্য যাত্রী। যাত্রীরা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৭.০৫ মিনিট নাগাদ দমদম থেকে যে মেট্রোটি ছেড়েছিল, তা শোভাবাজার পর্যন্ত গিয়ে থমকে যায়। মেট্রোর মধ্যে এবং স্টেশনে ঘোষণা করা হয়, আপাতত পরিষেবা বন্ধ করা হচ্ছে।যাত্রীদের ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলা হয়। সকাল সকাল স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় ছিল মেট্রোয়। সপ্তাহান্তে অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক যাত্রীরা অসুবিধায় পড়েছেন। সমস্যা থাকায় অন্য স্টেশনগুলিতেও মেট্রো ঢোকেনি। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, থার্ড লাইনে বিদ্যু বিভ্রাটের জন্য শনিবার সকালে শ্যামবাজার ও গিরিশ পার্ক মধ্যবর্তী এলাকায় ডাউন লাইনে মেট্রোয় বিভ্রাট দেখা যায়। যদিও ৭.৪৫-এ ফের পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে বলে দাবি।

# সংবিধান দিবস স্মরণে ২৫ নভেম্বর পদযাত্রা, নেতৃত্ব দেবেন মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া আগামী ২৫ নভেম্বর সংবিধান দিবস স্মরণে নতুন দিল্লিতে একটি পদযাত্রার নেতৃত্ব দেবেন। মেরা সংবিধান মেরা স্বাভিমান থিমের অধীনে আয়োজিত হবে এই পদযাত্রা। পদযাত্রার লক্ষ্য সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রচার করা এবং যুবসমাজের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রস্তাবনা ও নীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই পদযাত্রায় যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পদযাত্রায় মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক, নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম, ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস, এবং ভারত স্কাউটস এবং গাইড-সহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে দশ হাজারেরও বেশি যুবক অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# উপনির্বাচনে বিপুল জয় তৃণমূলের, দলকে অভিনন্দন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ উপনির্বাচনে বিপুল জয় তৃণমূলের। বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের ৬ প্রার্থীকেই তাঁদের বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি কার্যত ধুয়ে দিয়েছেন বিজেপিকে।তৃণমূল নেত্রীর সুরেই বিজেপিকে জমিদার 'কটাক্ষ করেছেন তিনি। বিশেষ ভাবে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাদারিহাটের মানুষকে, যেখানে এই প্রথমবার পদ্ম সরিয়ে ফুটল ঘাসফুল।অভিষেক লিখলেন, ' বদনাম করার জন্য নিজেদের স্বার্থে জমিদার, সংবাদমাধ্যম এবং কলকাতা হাইকোর্টের একাংশ নিজেদের স্বার্থে যে গল্প তৈরি করেছিল মানুষ তাকে খারিজ করে দিয়েছে। প্রথমবার সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাদারিহাটের মানুষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। গণতান্ত্রিক পথে বাংলায় বিরোধীদের নির্মূল করে দেওয়ার জন্য মানুষকে আমার বিনম্র প্রণাম। সাধারণ মানুষ বিরোধীদের মিথ্যা প্ররোচনায় গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের ওপরেই আস্থা রেখেছেন। জেলা, ব্লক এবং অঞ্চল ভিত্তিক তৃণমূল স্তরের কর্মীদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের কঠিন পরিশ্রম এবং মানুষের পাশে থাকার অক্লান্ত প্রচেষ্টাই বাংলার সম্মান এবং গর্বকে রক্ষা করেছে।

# বিহার বিধানসভা উপনির্বাচনঃচারটি আসনেই জয় এনডিএ -র

পাটনা, ২৩ নভেম্বর ঃ বিহার বিধানসভার চারটি আসনেই উপনির্বাচনে জয় পেয়েছে এনডিএ। জয়ের খবর পেতেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে পৌঁছন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।জানা গেছে, বিহার বিধানসভার চারটি আসনের ভোট গণনায় সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল হয়েছে বেলাগঞ্জ থেকে। ৩৪ বছর পর এই কেন্দ্রে হেরেছে আরজেডি। বেলাগঞ্জ কেন্দ্রে জেডিইউ প্রার্থী মনোরমা দেবী জয়ী হয়েছেন। ইমামগঞ্জ থেকে জয়ী হয়েছেন জিতন রাম মাঝির পুত্রবধূ দীপা মাঝি। রামগড় আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপির অশোক সিং। তারারি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রশান্ত পান্ডে জয়ী হয়েছেন।বেলাগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে জেডিইউ প্রার্থী মনোরমা দেবী আরজেডির ৩৪ বছরের শক্ত ঘাঁটি ভেঙে দিয়েছেন। মনোরমা দেবী পেয়েছেন ৭৩,৩৩৪ ভোট। বেলাগঞ্জে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আরজেডি প্রার্থী বিশ্বনাথ কুমার সিং। ইমামগঞ্জ বিধানসভা আসনে দীপা মাঝি পেয়েছেন ৫৩,৪৩৫ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী রোশন কুমার মাঝি। তিনি ৪৭,৪৯০টি ভোট পেয়েছেন।তারারি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত তার প্রতিপক্ষ রাজু যাদবকে ১০ হাজার ৫০৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। প্রশান্ত পেয়েছেন ৭৮ হাজার ৫৬৪ ভোটা আর রাজু যাদব পেয়েছেন ৬৮ হাজার ৫৭ ভোট। রামগড় বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী অশোক কুমার মোট ৬২,২৫৭টি ভোট পেয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ১৩৬২ ভোটে জিতেছেন।

# বেলডাঙার ঘটনাটি স্পর্শকাতর, উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। শনিবার বেলডাঙার ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেছেন, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। আমি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। আমি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তথ্য পাচ্ছি। আমি নিজস্ব মূল্যায়ন করছি। আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হলে, আমি সেখানে যাব। এই ধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়।পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেছেন, বাংলা একটি মহান ভূমি। বাংলার মানুষ খুব সংস্কৃতিমনস্ক, কিন্তু রাজনীতি খারাপ। যেমন বলা হয়, রাজনীতিই এদেশের শেষ আশ্রয়স্থল। এখন আমি জানি এর মানে কী, তবে সেটা বদলাতে হবে। বাংলার জনগণ রাজনীতিতে এই ধরনের ঘটনা থাকতে দেবেন না। বাংলার রাজনীতিতে ক্যান্সারের মতো দু'টি দিক হল হিংসা ও দুর্নীতি। এই দু'টি জিনিস রাজনৈতিক কর্মের দ্বারা ধারণ করা হয়, কিন্তু এইগুলি এখন রাজনৈতিক পদক্ষেপ দ্বারা উৎসাহিত হয়। আমি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য কিছু দায়ী করছি না। এটা আমাদের সামনে সত্য যে, হিংসা ও দুর্নীতি বাড়ছে।

# বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৩নভেম্বরঃ আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা

# ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ভ্রুশতাব্দীর সূচনায় বিশ্বের বিকাশ হার ছিল ৩ শতাংশের সামান্য বেশি। অতিমারীর আগে এই হার দাঁড়ায় গড়ে প্রায় ৪ শতাংশ। একই সময়ে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে নজিরবিহীনভাবে। এর প্রয়োগে সমতা বজায় রাখলে বিকাশ হার বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস এবং ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনে আমরা ঐতিহাসিক সুযোগ পেতে পারি। ভ্রধারাবাহিক উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্নে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল রূপান্তর একান্ত জরুরি। বিভিন্ন জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশের অভিজ্ঞতা বলছে যে, সুপরিকল্পিত ডিজিটাল জনপরিকাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক প্রয়োগে প্রশাসনিক কাজে প্রাসঙ্গিক তথ্যের ব্যবহার দক্ষভাবে করা সম্ভব। এর ফলে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে গতি আসে। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন মানুষকে প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই প্রেক্ষিতে আমরা রাষ্ট্রসংঘের সামিল অফ দ্য ফিউচার - এ গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট যাতে গৃহীত হয়, সেই আবেদন রাখছি। মিশরের কায়রোয় বিশ্ব ডিজিটাল জনপরিকাঠামো শিখর সম্মেলনকেও আমরা স্বাগত জানাই। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এমন হওয়া উচি, যাতে প্রতিটি নাগরিক তার সুবিধা পান এবং ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রও উপকৃত হতে পারে। এরফলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটিতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী, নিরাপদ এবং ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান জানায়। বিপণন ক্ষেত্রে মুক্ত আধুনিক ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের পথ সুগম করে। এরফলে, গোটা বিষয়টি আরও দক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে মেলবন্ধনও সম্ভব হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর কাজও সহজ হয়। ভ্রসময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত প্রসারে অন্যতম শর্ত হ'ল - প্রযুক্তি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ এবং সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে ডিজিটাল জনপরিকাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনার প্রশ্নেও সহায়ক। এভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতিতে বৈষম্য হ্রাস করাও সম্ভব। ভ্রসমদর্শিতার এই পরিমণ্ডল গা tুলতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যাদির নিরাপত্তা রক্ষা করা একান্ত জরুরি। বৌদ্ধিক সম্পদের অধিকার রক্ষার বিষয়টিও এখানে এসে প।ে। ভ্রউন্নয়নশীল গণতন্ত্রগুলির মূল ভিত্তি হ'ল - পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নাগরিকদের অধিকার রক্ষা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের বিষয়টিকেও মাথায় রাখা দরকার।

# সোমবার ৪২এ পা দিচ্ছেন ঝুলন গোস্বামী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃমহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীড ১৯৮২ সালের ২৫ নভেম্বর সোমবার নদীয়া জেলার চাকদহের লালপুরে ঝুলন গোস্বামীর জন্মড এই বাঙালি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা ক্রিকেটার শুধু বাংলার নন, বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটের এই প্রাক্তন অধিনায়কের নাম একটা স্থান করে নিয়েছে২০০২ সালের ৬ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একদিনের ক্রিকেটে ঝুলনের আন্তর্জাতিক অভিষেকড মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম দ্রুততম বোলার হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয় কেরিয়ারের তার সেরা বোলিং পরিসংখ্যান ৩১ রানে ছয় উইকেট ভারতীয় এই পেসারের টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি এই ৩টি বিভাগ মিলিয়ে সংগ্রহে আছে ১৬৬৯ রান ও ২৮৫টি উইকেট। ২০০৫ এবং ২০১৭ এই দুই বছর মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে ১০ ওভারে তিনটি মেডেন ওভার সহ ২৩ রান দিয়ে তিনটি উইকেট পান ঝুলন। তবে দুবারই বিশ্বকাপ ফাইনালে ট্রফি অধরা থেকে গেছে ভারতীয় দলের কাছে, সেই সঙ্গে ঝুলনের কাছেও।ক্রিকেটে ঝুলন গোস্বামীর কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে ঝুলনকে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে মুম্বাইতে ক্যাস্ট্রল অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। তিনি ২০০৭ সালে বর্ষসেরা আইসিসি মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার পুরস্কার পান ঝুলন গোস্বামী। ২০১১ সালে শ্রেষ্ঠ নারী ক্রিকেটার হিসেবে এমএ চিদাম্বরম ট্রফি পান তিনি। এছাড়া ২০১০ সালের ২৯ আগস্ট অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হন ঝুলন গোস্বামী। তাছাড়া ক্রিড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারতে চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মশ্রী পুরস্কার লাভ করেন ২০১২ সালে। ২০১৭ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিলিট সম্মানে সম্মানিত হন। বাংলা তো বটেই ভারতে প্রথম কোন মহিলা ক্রিকেটার এই ডিলিট সম্মান পেয়েছেন।২০২২ সালে অবসর গ্রহণের পর বাংলার ক্রিকেটের এই কৃতি ক্রিকেটার আজও বাংলা ও ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন।

# মহারাষ্ট্রের ফলে খুশি অমিত শাহ, ফোন করলেন শিন্ডে, অজিত ও ফড়নবিসকে

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের জনাদেশে খুশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। জয় যখন নিশ্চিত, এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে ফোন করেছেন অমিত শাহ। তিনজনকেই এই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবিস এক্স বার্তায় লিখেছেন, এক আছি তো নিরাপদ আছি! মোদী আছে তো সব সম্ভব! উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে ফের সরকার গঠন করতে চলেছে মহাযুতি। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, মহাযুতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা ১৪৫ অতিক্রম করেছে। এগিয়ে থাকা ২১৭টির মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ১২৪টি আসনে, শিবসেনা ৫৬ ও এনসিপি ৩৭টি আসনে।

# উত্তর প্রদেশের বিজনোরে গাছে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু দুই শিশু-সহ ৪ জনের

বিজনোর, ২৩ নভেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলায় ভয়াবহ এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই শিশু-সহ ৪ জনের।দ্রুতগতির স্করপিও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি গাছে। একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দুই মহিলা এবং দুই শিশু। গাড়িতে থাকা আরও তিনজন গুরুতর চোট পেয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নাহাতৌর সড়কে। বিজনোর পুলিশ সুপার (পূর্ব) ধরম সিং মার্চহাল বলেছেন, শুক্রবার রাতে নাহাতৌর সড়কে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, সজোরে গাছে ধাক্কা মারে। একই পরিবারের সদস্যরা নাজিবাবাদ থেকে নাহাতৌর যাচ্ছিলেন। গাড়ির চালক সুলতান, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে শাদ ও তাঁর ভাগ্নি আদিবা (১৪) আহত হয়ে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় সুলতানের স্ত্রী গালফসা (২৮), তাঁদের মেয়ে আনাদিয়া (৮) এবং আলিশা (৬) এবং সুলতানের বোন চাঁদ বানো (৩৫) মারা গিয়েছেন।

# সিতাইয়ে জয়ী তৃণমূল, ব্যবধান ১ লাখ ৩০ হাজার

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর ঃ কোচবিহার জেলার সিতাই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। ১২ রাউন্ড গণনা শেষে তিনি পেয়েছেন মোট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৩২টি ভোট। বিজেপির দীপককুমার রায় পেয়েছেন ৩৫২৭৬ ভোট। সিতাইয়ের উপনির্বাচনে ১ লাখ ৩০ হাজার ১৫৬ ভোটে জয়ী হলেন সঙ্গীতা।সিতাইয়ের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া বর্তমানে কোচবিহারের সাংসদ। ওই আসনে গত ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন হয়। এই আসনে জিতলেন তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। সঙ্গীতার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন দীপক রায়, কংগ্রেসের হরিহর রায় সিংহ এবং বামফ্রন্টের অরুণকুমার বর্মা (ফরওয়ার্ড ব্লক)।

# বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে নির্মল বিদ্যালয় অভিযান

বাঁকুড়া,২৩নভেম্বরঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে নির্মল বিদ্যালয় অভিযান।প্রথম দিন - একটি র‍্যালির মাধ্যমে এক বিশেষ প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদের জনগণের মধ্যে পরিবেশ চেতনা যাতে বাড়ে তার চেষ্টা করেছি।দ্বিতীয় দিন - স্কুল চত্বর পরিস্কার করা হয়।তৃতীয় ও চতুর্থ দিন - জল সংরক্ষণ বিষয়ে হাউস হোল্ড সার্ভে করা হয়।পঞ্চম দিন - স্কুলকে প্লাস্টিক ফ্রি জোন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন - স্কুলের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মিটিং এবং গাছ লাগানো হয়।অষ্টম ও নবম দিন - হ্যান্ডওয়াশিং এর গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হয় এবং হ্যান্ডওয়াশিংএর স্টেপস শেখানো হয়।দশম ও একাদশ দিন - পার্সোনাল হাইজিন ডে হিসেবে পালন করা হয়।দ্বাদশ দিন - এক্সিবিশন ডে হিসেবে পালন করা হয়।ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশতম দিন - কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর জন্য মিটিং এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়।ভ্রশেষ দিনে কলা ও নান্দানিক বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্কুলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, নির্মল বিদ্যালয় ও নির্মল গ্রাম গড়ে তুলতে পারলেই আমরা নির্মল বাংলা গড়ে তুলতে পারব। আমাদের মিশন নির্মল বাংলা।

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ২৩নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৭ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আছে। তবে, আরো শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৮.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯শতকরা এবং ৪২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৭মিনিট

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
**বৃষ রাশিঃ**নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
**মিথুন রাশিঃ** উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
**কর্কট রাশিঃ**খেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
**সিংহ রাশিঃ**বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
**কন্যা রাশিঃ** সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি ।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
**তুলা রাশিঃ**পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
**বৃশ্চিক রাশিঃ**নিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
**ধনু রাশিঃ** প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
**মকর রাশিঃ**প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
**কুম্ভ রাশিঃ** অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
**মীন রাশিঃ**কর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

## ‘সরকারি আইনজীবী হয়েও কীভাবে অপরাধীর হয়ে সওয়াল?’, অর্জুন মামলায় কেন ক্ষুব্ধ বিচারপতি?

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** অর্জুন সিংয়ের মামলায় বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে সরকারি আইনজীবী। সরকারি আইনজীবী হয়ে কীভাবে অপরাধীর হয়ে সওয়াল? রাজ্যের কাছে জবাব তলব করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অর্জুন সিংয়ের মামলায় রাজ্যের কাছে জবাব তলব করল আদালত। এক মহিলা সরকারি আইনজীবী ওই মামলায় নমিত সিং নামের এক অভিযুক্তের হয়ে সওয়াল করেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, এটায় অনুমোদন দেওয়া যায় না। সব কিছুর একটা নিয়ম থাকে। যেখানে রাজ্য অপরাধীদের বিষয়ে তদন্ত করে গুরুত্বপূর্ণ নথি দেবে, সেই কেস ডায়েরি সরকারি আইনজীবীদের কাছে থাকে। বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকলে সরকারকে বিশেষ অনুমতি দিতে হবে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের জবাব তলব করেন তিনি। এর আগে এস এস সি দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করতে আসেন প্রধান সরকারি অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সেদিনও একই প্রশ্ন করেন। পরে আর কখনই এজিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে মামলা করতে দেখা যায়নি। সেই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আইনজীবী শবনম দে-কে বলেন, ‘‘সরকারি রিটেনারশিপ গ্রহণ করলে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করা যায় না।’’ প্রসঙ্গত, চার বছরের পুরনো একটি মামলায় অর্জুন সিংকে তলব করে সিআইডি। সেই মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অর্জুন। অন্যদিকে বাড়ির সামনে বোমাবাজির পুরনো একটি মামলায় নমিত সিং নামে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন অর্জুন। সেই মামলাতেই সরকারি আইনজীবী নমিতের হয়ে সওয়াল করেন। তাতেই বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়েন তিনি।

## না ফেরার দেশে ‘লাল পাহাড়ির দেশে’র স্রষ্টা কবি অরুন চক্রবর্তী

**দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ নভেম্বরঃ** কবি অরুন চক্রবর্তী ছিলেন মরমী কবি। তাঁর কাব্যে ধরা আছে গ্রামের মাটির গন্ধ। তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। কবির স্ত্রী দুই পুত্র, তাঁদের স্ত্রী এবং নাতিরা রয়েছেন। কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন স্থানীয় বিধায়ক থেকে শহরের বইমেলা কমিটি এবং বিশিষ্টজনরা। শুক্রবার রাত একটা নাগাদ চুঁচুড়া ফার্ম সাইড রোডে তাঁর ‘সোনাঝুরি’ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক এসে জানিয়ে দেন তিনি আর নেই। ‘লাল পাহাড়ির দেশ’ ছেড়ে মেঘের দেশে যাত্রা করেছেন কবি। কবির পুত্রবধূ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী জানান, শুক্রবার কলকাতার মোহরকুঞ্জে জঙ্গল মহল উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। একটু ঠান্ডা লেগেছিল। ফুসফুসে সমস্যা ছিল করোনার পর থেকে। অরুণ চক্রবর্তী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে হিন্দুস্থান মোটরে চাকরি করতেন।

## ভোটের দিন নৈহাটিতে বডি পড়েছিল! মনে করিয়ে বড় হুঁশিয়ারি বিজেপি প্রার্থীর, পাল্টা তৃণমূলের

**দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৩ নভেম্বরঃ** গত ১৩ নভেম্বর উপ নির্বাচনের দিন সাত সকালে রক্ত ঝরেছিল নৈহাটিতে। ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাজার করতে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তৃণমূলের প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি অশোক সাউয়ের। বিরোধীদের তরফে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ এনে দাবি করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি তৈরি করতেই এই খুনের ঘটনা ঘটানো হল। পাল্টা হিসেবে বিরোধীদের দুষেছিল তৃণমূল। ১০ দিনের ব্যবধানে শনিবার ভোট গণনার মুহূর্তে ওই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন নৈহাটির বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র। এদিন সকাল ৮টার কিছু আগে ভোট গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় বিজেপি প্রার্থী বলেন, ‘‘ভোটের দিন নৈহাটিতে বডি পড়েছিল। সেদিন যা অশান্তি হওয়ার হয়ে গেছে। আজকে যদি তৃণমূল আবার নতুন করে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে তাহলে সমগ্র নৈহাটি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। এর জন্য দায়ী থাকবে তৃণমূল।’’ স্বচ্ছভাবে ভোট গণনা হলে তিনিই জিতবেন বলেও দাবি করেছেন রূপক। যার জবাবে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। পার্থ বলেন, ‘‘হারবে জেনেই আগে থেকে গোলমালের প্ররোচনা দিচ্ছে। এসব না করে ওঁকে বলুন, সমস্যা হলে আমাকে ফোন করতে। আমি সব সামলে দেব!’’ এদিকে শাসক-বিরোধীর তরজার মধ্যে নৈহাটিতে শুরু থেকেই এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সন দে। কমিশন সূত্রের খবর, ব্যালট বাক্সের গণনায় প্রথম রাউন্ড শেষে ৪ হাজার ৭২২ ভোটে বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ভোটের দিন ঠিক কী ঘটেছিল নৈহাটিতে? প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাজারের পথে একটি চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ান তৃণমূলের প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি অশোক সাউ। সেইসময় কয়েক জন দুষ্কৃতী পায়ে হেঁটে এসে ঘিরে ধরে তৃণমূল নেতা অশোককে। এরপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পরে তাঁকে লক্ষ্য করে সকেট বোমা ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই তৃণমূল নেতাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার জেরে ভোটের দিনে রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এলাকায়।

## ট্রেনের মহিলা কামরায় কোনওভাবেই পুরুষ যাত্রী নয়, দমদম স্টেশনে বিশেষ সচেতনতা শিবির রেলের

**দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৩ নভেম্বরঃ** মহিলা কামরায় পুরুষ যাত্রীদের ওঠা ঠেকাতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় রেলের। রেলওয়ে আইনের একাধিক ধারা মেনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এই প্রবণতায় কিছুতেই লাগাম টানা যাচ্ছে না। এবার লেডিস কামরায় পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতখানি তা বোঝাতেই বিশেষ উদ্যোগ শিয়ালদহ ডিভিশনের। শনিবার সকালে দমদম জংশন স্টেশনে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, শিয়ালদহ ডিভিশনের আরপিএফ এবং বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। মহিলা যাত্রীদের কামরায় পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ বন্ধ করার গুরুত্ব বোঝাতে এবং সমস্যার সমাধান করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সচেতন করাই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য। সকালে দমদম স্টেশনের

একাধিক ট্রেনে রেল পুলিশের কর্মীরা উঠে মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা জানার পাশাপাশি পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ আটকাতে মহিলা যাত্রীদের জানানো হয় কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁরা যেন আগে রেলওয়ে হেল্পলাইন ১৩৯-এ কল করে অভিযোগ জানান। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, লেডিস কোচে পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ বন্ধ করতে রেলওয়ে সবসময় প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বদা সচেষ্ট। গত এক মাসে হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদহ ও আসানসোলে অভিযান চালিয়ে লেডিস কামরায় ওঠার অভিযোগে ১৪১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে রেল পুলিশ। এছাড়া পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ আটকাতে রেলের তরফে অভিযোগ জানানোর জন্য চালু হয়েছে টোল ফ্রি নম্বরও। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফিরছে না মানুষের। মহিলা যাত্রীদের স্বার্থ ও সুরক্ষার বিষয় ভেবেই ব্যস্ত সময়ে নিয়মিত লেডিস স্পেশাল ট্রেন চালানোর পাশাপাশি প্রতিটি ট্রেনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোচের ব্যবস্থা করেছে রেল। তবে দেখা যাচ্ছে, কিছু পুরুষ যাত্রী লেডিস কামরায় এখনও যাতায়াত করেন, যা মহিলা যাত্রীদের কাছে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিরোধী।

# হারের দায় নিলেন না শুভেন্দু, কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন কাকে?

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** উপনির্বাচনে ৬ কেন্দ্রেই হার বিজেপির। গতবারের মতো এবারও হারের দায় নাম না করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দিকেই ঠেললেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, ‘‘তিনি বিরোধী দলনেতা, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তিনি যুক্ত থাকেন না।’’ পাশাপাশি এও বললেন, ‘‘হাতে মাত্র ১ বছর। নির্বাচনমুখী সংগঠন, আন্দোলনমুখী দল দরকার।’’ ফল মোটামুটি ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘আমি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাই না, যুক্তও থাকি না। তবে উপলব্দির মধ্যে দিয়ে একটা কথাই বলতে পারি, নির্বাচনমুখী সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে। সকলেই আমরা ২০২৬-এর জন্য অপেক্ষা করছি। এই ৬টা আসন নিয়ে আমরা কেউই ভাবিনি।’’ তবে এই প্রথমবার নয়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলের খারাপ ফলের দায়ও নেননি শুভেন্দু। সেবারে কার্যত দায় ঠেলেছিলেন রাজ্য সভাপতির দিকেই। চলতি বছরেই ১৩ জুন শুভেন্দু বলেছিলেন, ‘‘সামগ্রিকভাবে দলকে প্রতিনিধিত্ব করি না। সংগঠন করি। সংগঠিত করার কাজটা আমার নয়। কেবলমাত্র আমার

জেলাতে পার্টির সংগঠনের লোকেরা যেমন রাজ্যের নির্দেশিকাও পালন করেন, আমার পরামর্শটাও মেনে চলেন। এর বাইরে সাংগঠনিক ব্যাপারে আমি কোনওদিনই হস্তক্ষেপ করি না। ভবিষ্যতেও করার কোনও ইচ্ছা নেই।’’ তবে দলের হারের দায় এড়াননি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ‘‘উপ নির্বাচনে এমনই হয়।’’ উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘কালিয়াগঞ্জের উপনির্বাচন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর উপনির্বাচনে আমরা হেরে গিয়েছিলাম। একুশে কালিয়াগঞ্জ আমরা বিপুল ভোটে জিতেছি। প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ থাকার পরও জিতেছি। ২৪-এ আমরা লোকসভাতে জিতলাম। আবার ২৬-এ বিধানসভাতেও জিতব।’’ প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই বিজেপি অন্দরে বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়ের একটি পোস্ট ঘিরে চরম চর্চা শুরু হয়েছে। আর সেই পোস্টের সূত্র ধরে একটি সংবাদমাধ্যমে একান্ত সাক্ষাৎকারে তথাগত দাবি করেছেন, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীই একমাত্র ‘যোগ্যতম’ চয়েস। সুকান্তকে তিনি কার্যত অতীতের খাতাতেই রেখেছেন। তথাগতর কথায়, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর জন্য একবারে ঠিক লাইনে চলছেন শুভেন্দুই।’’ বিজেপির পরবর্তী রাজ্য সভাপতি শুভেন্দুই কিনা, তা নিয়ে জল্পনার মাঝেই, এই হারের দায় সংগঠনের নেতার ঘাড়েই ঠেললেন বিরোধী দলনেতা। স্বাভাবিকভাবেই উপ নির্বাচনের ফলে ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘নাচতে না জানলে উঠোন ব্যাঁকা। যে ক্লাস ওয়ানেই মুখ থুবড়ে পড়ছে, সে বলছে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে। শুনলেও হাসি পায়, বিজেপিও ভোট চায়।’’

## আগামী বছর পুজোয় লম্বা ছুটি সরকারি কর্মীদের, দেখুন সারা বছর কোন কোন দিন ছুটি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** শুধুমাত্র জাতীয় ছুটির দিনগুলোতেই নয়, প্রতিটি রাজ্যেই রাজ্য সরকারের কিছু নির্দিষ্ট ছুটি থাকে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরও বেশ কিছু ছুটি যোগ হয়েছে সেই তালিকায়। ২০২৪-এর ডিসেম্বরের আগেই ২০২৫-এর ছুটির তালিকা সামনে এল এবার। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটির তালিকা বেশ দীর্ঘ। আগামী বছর পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে চতুর্থী থেকে। ষষ্ঠী রবিবার, এমনিতেই ছুটি। তাই সেটা তালিকায় নেই। একাদশী পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। আর দ্বাদশী হল রবিবার। এর পরের সোমবার লক্ষ্মীপুজোর ছুটি, তার পরেরদিনও ছুটি। অর্থাৎ চতুর্থী থেকে লক্ষ্মীপুজোর পর দু’দিন পর্যন্ত টানা ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। এরপর অফিস খুললেও আবার একটানা ছুটি মিলবে কালীপুজোর সময়। ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ছুটি। কালীপুজোর দিন তো ছুটি থাকেই, তার পরের দু’দিন রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি। ২৩ তারিখ ভাইফোঁটা। তার পরেরদিনও ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। এর পরের দিন হল শনিবার। অর্থাৎ আবারও শনি-রবির ছুটি থাকছে। তারপর সোমবার ও মঙ্গলবার (২৭-২৮ অক্টোবর) ছটের জন্য ২দিন ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। দোলযাত্রাতেও টানা ছুটি থাকছে কর্মীদের। ১৪ মার্চ ছুটি থাকছে, পাশাপাশি ১৫ মার্চও ছুটি থাকছে। তার পরের দিন আবার রবিবার। অর্থাৎ একটানা তিন দিনের ছুটি। এনআই অ্যাক্ট অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসে ২ দিন ছুটি। এছাড়াও একদিন ছুটি প্রকাশ পরব উপলক্ষে। ফেব্রুয়ারিতে ৩, ৬, ১৪ ও ২৬- মোট চারদিন ছুটি। মার্চে ১৪, ১৫, ২৭, ৩১- চারদিন ছুটি। এপ্রিল মাসে ছুটির সংখ্যা ৬। ১, ১০, ১৪, ১৫, ১৮ ও ১৯ তারিখ ছুটি থাকবে। মে মাসে ১, ৯, ১২, তারিখ ছুটি। জুন মাসে ৬, ৭, ২৭ ও ৩০ তারিখ ছুটি। জুলাই মাসে কোনও ছুটি নেই, আগস্ট মাসে ৯ ও ১৫ তারিখ ছুটি। সেপ্টেম্বরে ৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ তারিখ ছুটি। অক্টোবরে ১, ২, ৩, ৪, ৬, ২০, ২৩, ২৭, ২৮ তারিখ ছুটি। নভেম্বরে ৫ ও ১৫ তারিখ ছুটি, ডিসেম্বরে ছুটি থাকবে শুধুমাত্র ২৫ তারিখ।

## বাথরুমে ঢুকিয়ে মার নার্সদের, রাতভর বেহালার হাসপাতালে তাণ্ডব কয়েক’শো দুষ্কৃতীর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে তাণ্ডব। জরুরি বিভাগে ভাঙচুরের অবিযোগ। নষ্ট প্রচুর ওষুধ থেকে ইনজেকশন। আহত তিনজন নার্সিং কর্মী। চাঞ্চল্যকর ঘটনা বেহালায়। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত একজন রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু, চিকিৎসা শুরু হলেও রোগীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। রাত ন’টা নাগাদ ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয় রোগীর পরিবারের। অভিযোগ, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রায় কয়েকশ দুষ্কৃতী প্রথমে ভিজিটিং গেটে ভাংচুর চালায়, পরে জরুরি বিভাগে ঢুকে কার্যত তাণ্ডব চালায়। ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে চলে তাণ্ডব। আতঙ্কে বেড ছেড়ে পালিয়ে যান অন্যান্য রোগী এবং রোগী পরিবারের সদস্যরা। মেল অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে বেশ কিছু মহিলা ঢুকে যায়। একাধিক ওষুধ, ইনজেকশন নষ্ট হয়ে যায়। নার্সিং কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তিনজন নার্সিং কর্মী আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বাথরুমেও নিয়ে গিয়ে এক নার্সকে মারা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা-কাপড়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলছেন, ‘‘গুরুতর অবস্থায় রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, আমরা খুবই অল্প সময় পেয়েছিলাম, সব রকম চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা কোনোও কথা শুনতে চায়নি।’’ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পর্ণশ্রী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

## সুকান্তর দাবির পাল্টা কুণাল, বললেন অলীক স্বপ্ন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে মাদারিহাট কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। মনোজের জেতা সেই আসনই বেলা ১১টা পর্যন্ত উপ নির্বাচনের গণনায় বিজেপি পিছিয়ে প্রায় ২০ হাজার ভোটে! বাকি পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনেও সবুজ ঝড়। এহেন পরিস্থিতিতেও বাংলার পরিবর্তন নিয়ে বড় দাবি শোনালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত

মজুমদার। এদিন সুকান্তর দাবি, উপনির্বাচনে এমনই ফল হয়। কারণ, বহু এলাকায় ভোটই দিতে হয়নি। তবে ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। কীসের ভিত্তিতে এই দাবি করছেন তার ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি সুকান্ত। তবে ২৬ এ পালা বদল হবে বলেই জোর গলায় দাবি করেছেন তিনি। যা শুনে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, ‘‘উনি অলীক স্বপ্ন দেখছেন, স্বপ্ন দেখতে বাধা দেব কেন! বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং আগামীদিনেও থাকবেন।’’ কুণালের অভিযোগ, উপ নির্বাচনে পরাজয়ের ব্যর্থতা ঢাকতে এসব কথা বলতে হচ্ছে বিজেপি নেতাদের।

## আচমকা গ্রুপে অ্যাড বেহালার একদল ছাত্রীকে, এল লাগাতার ‘অশ্লীল’ মেসেজ

**দরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** আচমকা অ্যাড করা হল হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপে। একজনকে নয়, একেবারে একদল ছাত্রীকে। আর তারপরই ‘অশ্লীল’ মেসেজের বন্যা। প্রত্যেক ছাত্রীই পড়াশোনা করছেন বেহালার একটি স্কুলে। আচমকা এই কাণ্ডে আতঙ্কিত অভিভাবকেরা। ভয় পাচ্ছেন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে গ্রুপ অ্যাডমিনের বিরুদ্ধে। অভিভাবকদের বক্তব্য, শুক্রবার একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের লোকজন স্কুলের কাছে তাঁদের সংস্থার প্রচারে এসেছিল। সেখান থেকেই ছাত্রীদের নম্বর পায়। তারপরই দেখা যায় তাঁদের একটি অদ্ভুত গ্রুপে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের সন্দেহ ওই কম্পিউটার সেন্টার থেকেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও কম্পিউটার সেন্টারের কর্তাদের মতে তাঁদের সেন্টারের কোনও লোকজন এসব করেনি। ঘটনা জানতে পেরেই তাঁরা সবটা পুলিশকে জানিয়েছেন। অভিভাবক মুনমুন সরকার বলছেন, ‘‘কয়েকদিন ধরেই আমার বরের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ঢুকছিল। কালও ঢুকছিল। তখন মেয়ের কাছে জানতে চায় কোনও গ্রুপে নম্বর অ্যাড করেছে কিনা। মেয়ে বলে সে করেনি। তারপর আমি ফোন করে দেখি ওইসব মেসেজ এসেছে। প্রায় ২৫টা অচেনা নম্বরও দেখা যাচ্ছে। একটা মেয়ে গ্রুপে জানতেও চায় এটা কী জন্য খোলা হয়েছে। যদি কোনও প্রয়োজন না থাকলে তাহলে ডিলিট করে দেওয়ার কথা বলে। তখন একটা ছেলে ভয়েস মেসেজ করে। বলে, তুমি এত রাগ করছ কেন! ঠান্ডা হও নাহলে উড়ে যাবে। আমরা তো খুবই ভয়ে আছি। হঠাৎ এভাবে নম্বর কীভাবে ছড়িয়ে গেল সেটাই বুঝতে পারছি না!’’

# জার্মানির সংস্থা বিনিয়োগ করবে বাংলায় কলকাতায় খোলা হল অফিস

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ** সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে যাওয়ার পর থেকেই নানা বদনাম বয়ে বেড়াতে হয়েছে তৃণমূলকে। ন্যানোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল টিএমসি এমন কথাও শুনতে হয়েছে তৃণমূলকে। তবে সেসব আজ অতীত। এখন ঘাসফুল শিবির বার বার চেষ্টা করে কীভাবে লগ্নি টানা যায় বাংলায়। এমনকী বিগত দিনে লগ্নি আনার জন্য বিদেশেও গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার জার্মানি থেকে বাংলায় আসছে লগ্নি। জার্মানির সংস্থা উইনস্রথ এই রাজ্যেই স্পেশালিটি ফার্নেস তৈরির করার কারখানা গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। উইনস্রথ ফার্নেসেস ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ১ বছরের মধ্যে তারা ৫০-৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। কার্যত বিশাল বিনিয়োগ এবার বাংলায়। এবার নিউটাউনে উইনস্রথ ফার্নেসেস ইন্ডিয়া তাদের অফিস খুলেছে। বলা ভালো ভারতে এটা তাদের অন্যতম ও প্রথম অফিস। এদিকে এই শিল্পে বিনিয়োগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেকের মধ্যেই খুশির হাওয়া। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি জানিয়েছেন, ‘‘ভারতের মধ্যে একমাত্র নিউটাউনে এই কোম্পানি তাদের নতুন অফিস চালু করেছে। চিনে ওদের কারখানা রয়েছে। আমরা ওদের অনুরোধ করেছি এই রাজ্যে কারখানা খুলতে। পূর্ব ভারতে প্রচুর ফাউন্ড্রি ও ইস্পাত কারখানা রয়েছে, সেখানে স্পেশালিটি ফার্নেসের ব্যবহার হয়।’’

এদিকে বাংলায় শিল্প উন্নয়নের বার্তা মানেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়তে পারে বলেই অনেকে মনে করছেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেন সফরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সফরসঙ্গী ছিলেন রাজ্যের পদস্থ আধিকারিকরা। বাংলা থেকে সাংবাদিকরাও গিয়েছিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে কথা হয়েছিল সেবার। এমনকী মিত্তালদের মতো ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী যাঁরা বিদেশে বিপুল বিনিয়োগ করেছেন তাঁদেরকেও বাংলায় ফিরে আসার ব্যাপারে আহ্বান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বার্সোলোনায় শিল্পোপতি ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মমতা। সেখানেই তিনি বলেছিলেন, ‘‘দেশে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে লড়াই রয়েছে। এবং সেটা থাকবেও। কিন্তু দেশের বাইরে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়ান।’’ সেই সঙ্গেই শিল্প সফরের কোথাও রাজনীতির কথা বলিনি। জানিয়েছিলেন মমতা। তবে সেই সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিদেশের মাটিতে রাজনীতির কোনও প্রসঙ্গ আনেননি মমতা। সূত্রের খবর, বিদেশ সফরে গিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নাম সেভাবে করেননি। মাদ্রিদ হোক কিংবা বার্সেলোনা আদ্যপান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির শব্দ বিশেষ বলতে চাননি বলেই খবর। তবে এবার মাদ্রিদ থেকে নয়, লগ্নি আসবে জার্মানি থেকে।

# সৃজনশীল কমরেডের খোঁজে সেলিম, ন্যূনতম ১৮ হাজার বেতন দাবি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নিজেদের ডিজিটাল উপস্থিতি বাড়াতে এবং সমাজ বদলের বার্তা আরও সুসংগঠিতভাবে পৌঁছে দিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে কর্মী নিয়োগের পথে হেঁটেছে সিপিআইএম। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই ঘোষণা করেছেন। তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে যেমন দলীয় সমর্থকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন, তেমনই সমালোচকরাও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। মহম্মদ সেলিমের পোস্টে বলা হয়েছে, সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় দক্ষ ব্যক্তিদের প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাজনৈতিক ইন্টার্ন, গণজ্ঞাপনে দক্ষ কন্টেন্ট রাইটার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ করা হবে। এই পোস্টে সিপিআইএম-এর নাম উল্লেখ না থাকলেও পোস্টের ভাষা এবং প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট, এটি সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞাপনের মুল স্লোগান, ‘‘আমরা নিয়োগ করছি, সমাজ বদলাতে তোমাদের দক্ষতা চাই।’’ এর মাধ্যমে একদিকে সমাজের সৃজনশীল তরুণ প্রজন্মকে দলমুখী করতে চাওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সিপিআইএম-এর কাজের গতি বাড়ানোর জন্য দক্ষ জনবল খোঁজা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হওয়ার পর থেকে দলীয় সমর্থকদের একাংশ এই পদক্ষেপকে যুগোপযোগী বলে অভিহিত করেছেন। রঙ্গলাল রায় নামের এক ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, ‘‘সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। দলের দাবি মতো ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দিতে হবে। ঘর থেকেই শুরু হোক, তবেই দাবির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।’’ তাঁর এই মন্তব্য একদিকে সমর্থনসূচক হলেও, অন্যদিকে বেতন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অনেক সমর্থক বলছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ সিপিআইএম-এর জন্য একটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক

দলগুলির ডিজিটাল উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সিপিআইএম, যাকে এখনো অনেকেই একটি পুরনো ধাঁচের দল হিসেবে দেখেন, তাদের এই পদক্ষেপ আধুনিক চিন্তাধারারই প্রতিফলন। তবে সমর্থকদের সাধুবাদের মাঝেই কটাক্ষকারীদের মন্তব্য বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পার্থসারথী সিনহা লিখেছেন, ‘কম্পিউটার ঢুকতে না দেওয়া পার্টি, ইংরেজি তুলে দেওয়া পার্টির হাল। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিতে হচ্ছে। নাগরিক সাজা পতাকাহীন সিপিআইএম।’ প্রসঙ্গত, সিপিআইএম-এর সময়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একসময় সরকারি অফিসে ইংরেজি এবং কম্পিউটার ব্যবহার বাধার মুখে ফেলেছিলেন। সেই পুরনো নীতির সঙ্গে এখনকার ডিজিটাল যুগের এই নতুন উদ্যোগকে তুলনা করে কটাক্ষ করা হচ্ছে। সিপিআইএম বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতার সংকটের মুখোমুখি। বিশেষ করে রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের আবহে সিপিআইএম তাদের পুরনো শক্তি ফিরে পেতে বেশ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়োগের পদক্ষেপকে সেই পুনরুজ্জীবনের একটি অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু বড় প্রশ্ন হল, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে দল আদৌ কি দক্ষ এবং সৃজনশীল কর্মী পেতে পারবে? এবং সেই কর্মীদের দিয়ে কীভাবে তাদের রাজনৈতিক বার্তা ও আদর্শ আরও কার্যকরভাবে জনমানসে পৌঁছানো সম্ভব হবে? মহম্মদ সেলিমের পোস্টে সরাসরি কোনো বেতন উল্লেখ করা হয়নি। তবে রঙ্গলাল রায়ের মন্তব্যে ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিকের দাবি উঠেছে। সিপিআইএম দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে এসেছে। তাই এই নিয়োগে সেই আদর্শ মেনে চলা হবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের মতে, যদি সিপিআইএম নিজস্ব নিয়োগে ন্যূনতম বেতন প্রদানে ব্যর্থ হয়, তবে তা দলের নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। সিপিআইএম-এর নিয়োগ বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং টার্গেট গ্রুপ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করছেন। বিজ্ঞাপনের ভাষা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা মূলত তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। সৃজনশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, সমাজ বদলের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সিপিআইএম-এর এই পদক্ষেপ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হতে পারে, যদি তারা সঠিকভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারে। ডিজিটাল দুনিয়ায় কার্যকর উপস্থিতি এবং দক্ষ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে দল নিজেদের পুরনো ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সিপিআইএম-এর এই নিয়োগ বিজ্ঞাপন একটি নতুন যুগের সূচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে এই পদক্ষেপ সফল হবে কিনা তা নির্ভর করছে কার্যকর বাস্তবায়ন এবং দলের অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবস্থাপনার উপর। কটাক্ষের মুখে পড়লেও, এই উদ্যোগ যদি ঠিক পথে পরিচালিত হয়, তবে তা সিপিআইএম-এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক ফল আনতে পারে। একদিকে সমাজ বদলের ডাক, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংকট-এই দুইয়ের মাঝে সিপিআইএম কীভাবে এই নতুন উদ্যোগকে কাজে লাগাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫১ সংখ্যা, রবিবার, ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

## মতি নন্দীর 'কোনি'

মতি নন্দীর উপন্যাস কোনি। সেই উপন্যাস থেকে তৈরী হল সিনেমা। ক্ষিদ্দার চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেই সিনেমায় এক জায়গায় আছে যেখানে ক্ষিদ্দাকে জুপিটারের কোচ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্লাব ছাড়ার আগে খিদ্দা বললেনবলেনআমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে জুপিটারে ট্রেনার হয়ে এসেছি। ক্লাবে কোনও মতলব নিয়ে আসিনি,আদর্শ নিয়ে এসেছি কেরিয়ার তৈরী করতে আসিনি,সুইমার তৈরী করতে এসেছি। হ্যাঁ,আমি ছাত্রছাত্রীদের ডিসিপ্লিনড হতে বলি কারণ আমার বিশ্বাস শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে জীবনে বড় কিছু হওয়া সম্ভব না। আমিও ক্লাবকে ভালবেসেছি আমিও চাই জুপিটার ভারতের সেরা ক্লাব হোক কিন্তু আজ যেটা হল এটা কোনও আদর্শের কোনও জায়গা নেই। সুইমার হতে গেলে খাটতে হবে, লক্ষ্য স্থির রেখে লড়াই করতে হবে। আর এই লড়াই তারাই করতে পারবে যারা নিজেরাই রোজ বাঁচার জন্যে লড়াই করছে। ক্ষিদ্দার এই আদর্শটাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ। ১৯৭৪ সালে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কোনি। সেই বছরই সাঁতারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে নিয়েও একটি লেখা প্রকাশিত হয় সেই শারদ সংখ্যায়। সেই লেখা পড়েই সরোজ দে ঠিক করেন সিনেমা বানানোর। তবে ক্ষিদ্দার চরিত্র করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। উত্তমকুমার সরোজ দে'কে বলে রেখেছিলেন, 'কোনওদিন যদি কোনি বইটা নিয়ে ছবি হয়, তাহলে ক্ষিদ্দার চরিত্র আমি করব।' কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান উত্তমকুমার। এরপর সরোজ দে ঠিক করেন নাসিরুদ্দিন শাহ ওই চরিত্রটি করবেন। তিনি রাজি হলেও ডেট দেন ডিসেম্বরে,শীতকালে। যেহেতু সিনেমার অনেকটাই সাঁতারের উপর, শীতকালে ঠান্ডায় শুটিং করা মুশকিল। তাই পাওয়া গেল না নাসিরুদ্দিন শাহ'কে। তখন সরোজ দে সৌমিত্রবাবুকে প্রস্তাব দেন ক্ষিদ্দার চরিত্র করার। উনি রাজি হন, সরোজ দে এরপর কোনি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স করছেন। শ্রীপর্ণা কোনি চরিত্রে অভিনয় করবেন এই কথা শুনে সৌমিত্রবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার বাড়ি। যদিও প্রথমে শ্রীপর্ণাকে পছন্দ হয়নি তার। তিনি সরোজ দে'কে বলেছিলেন,কালুদা আর একটু দেখলে ভাল হয় না! কিন্তু শেষমেশ শ্রীপর্ণা'ই ওই চরিত্রে অভিনয় করে। কোনি সিনেমায় একমাত্র বড় তারকা ছিলেন সৌমিত্রবাবু কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সৌমিত্রদা হয়ে উঠেছিলেন সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। শ্যুটিং-এর পর গল্পের আসর বসত সৌমিত্রদা কালুদাকে বলেছিলেন, 'কোনির দলটাকে আমার বড় ভালো লাগে, কারণ ওদের মধ্যে এখনও পেশাদারিত্বটা আসেনি।' কোনির শুটিং হয়েছিল কলকাতার ইন্ডিয়ান লাইফ সুইমিং সোসাইটি,কলেজ স্কোয়ার,পদ্মপুকুর, স্পোর্টিং ইউনিয়নে বাকিটা হয় চেন্নাইতে ক্ষিদ্দা চরিত্রের জন্য নিজেকে নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

## ইউরোপ যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি-মনের সুখ দুঃখ তাঁকে নাড়া দিয়েছে, গ্রামবাংলার পরিবেশ তাঁর মনকে ভরিয়ে তুলেছে। গানে, কবিতায় সে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার মাটিতে শিকড় চালিয়ে তিনি রসগ্রহণ করেছেন, সেই বৃক্ষে নানা ফুল ফল ধরেছে, যা দেশেরই সামগ্রী ছিল। কিন্তু সেই দেশের ছোট গণ্ডিতে তাঁকে আর ধরল না। গাছ যখন আকাশে ডালপালা মেলে দিল, তখন বিশ্বের তরঙ্গ সে ডালপালায় স্পন্দন তুলল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের আহ্বান শুনলেন। বাংলাদেশের মাটিতে যে আসন রচিত হয়েছিল, তার পরিসর বেড়ে উঠল- সেখানে এখন বিশ্বের জন্য স্থান অকুলান আর হবে না। কবিকে আর দেশের মধ্যে রাখা গেল না, তিনি বিশ্বের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ২৪ মে ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে বম্বের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ২৭ মে জাহাজে বম্বে থেকে ইউরোপ যাত্রা শুরু হল। এবার রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী পুত্র রথীন্দ্র, পুত্রবধূ ও ত্রিপুরার সৌমেন্দ্রনাথ। জাহাজে রবীন্দ্রনাথ একটির পর একটি প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। পোর্ট সৈয়দ পৌঁছবার আগে দুটি প্রবন্ধ লেখা হল। জাহাজ ৮ জুন পোর্ট সৈয়দ পৌঁছুল। ১৪ জুন রবীন্দ্রনাথ মার্সাই পৌঁছলেন। সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডন। লন্ডনগামী ট্রেনে এক ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবি ধর্মপ্রচারক বলে ঠাওরালেন। সে ভদ্রলোক পাঞ্জাবিদের বিশেষ প্রশংসা করলেন। শেষে বললেন যে, বাঙালিরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে বলে তিনি বাঙালিদের ঘৃণা করেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধীর কণ্ঠে জানালেন I have the honour to represent the Bangali Race whom you hate most. তখন সে ভদ্রলোককে দেখার মতো অবস্থা! সদলবলে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছুলেন। সেখানে পাতালরেলে যাওয়ার সময় রথীন্দ্রনাথ উত্তেজনায় ভুল করে বাবার একটা বাক্স ট্রেনে ফেলে নেমে গেলেন। সেই বাক্সটিতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের সব কাগজপত্র, যাবতীয় অনুবাদ। সৌভাগ্যবশত সে বাক্সটি পরে উদ্ধার হয়েছিল, তা না হলে হয়তো রবীন্দ্রজীবন বদল হয়ে যেতে পারত। প্রথম দিন লন্ডনে কাটল একটা হোটেলে। পরের দিন রোটেনস্টাইনের সাহায্যে হ্যামস্টেডে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সেখানে উঠে গেলেন। প্রথম দিন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু অতিথি সমাগম হল- বাঙালি ও ইংরাজ। পিয়ারসন নামে ভারতফেরত এক সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হল। পিয়ারসন বাংলা জানতেন। প্রথম দর্শনে পিয়ারসন পায়ে হাত দিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক নিবিড় হতে শুরু করে কবিগুরুর হাত ধরেই।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

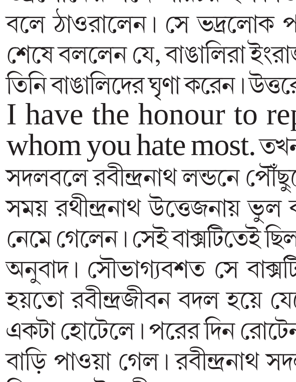

শঙ্করাচার্য কেবল হিন্দু ধর্ম প্রসার নিয়ে কথা বলতেন না, তিনি ভারতীয় দর্শন নিয়ে বহু আলোচনা করতেন। তার মধ্যে ছিল সৎ সঙ্ঘ।

সৎ সঙ্ঘ হচ্ছে সৎভাবে জীবন যাপন করা শিবির। এখানে সৎ ভাবে বসবাস করতে হবে। সৎভাবে থাকতে হবে। অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করাই হল সৎ সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করলে একটা অহং বোধ মনের মধ্যে কাজ করে। সেই অহং বোধ মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মনকে শান্ত করতে হবে। শান্ত রাখতে হবে। মেজাজকে ঠাণ্ডা জলের মতো করে রাখাই হচ্ছে ভদ্রতা। তবেই মানুষ

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কিছু কমে না।

মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

# জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির জনপ্রিয় মহিলা ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরী

**বিশেষ প্রতিবেদক**

অন্যরকম মেয়ের গল্প। অন্যরকম মেয়েটি অজস্র সুর সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে অঞ্জলি দিতে লাগলেন। সেই সুরে সুরে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন অপূর্ব সব গান। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, এস হে গৃহদেবতা, এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, চিরবন্ধু চির নির্ঝর প্রভৃতি। এই অন্যরকম মেয়েটি জীবনের শেষার্ধে বলেছেন, মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ঘরে বাহিরে যাহা কিছু অধিকার নারী পাইয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষদের আরাম ও সুবিধাকল্পে, নারীর দিক ভাবিয়া নহে। ছবিটা যদি সিংহের আঁকা হইত, সিংহ যেমন এক রকম করিয়া আঁকিত, তেমনই ধর্ম শাস্ত্র রচনা নারীর হাতে পড়িলে শ্লোক কয়টা পুরুষকে উলটা পড়িতে হইত। লোকযাত্রা যেমন পুরুষের, তেমনই মেয়েরো। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবহারগুলি সব পুরুষের একার গড়া, মেয়েদের ভোট বা সম্মতি লইয়া গঠিত হয় নাই''। ছোটবেলায় তার নাম ছিল সরলা ঘোষাল, অবশ্য আমরা তাঁকে বেশি চিনি তার বিবাহ পরবর্তী সরলা দেবী চৌধুরানী নামে। সরলার মায়ের নাম স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারের বিদুষী কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি। সাহিত্য -সেবা, দর্শন-চর্চা, সখী সমিতি গঠনেই সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। ছোট মেয়েকে দেখাশোনার সময় তাঁর মোটেই ছিল না। সরলার নিজের কথায় ভাদ্রমাসের ললিতা সপ্তমী তিথিতে তার জন্ম, ইংরেজির ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সাল, জোড়াসাঁকোর মামার বাড়িতে তেতলার এক রোদফাটা কাঠের ঘরে। বাবা জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন বিদ্বান, আইনবিদ, নদীয়ার জয়রামপুরের ( অধুনা বাঙলাাদেশের কুষ্টিয়ায়) বনেদী হিন্দু পরিবারের সন্তান। দৃঢ় চরিত্রের এই মানুষটি ছিলেন দেশপ্রেমিক, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। জন্মের পর ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মধর্মীয় পরিবেশে বড় হলেও পিতৃকুলের বনেদী হিন্দুয়ানিকেও উপেক্ষা করতে শেখেন নি। সরলার শৈশব কেটেছিল পরিচারিকার সান্নিধ্যে। মায়ের আদর ভালবাসা, স্নেহ স্পর্শের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হলেও মায়ের সীমাহীন উদাসীনতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জোটেনি। পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে রক্তপাত হলেও মায়ের মনোযোগ পাননি। শুধু সরলার গান বাজনার কথা জেনে একটু নরম হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই সুরের মায়া সরলার মনের ভেতরে বেশ রাজকীয় ভাবেই বিরাজ করত। তাঁর নিজের কথায় ' আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়তুম। রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙলাী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের কাছে তাদের গান শিখে নিতুম, যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত,- তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন আমি শোনাতুম অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা

করতেন। চুঁচড়োয় কর্তা দাদামশাই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার সময় বোটের মাঝিরা এরকম অনেক সুর শুনিয়েছেন। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ, আমার সোনার বাঙ্গলা' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান'।

বাড়ীর সব মেয়েদের মত সরলারও ছোটবেলায় পিয়ানো বাজাতে লিখেছিলেন। মায়ের হুকুমে তাকে রীতিমত নিয়ম করে সময় ধরে পিয়ানো শিখতে হয়েছে। বাড়িতে দিশী গান শেখা ছাড়াও মেমেদের কাছে ইউরোপীয় গান শেখায় উৎসাহ দিতেন তার রবিমামা। পিয়ানোয় চমৎকার সঙ্গীত রচনা করতেন। এই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে সুর দেন সরলা। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' গানটার পিয়ানো রূপ শুনে তার রবিমামা খুশি হয়ে ভাগ্নীকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র পিয়ানো রূপ দিতে বলেন। সে যুগে বাঙলা পরিবারে সুফি গান কে আর শুনত? দাদামশাই দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর প্রিয় হাফিজের একটি সুফী কবিতায় সুরারোপ করে তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছেন, প্রতিদানে পেয়েছেন এক বহুমূল্য হীরে-চুনির জড়োয়া নেকলেস, গুণী দৌহিত্রীকে সম্মানিত করে সংস্কৃতি অনুরাগী দাদামশাই তাকে শিরোপা দিয়ে বলেছেন, ' তুমি সরস্বতী'।

তবে মা'কে কাছে না পাওয়ার বেদনা শৈশবে ,কৈশোরে বড় কষ্ট দিত। মা যেন অগম্য রানীর মত দূরে দূরে থাকতেন, এই ঔদাসীন্য তিনি নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর মা অর্থাৎ সরলার কর্তাদিদিমার কাছ থেকে। গৃহধাত্রী মঙ্গলা আর নীরস গৃহশিক্ষক সতীশবাবুর কঠোর শাসনে শৈশবের দিন কেটেছে। পরিণত জীবনে সে বিষয়টি স্মরণ করে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, আমার মনে হত আমি যেন একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়ে। অত্যন্ত মেধাবী মেয়ে সরলাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করা হল। বয়স তখন সাড়ে সাত। মাত্র তেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসেছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসে মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন সরলা। ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে মেকলের লেখা 'লর্ড ক্লাইভ' বইয়ের ওপর ক্লাইভের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসেছিল। মেকলের লেখায় বাঙালির ভীরু চরিত্রের উল্লেখ থাকায় তিনি সেটি তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, এ ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত যুক্তি - তথ্য দিয়ে সাজিয়ে উত্তর লিখেছিলেন। বালিকা বয়েস থেকেই সরলা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর ক্রমে ক্রমে বেথুন কলেজ থেকে এফ এ, ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে বি এ পাশ করলেন। বয়স তখন সতেরো। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে সে বছর মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী' পুরস্কার পেলেন। মেয়েদের মধ্যে এই পদক তিনিই প্রথম পেলেন। সংস্কৃত তার অন্যতম প্রিয় বিষয়। সেই ভালবাসার টানে সে বিষয় নিয়ে এম এ পড়া শুরু করলেন, মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরী করার বাসনা হল। নিজেকে বোঝালেন মেয়ে বলেই কি ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি? দাদাদের মত সেও তো সম শিক্ষার অধিকার পেয়েছে। তাই চাকরি করে নিজের পায়ে সেই বা দাঁড়াবেনা কেন? চিরকাল সরলা জেদী আর খামখেয়ালি। এর আগে এন্ট্রান্স পাশ করার পর বায়না ধরে ছিল সে সায়েন্স নিয়ে পড়বে, ছেলেরা যদি পড়তে পারে মেয়েরা কেন পারবে না? সে যুগের একমাত্র মেয়েদের কলেজ বেথুন কলেজে সায়েন্স নিয়ে পড়ার অনুমতি ছিল না। তাতে কী হল? সরলা দুই দাদা জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল ও মামাতো দাদা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সাহায্যে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েশনে সান্ধ্য ফিজিক্স ক্লাসে যাওয়া শুরু করলেন, পড়েও ছিলেন বেশ কিছুদিন, প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রৌপ্য পদক লাভও হল। অবশ্য খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি, কারণ তার মনের আসল তারগুলো তো অন্য সুরে বাঁধা। সরলার আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব সে যুগের মেয়ে হয়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের কথা ভাবা। কলকাতা থেকে অনেক দূরে অন্য প্রদেশে, মহীশূরের একটি স্কুলের শিক্ষিকা চাকরি করতে যাওয়ার আবদার ধরল। যোগাযোগ আগেই করে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ 'ভারতী' ভ্রমণের সময় সরলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মহীশূরের দেওয়ান নরসিংহ আয়েঙ্গারের। সরলার ব্যক্তিত্ব ও ভাষা ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে মহীশূরের মহারানী গার্লস কলেজে সুপারি নটেনডেন্টের পদে আহ্বান জানান। সরলা সাগ্রহে রাজী হলেন। বাধা এসেছিল অনেক। ঘরের মেয়ের অতদুরে চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিল। গ্রাহ্য করেননি কিছু কোনোদিন। যেটা করতে চেয়েছেন, সেটাই করেছেন। সরলার মত বিদুষী, গুণী মেয়েকে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে পাওয়া স্কুলের পক্ষেও ভাগ্যের বিষয়। তখনো বাঙলাা প্রদেশে কেন, ভারতের বেশির ভাগ মেয়েই স্কুলে পড়তে যায় না, বিয়ের দিন গোণে।

# রুক্মা বাঈ ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক

**বিশেষ প্রতিবেদক**

রুক্মা বাঈ একজন ভারতীয় চিকিৎসক এবং নারীবাদী ছিলেন। তাকে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম অনুশীলনকারী ডাক্তারদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করা হয়, পাশাপাশি ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে বালিকা বধূ হিসাবে তার বিবাহের সাথে জড়িত একটি পথপ্রদর্শন সূচক আইনি মামলায়ও তিনি জড়িত। মামলাটি, ব্রিটিশ শাসিত ভারত এবং ইংল্যান্ড উভয় জায়গায়, আইন বনাম ঐতিহ্য, সামাজিক সংস্কার বনাম রক্ষণশীলতাবাদ এবং নারীবাদের মত বেশিরভাগ বিষয়গুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে জনসাধারণের বিতর্ক উত্থাপিত করেছে। এই মামলা এবং বিতর্ক অবশেষে সম্মতি বয়সের আইন রচনায় অবদান রেখেছিল।

রুক্মা বাঈ একটি মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল জনার্দন পান্ডুরঙ্গ এবং মায়ের নাম জয়ন্তীবাঈ। তার দুই বছর ও তার মায়ের সতেরো বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। তার স্বামীর মৃত্যুর ছয় বছর পর, জয়ন্তীবাই, বম্বের বিখ্যাত চিকিৎসক ও সামাজিক কর্মী বিপত্নীক ডাঃ সখারাম অর্জুনকে বিবাহ করেছিলেন। সুতার (ছুতার) সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের চল ছিল - এই দম্পতিটি সেই সম্প্রদায়ের ছিলেন।

আড়াই বছর পরে, ১১ বছর বয়সী রুক্মা বাঈকে, তার সৎ বাবার এক সম্পর্কিত ভাই, ১৯ বছর বয়সী দাদাজী ভিকাজীর সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। ঠিক করা হয় যে, পারম্পরিক আদর্শ থেকে সরে গিয়ে, দাদাজী রুক্মা বাঈয়ের পরিবারের সাথে থাকবেন ঘর জামাই হিসাবে, এবং তার সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হবে। তার কাছে প্রত্যাশা ছিল তিনি শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং একটি ভাল মানুষ হবেন। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে, রুক্মা বাঈ বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে যান। এর পর গর্ভাধানের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল বিবাহের নির্জনবাসের অনুষ্ঠানের সময় সংকেত। কিন্তু ডাঃ সখারাম অর্জুন, সংস্কারবাদী প্রবণতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হয়ে, প্রারম্ভিক নির্জনবাসের অনুমতি দেন নি।

২০ বছর বয়সী ভিকাজী এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি রুক্মা বাঈ এর পরিবারে চাহিদামত একটি ভাল মানুষ হবার পরিকল্পনাতেও ক্ষুব্ধ ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তার বিরাগ ছাড়াও, বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ মানে পড়াও তার জন্য বিরক্তিকর ছিল, কারণ তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার বয়স। এর মধ্যে, ভিকাজীর মায়ের মৃত্যু হয় এবং, এবং সখারাম অর্জুনের পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে, তিনি তার মামা নারায়ণ ধুরমাজীর সাথে বসবাস শুরু করলেন। ধুরমাজীর বাড়ির পরিবেশে ভিকাজী আরও অলস এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি অবশেষে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আশা করলেন, রুক্মা বাঈ এর সম্পত্তি দিয়ে তিনি ঋণশোধ করবেন।

বিপরীত দিকে, একই বছরে ফ্রি চার্চ মিশন গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে রুক্মা বাঈ বাড়িতে পড়তেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারকদের সাথে তার বাবার সংযোগের কারণে তিনি বিষ্ণু শাস্ত্রী পন্ডিতের মতো বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এলেন। বিষ্ণু শাস্ত্রী সেই সময়ে পশ্চিম ভারতে নারীদের উন্নতির কারণগুলির একটি শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। এর সঙ্গে ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলারা তাকে উদার সংস্কারবাদের মুখোমুখি করে। তার মায়ের সাথে, তিনি নিয়মিত আর্য মহিলা সমাজ এবং প্রার্থনা সমাজের সাপ্তাহিক বৈঠকে যোগ দিতেন।

১২ বছর বয়সী রুক্মা বাঈ ধুরমাজীর পরিবারে গিয়ে ভিকাজীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করেন, তাকে সমর্থন করেন তার সৎ বাবা। বিবাহ অধিকার পুনঃস্থাপন ভিকাজী কৃত মামলা। ১৮৮৪ এর মার্চ মাসে, ভিকাজী তার আইনজীবী চক ও ওয়াকারের মাধ্যমে সখারাম অর্জুনকে একটি আইনি নোটিশ পাঠান, রুক্মা বাঈয়ের সাথে সংযোগে বাধা দিতে বিরত থাকতে বলে। অবশেষে সখারাম অর্জুন আইনি সাহায্য নেন এবং আইনজীবী পেইন-গিলবার্ট ও সায়নির মাধ্যমে, রুক্মা বাঈ কেন ভিকাজীর সঙ্গে কেন থাকবেন না তার কারণ দর্শান।

১৮৮৫ সালে, ভিকাজী বনাম রুক্মা বাঈ, ১৮৮৫ শিরোনামে, ভিকাজীর বিবাহ অধিকার পুনঃস্থাপন। মামলা আদালতে ওঠে এবং বিচারপতি রবার্ট হিল পিনহী রায় দেন যে এই মামলায় অধিকার পুনঃস্থাপনের ইংরাজি উদাহরণ খাটে না, সম্মত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ইংরেজি আইন যেভাবে চলে। তিনি ইংরেজি আইনের ক্ষেত্রেও দোষ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং হিন্দু আইনের কোন উদাহরণ খুঁজে পাননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে রুক্মা বাঈ তার ক্ষমঅসহায় শৈশবএ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তিনি একজন যুবতীকে বাধ্য করতে পারেন না।

# কলকাতার সুতানুটির ইতিহাস

**বিশেষ প্রতিবেদক**

সুতানুটি হল পশ্চিমবঙ্গের একটি অধুনালুপ্ত গ্রাম। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুতানুটি ও তার পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রাম কলিকাতা এবং গোবিন্দপুরকে নিয়ে আধুনিক কলকাতা শহরটি গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক জব চার্নক (ইংরেজি ঐতিহাসিকেরা যাঁকে কলকাতার জনক আখ্যা দিয়েছিলেন) এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

বর্তমান উত্তর কলকাতার বাগবাজার, শ্যামবাজার ও তার আশেপাশের এলাকাগুলিই অতীতে সুতানুটি গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। সুতানুটি, কলকাতা এবং ডিহি কলকাতা ছাড়াও অধুনা কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের চিৎপুর, সালকিয়া, কালীঘাট ও বেতড় হাওড়ার শিবপুরের কাছে অঞ্চল নিয়ে কলকাতা এবং হাওড়া শহর দুটি গড়ে ওঠে। সুতানুটি ও বেতড় দুটি গ্রামই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে যখন নগরায়ণ শুরু হয়, তখন এই দুটি গ্রাম যথাক্রমে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরীর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতীয় রেলের কলকাতা মেট্রো বিভাগ প্রাচীন সুতানুটি সংলগ্ন শোভাবাজার অঞ্চলের মেট্রো স্টেশনটির নামকরণ করেছে শোভাবাজার সুতানুটি মেট্রো স্টেশন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে এই অঞ্চলের একটি প্রামাণ্য ভৌগোলিক বিবরণী পাওয়া যায়। ব্যান্ডেল এবং ত্রিবেণীর মধ্যবর্তী স্থানে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ ছিল একটি বিরাট বন্দর। নদীর ভাটিতে একই পাড়ে বেতড় গ্রামটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পথিকেরা কেনাকাটা করত ও দেবী চণ্ডীর পূজা দিত। চিৎপুর ও কলিকাতা গ্রাম ছিল বেতরের নিকটবর্তী গ্রাম। সেই যুগে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব ছিল না।১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলায় পর্তুগিজদের যাতায়াত শুরু হয়। এই যুগে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম বন্দরদুটি ছিল বাংলার দুটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে বলত মহা পোতাশ্রয় এবং সপ্তগ্রামকে বলত বা ছোটো পোতাশ্রয়। সেযুগে টালির নালা বা আদিগঙ্গা ছিল সমুদ্রে যাতায়াতের পথ। সমুদ্রগামী বড়ো বড়ো জাহাজগুলি এখন যেখানে গার্ডেনরিচ, সেই অঞ্চলে নোঙর

ফেলত। কেবল মাত্র দেশি ছোটো নৌকাগুলিই হুগলি নদীর আরো উজানের দিকে চলাচল করত। সম্ভবত সরস্বতী নদী ছিল এই সময়কার আরও একটি জলপথ। এই নদী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ১৫৮০ সালে হুগলি চুঁচুড়াতে পর্তুগিজরা একটি নতুন বন্দর স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রামের দেশীয় বণিকেরা নতুন একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাদের অধিকাংশই হুগলিতে বসতি স্থাপন করলেন। কিন্তু চারটি বসাক পরিবার ও একটি শেঠ পরিবার বেতরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে নদীর পূর্বতীরে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন। ডিহি কলিকাতা গ্রামের উত্তরাংশে বস্ত্রাদি ক্রয়বিক্রয়ের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৫৯৬ সালে আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এই অঞ্চলটিকে সাতগাঁও পরগনার একটি জেলা হিসেবে উল্লেখ করেন। পর্তুগিজদের পর এই অঞ্চলে ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকেরা পদার্পণ করে।

শোনা যায় ১৬৫৮ সাল থেকে জব চার্নক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন। কাশিমবাজার ও পাটনার পর তিনি কিছুকাল হুগলি, হিজলি এবং সুতানুটিতে বসবাস করেন। সুতানুটিতে বসতিস্থাপনকে তিনি সুবিধাজনক মনে করলেও তার সহকর্মী এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সে কথা মানতে চাননি। তবে মাদ্রাজের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার পর জব চার্নককে সুতানুটিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬৯০ সালের ২৪শে অগস্ট জব চার্নক সুতানুটিতে পদার্পণ করেন। কলকাতার ইতিহাসে এই তারিখটি স্মরণীয়। জব চার্নক প্রায় আড়াই বছর সুতানুটিতে অবস্থান করেছিলেন।অবস্থানগত নিরাপত্তার কারণে জব চার্নক সুতানুটিকে বসতি স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। সেই যুগে সুতানুটি পশ্চিমে হুগলি নদী এবং পূর্বে ও দক্ষিণে দুর্গম জলাভূমির দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব অংশে প্রহরার প্রয়োজন হত। সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর ছিল মুঘল সম্রাটের খাসমহল অর্থাৎ সম্রাটের নিজস্ব জায়গির বা ভূসম্পত্তি। এই অঞ্চলের জমিদারির দায়িত্ব ছিল বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের উপর। ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর জব চার্নকের উত্তরসূরি তথা জামাতা চার্লস আয়ার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের থেকে এই তিনটি গ্রামের জমিদারির অধিকার কিনে নেন। এরপরই কলকাতা মহানগর দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়মিত এই অঞ্চলের রাজস্ব মুঘল সম্রাটকে দিয়ে এসেছিল।

বিদ্রোহ এবং ছোটো খাটো সংঘর্ষ থেকে আত্মরক্ষার স্বার্থে ব্রিটিশরা কলকাতায় দুর্গস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দুর্গটির নামকরন করা হয় তদনীন্তন ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের রাজা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের নামানুসারে। অনতিবিলম্বেই কলকাতা একটি সমৃদ্ধ নগরী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক বণিক, দক্ষ শ্রমিক এবং অভিযাত্রী এই শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। পার্শ্ববর্তী দস্যু উপদ্রুত অঞ্চলগুলি থেকে অনেক শান্তিপ্রিয় নাগরিকও এখানে চলে আসেন। ১৭০০ সালে কলকাতাকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির থেকে পৃথক করা হয়। স্থাপিত হয় স্বতন্ত্র বাংলা প্রেসিডেন্সি। এরপরই বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিত্রয় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে শুরু করে। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু ছাড় মঞ্জুর করেন। তার ফলে কোম্পানির আর্থিক বিকাশ দ্রুত হয়। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতায় দুর্গপ্রতিষ্ঠা সহ অপমানকর সামরিক আয়োজন।

# ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরল পাচারের শিকার

**শ্যামল সান্যাল, ঢাকা**

বাংলাদেশে ফিরে এসেছে ভারতে পাচারের শিকার২৪ জন নারীওপুরুষ। বুধবার বিকেলে তাদেরকে বেনাপোল -পেট্রোপোল ইমিগ্রেশন দিয়ে হস্তান্তর করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের হয়ে এসময় তাদের গ্রহণ করেন যশোরের শার্শা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান। বেনাপোল

ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমতিয়াজ আহসানুল কাদের ভূইয়া,সেকেন্ড অফিসার নয়ন রয়, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা আবু তাহের এবং রাইটস যশোরের কর্মকর্তা সরোয়ার হোসেনও তৌফিকুজ্জামান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যাবাসিতদের মধ্যে১৩ জন পুরুষ এবং ১১জন নারী রয়েছেন। এদের বাড়ি যশোর, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, লালমনিরহাট এবং ঢাকা জেলায়।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ওসি ইমতিয়াজ আহসানুল কাদের ভূইয়া জানান, প্রত্যাবাসিতরা পাচারের শিকার হয়েছিলেন। তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে পাচারকারীরা চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করেছিল। বেনাপোল উপজেলা প্রশাসনও ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে তাদেরকে গ্রহণ করে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্থান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে রাইটস যশোরও জাস্টিস এন্ড কেয়ার নয়জন করে,জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি পাঁচজনকে এবং এসিডি রাজশাহী একজনকে জিম্মায় নিয়েছে।

রাইটস যশোরের তৌফিকজ্জজামান জানান, সার্ভাইভারদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া হবে। এর আগে তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শেল্টারহোমে রাখা হবে।

বাংলাদেশ থেকে শিশু এবং নারী পাচার বন্ধ করার ব্যাপারে ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে কাজ করে চলেছে। এর পিছন আন্তর্জাতিক পাচার চক্র জড়িত হবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই সব শিশু এবং নারীদের কোথায় পাচার করা হচ্ছে তা নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হতে শুরু করেছে। এবং সীমান্ত এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে তারই ফাঁক দিয়ে চলছে এই কাজ। এবারে তা বন্ধ করার দিকে নজর।

*নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে মানপত্র নিচ্ছেন ও সমর্থকদের সাথে উল্লাসে নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে।* *ছবি - সুবল সাহা*

# নাবালিকা অবস্থায় মা হওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৩ নভেম্বর ঃ সুন্দরবনে নাবালিকা অবস্থায় শিশুর জন্ম দেওয়ার সংখ্যা বেড়ে চলায় চিন্তায় প্রশাসন। এখন পুতুল খেলার বয়সেই মা, চিন্তা বাড়াচ্ছে তাই। বাড়ছে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বার সংখ্যা। বয়স মাত্র ১২। পুতুল খেলার বয়সেই সুন্দরবনের কুলতলির এক নাবালিকাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। নানান শারীরিক জটিলতা দেখে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তাকে পাঠানো হয় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে সন্তানের জন্ম দেয় সে। গত মে মাসের এই ঘটনায় হাসপাতালের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ জানতে পারে, পাড়ারই কুড়ি বছরের এক যুবকের সঙ্গে মাস কয়েক আগে বিয়ে হয় ওই নাবালিকার। আর এই ঘটনা বেড়ে চলেছে বলেই দাবি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করা চিকিৎসকদের। তাঁরা বলেন, গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে ১৮ বছরের কম বয়সীরা প্রায় প্রতিদিনই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে কুলতলির ওই নাবালিকার মত আরও কম বয়সী মেয়ে ও মা হচ্ছে। এত কম বয়সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় নানারকম শারীরিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে এদের। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভপাতও হচ্ছে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেকে। আর নাবালিকার বিয়ে আটকাতে রাজ্য জুড়ে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু তাতে যে কাজের কাজ হচ্ছে না, তাঁর প্রমাণ মিলছে প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসায় আসা প্রসূতিদের তালিকাতেই। জানা যায়, জয়নগর কুলতলির ব্লক গ্রামীণহাসপাতালে গত আর্থিক বছরে ৮৫৪ জন কুড়ি বছরের কম বয়সী (টিন এজার) কিশোরী মা হয়েছে। যা হাসপাতালে আসা মোট অন্তঃসত্ত্বার ১৮ শতাংশ। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০ বছরের নীচে এই অন্তঃসত্ত্বার সংখ্যা কুড়ি শতাংশের আশেপাশে। এদের অনেকেরই বয়স ১৮ বছরের কম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত ব্লকগুলিতে সর্বত্রই পরিস্থিতি প্রায় একই বলেই দাবি চিকিৎসকদের। চিকিৎসকেরা বলেন, এক্ষেত্রে সরকারি পরিসংখ্যানই চমকে দেওয়ার মত। এর বাইরে একটা অংশ স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা করাচ্ছে। সেই হিসেব সবসময় সামনে আসছে না। চিকিৎসকেরা বলছেন, এর পিছনে দায়ী অসচেতনতাই। নানা কর্মসূচি, আইনি পদক্ষেপেও নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আটকানো যাচ্ছে না। ইদানীং নাবালক-নাবালিকাদের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গের ঘটনা বেড়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রের খবর, ১৫-১৬ বছরের মেয়েরা বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে। ফলে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের। কুলতলিতেই এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে সম্প্রতি। এলাকারই এক স্কুলের একাদশ শ্রেণির কৃতী এক ছাত্রী শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে যায়। পরীক্ষা করে জানা যায়, সে তখন অন্তঃসত্ত্বা। এলাকার এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে জানায় সে। দ্রুত বছর ষোলোর ওই ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন হয়। স্কুলে প্রথম হওয়া ওই ছাত্রী বর্তমানে সন্তান প্রসবের অপেক্ষায়। শারীরিক জটিলতা এড়াতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়েদের মা হওয়া উচিত নয় বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। প্রশাসনের তরফে গ্রামে গ্রামে এই বার্তা প্রচারও করা হচ্ছে। কমবয়সী দম্পতিদের নিয়ে বৈঠক, কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। গর্ভ নিরোধক নানা উপায় সম্পর্কে জানানো হচ্ছে তাদের। কিন্তু ফল মিলছে কম ক্ষেত্রেই। সুন্দরবনের এক গ্রামীণ হাসপাতালের কাউন্সেলিংয়ের দায়িত্বে থাকা এক চিকিৎসাকর্মীর কথায়, কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তো আছেই। বিয়ের পর দ্রুত বাচ্চা নিয়ে নিতে হবে, এমন প্রবণতাও কাজ করে। বাড়ির মা-কাকিমারাই এতে চাপ দেন। ইদানীং অনেক কম বয়সী ছেলে, এমনকী নাবালকদের ও বিয়ে হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন শারীরিক জটিলতার কথা বা গর্ভ নিরোধকের গুরুত্ব এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বুঝতে চায় না বলে এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য জেলার এক আধিকারিক বলেন, সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় অনেক নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে। এটা তো চিন্তার বটেই। আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে এটা শুধু মাত্র স্বাস্থ্য দফতরের হাতে নেই। এটা এখন সামাজিক সমস্যা। বিভিন্ন দফতরের সমণ্বয়ে এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যাপারে কুলতলি ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, নাবালিকা বিয়ের খবর আসলেই পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। আর সচেতনতার প্রচারেও নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ আরো সচেতন না হলে এই ধরনের কাজ বেড়ে যাবে।

## পুরসভার ভিতরেই চলছিল জুয়ার ঠেক, ১৩ জন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ হাওড়া পুরসভার ভিতরেই চলছিল জুয়ার ঠেক। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার রাতে হাওড়া পুরসভায় হানা দেয় হাওড়া থানার পুলিশ। ১৩ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের শনিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। অবৈধ জুয়া খেলার অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়। এদিকে, রাতে কি করে এতোজন লোক পুরসভা চত্বরে ঢুকল তা জানতে পুরসভার গেটে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের শোকজ করেছে হাওড়া পুর কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে এই ঘটনায় পুরভবন চত্বরের ভিতর বসবাস করা পুরকর্মীরা কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানতে ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, আমরা এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। হাওড়া সমগ্র পুরভবন চত্বর সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসছি। এই জন্য হাওড়া পুরভবনে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি রাতে পুরভবন চত্বরে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুরসভার গেটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় সাগর রাজবংশী, বিশাল সোনকার, বিশাল ভকত, অনিল সাউ, মহম্মদ শামস, আজিজ আহমেদ, ঋত্বিক জালান, সুরজ কুমার, বিকাশ সাহানি, বাবলা রাও, আব্দুল কালাম, সাগর মল্লিক ও সানি সাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ৩৬ হাজার টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

## সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়া নিজস্ব অধিকার আদায়ে একজোট ঃ নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ নভেম্বর ঃ খবরের কাগজের পাতা ওল্টানো আগ্রহ ক্রমশ কমছে। বিভিন্ন দৈনিকের সার্কুলেশনের হাল দেখলে সেটা সহজেই অনুমেয়। কে আর পাতা ওল্টাতে চান? যেখানে মোবাইলে একটি ক্লিক করে খুলে যায় গোটা জগৎ। তারপর শুধু স্ক্রল করলেই, কেল্লাফতে! বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে যখন সব কিছুই ডিজিটালাইজেশনের মুখাপেক্ষী। তখন ডিজিটাল মিডিয়া কেন তাদের প্রাপ্য মর্যাদা পাবে না? ফেসবুকে ইউটিউব এবং অন্যান্য ডিজিটাল মিডিয়া বা পোর্টাল গুরুত্বপূর্ণ গণ মাধ্যম হলেও, তারা সহজেই আইনের ভ্রুকুটির স্বীকার। গুরুত্বপূর্ণ সভায় ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকরা প্রবেশ অধিকার পান না। সেই স্বীকৃতি ও অধিকার আদায়ে এবার সারা রাজ্যের ডিজিটাল মিডিয়া এক ছাতার তলায় এলো। সংগঠনের নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম। আট-ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ির সিনার্জি টাওয়ারের চতুর্থ তলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন শুরু করেছে। বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকরা একত্র হয়ে সেখান থেকেই তাদের চলার পথ শুরু করবে। সারা রাজ্যকে সংগঠন পাঁচটি জোনে ভাগ করেছে। জোন ভিত্তিক সমস্ত জেলার সাংবাদিকরা পর পর বিভিন্ন জেলায় সভা করবেন, বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের সমাজের জনমত করতে একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। অনেক যুবক যুবতীও এটিকে বর্তমানে তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বলতে হয় এখানে যে কোন বড় মিডিয়ার থেকে বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া জনগণের কাছে পৌঁছাতে একটা বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিউয়ার্স বাড়লেই গুগল মানিটাইজেশনে সোজা আয়ের খোলা পথের হাতছানি। একটি রাজ্যের গঠনমূলক সমালোচনায়ও উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার এই গণমাধ্যম। তাই আজকের দিনে ডিজিটাল মিডিয়াকে অগ্রাহ্য করা কারো সাধ্যি নেই। মানুষের ঝক্কি কমছে অনেক। লিঙ্ক ক্লিক, পড়ো শেয়ার করো, তারপর ভ্যানিস।

## আরও বেশি মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে টিকিট ক্রয় করছেন

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল মোডের মাধ্যমে অর্থপ্রদানের জন্য বেছে নিচ্ছেন যেমন UPI, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য এবং মেট্রোতে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে। এই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল পেমেন্ট যাত্রীদের সময় বাঁচাতে এবং পরিবর্তনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করছে। UPI ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) পাশাপাশি ব্লু লাইন গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, অরেঞ্জ এবং পার্পল লাইনের টিকিট কাউন্টারে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে টোকেন ক্রয় করছে। কলকাতা মেট্রোতে পেমেন্টের এই ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পরে, যাত্রীদের মধ্যে মুদ্রা নোটে ভাড়া টেন্ডার করার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এই নতুন সিস্টেমের সাথে টোকেন বা স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এই টিকিটিং মোডটিকে ব্যবহারকারী-বান্ধব বলে মনে করেছেন। যাত্রীরা আনন্দিত কারণ পেমেন্টের ডিজিটাল মোড নির্বিঘ্ন লেনদেনের অনুমতি দেয় এবং এটি যাত্রীদের অনেক সময় বাঁচায় এবং তাদের একটি স্মার্ট টিকিটিং সিস্টেম উপভোগ করতে সক্ষম করে। মোট আয়ের মধ্যে, ৩৩ শতাংশ এরও বেশি উপার্জন ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে আসছে। নভেম্বর, ২০২৪ এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, যাত্রীদের মধ্যে অর্থপ্রদানের জন্য ডিজিটাল মোড ব্যবহারের এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) এর সহায়তায় এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে।

## অবশেষে ভোটার তালিকায় যৌনকর্মীদের নাম নথিভুক্ত হলো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ সামসিয়া হাই মাদ্রাসাতে সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৫০ জন যৌনকর্মীদের ভোটার কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়। এদিন কর্মসূচিতে আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনার ও এস ডি ও সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনার অনুপ কুমার আগরওয়াল জানান, এই কর্মসূচি প্রত্যেক বছরই করা হয়। যারা ১৮ বছরের উর্ধ্বে বা যাদের ভোটার তালিকাভুক্ত থেকে নাম বাদ পড়েছে তাদের জন্য এই কর্মসূচি করা হয়ে থাকে। শুধু যৌনকর্মী রায় নয় তাদের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গ ও যারা গৃহহীন তাদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করে ভোটার লিস্টে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে যৌনকর্মীরা বলেন, তারা বহু বছর ধরে ভোটার লিস্টে নাম নথিভুক্ত করার জন্য বহুবার চেষ্টা করেও হয়নি। তবে এবার তাদের নাম নথিভুক্ত হওয়ায় বেজায় খুশি তারা। তারা জানান, ভোটার লিস্টের নাম নথিভুক্ত করতে হলে বিভিন্ন প্রমাণ পত্রের প্রয়োজন হয় যা এতদিন ধরে তাদের কাছে ছিল না। সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে তারা ভোটার লিস্টের নাম নথিভুক্ত করতে পারছিল না। তবে সরকারের এই উদ্যোগে খুশি তারা।

## হাতির আক্রমণে আহত দুই বনকর্মী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির নগরকাটার কলাবাড়ি চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে হাতির আক্রমণে আহত হয়েছেন দুই বনকর্মী। আহতদের একজন বন্যপ্রাণী শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জে এবং অন্যজন ডায়না রেঞ্জের টোলগেট বিটে কাজ করে। জানা গেছে, শনিবার সকালে দুটি হাতি প্রথমে কলাবাড়ি চা বাগানে প্রবেশ করে। যার একটি বাগান সাংকাগান খেরকাটা বনে প্রবেশ করেছে এবং অন্যটি এলিফ্যান্ট বাগানে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের বিন্নাগুড়ি ও ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা। এর পর হাতিটিকে বনে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় বনবিভাগের দলকে আক্রমণ করে হাতিটি। এতে আহত হন বনকর্মী তমাল রায় ও সুরজিত রায়। আহত বনকর্মীদের প্রথমে বানারহাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাতিটিকে বনে ফেরানোর চেষ্টা করছে বনবিভাগ।

## গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় নয়া অতিথি ইগুয়ানা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় আনা হল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণী ইগুয়ানা। ৬ টি ইগুয়ানা ছাড়া হল গড়চুমুক জুলজিক্যাল পার্কে। শনিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা খাঁচাটির উদ্বোধন করেন। এছাড়াও তিনি বনবিড়ালের এনক্লোজার ও আশি মিটার বনপথের (চিড়িয়াখানার ভিতরের রাস্তা) উদ্বোধন করেন। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রথমবার পার্কে নিয়ে আসা ৬ টি ইগুয়ানার বয়স ৮ বছরের মধ্যে। প্রতিটি প্রাণী এক মিটার করে লম্বা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো লম্বায় আরও বাড়বে। প্রাণীগুলো সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন মিটার লম্বা হয়। আগে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র আলিপুর চিড়িয়াখানায় এই গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর দেখা মিলত। প্রাণীগুলোকে সেখান থেকেই উলুবেড়িয়া নিয়ে আসা হল। বনমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জু অথরিটির মেম্বার সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা। চিড়িয়াখানাটিকে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। বাঘ আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। চিড়িয়াখানায় হায়না, নেকড়ে, বন কুকুর আনারও পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে ইতিমধ্যেই এমু, ম্যাকাও-সহ ৫০টি প্রজাতির বেশি পাখি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পাইথন, কুমির হরিণ, বাগরোল, বন বিড়াল। পশু-পাখির সংরক্ষণ ছাড়াও এখানে বেশ কিছু পশু-পাখির প্রজননেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বাকি প্রাণীগুলো গড়চুমুকে এলে এই চিড়িয়াখানা মানুষের কাছে আরও আর্কষণীয় হয়ে উঠবে বলে মত কর্তৃপক্ষের। এদিন বনমন্ত্রী এবং বন দফতরের কর্তারা গোটা চিড়িয়াখানা চত্বরে বিভিন্ন প্রাণীর খাঁচা ও বিচরণক্ষেত্র ঘুরে দেখেন।

## সিজনের প্রথম তুষারপাত-রেকর্ডের পরেও চলছে বরফ-স্পেল! দার্জিলিং-সান্দাকফু ক্রমশ ঢাকছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ঠান্ডায় কাঁপছে পাহাড়। কাঁপছে দার্জিলিং, কাঁপছে সান্দাকফু! তবে এ-কাঁপুনির মধ্যে আনন্দ আছে। কেননা, এই কাঁপুনি ধরেছে মরশুমের প্রথম তুষারপাতের সৌজন্যে। যা নিয়ে ঘোরতর আহ্লাদিত পর্যটকেরা। আহ্লাদিত দার্জিলিংয়ে, আহ্লাদিত সান্দাকফুতে। আনন্দের বান ডেকেছে পর্যটকমহলে। বৃহস্পতিবারই মরশুমের প্রথম তুষারপাত ঘটেছিল সান্দাকফুতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সান্দাকফু-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তুষারপাত শুরু হয়। আর এই তুষারপাতকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অক্টোবর মাসের মাসের শেষের দিকে সিকিমে তুষারপাত হয়েছিল। তবে দার্জিলিংয়ে সেভাবে তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি তখন। সেটাও এই নভেম্বরে হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সান্দাকফু-সহ দার্জিলিংয়েও তুষারপাত শুরু হয়। নভেম্বরেই তুষারপাত দেখে আশায় বুক বাঁধছে পর্যটন ব্যাবসায়ীরা। সাধারণত ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তুষারপাতের আভাস মেলে। কিন্তু এই বছর নভেম্বরেই তুষারপাত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এ বছর তুষারপাতের পরিমাণ বাড়বে বলেই আশাবাদী বিভিন্ন মহল। এবারে শীত আসার আগেই শীত নিয়ে নানা পূর্বাভাস ছিল। কেউ কেউ তো এমনও বলছিল, রেকর্ড শীত পড়বে দেশে, পড়বে বিপুল তুষারও। এমনকি, কলকাতায় বরফ-পড়ার এআই-নির্মিত ছবিও রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল। না, কলকাতার বিষয়টা আপাতত রসিকতাই। কিন্তু তা বলে এবার ঠান্ডা পড়বে না, এমন নয়। বলতে গেলে, এবার যে রেকর্ড ঠান্ডাই পড়বে তার ইঙ্গিত কিন্তু এখনই পাওয়া যাচ্ছে। সান্দাকফুতে টানা তুষারপাত হচ্ছে। প্রচন্ড ঠান্ডা হাওয়া বইছে দার্জিলিং কার্সিয়াং জুড়ে। ওদিকে সান্দাকফুতে তুষারপাতের বাড়বাড়ন্ত দেখে ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশন সরকারকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে রাখল। দেখা যাক অদূর ভবিষ্যতে কী হয়?

## বাইক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ২ জনের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৩ নভেম্বর ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল হাটপাড়ার ২ জন যুবকের, একই পরিবারের দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, কান্দির হাটপাড়া গ্রামে। পরিবার সুত্রে জানা গেছে কান্দি থানার অন্তর্গত হাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আদর সেখ ওরফে আকসারুদ্দীন সেখ এবং জডান সেখ ওরফে চাঁদ মহম্মদ সেখ, গতকাল রাত ৭ টা নাগাদ গোকর্ণ থেকে বাজার করে বাইকে করে হাটপাড়া গ্রামে বাড়ি ফেরার সময় মোতড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়, কান্দিগামী একটি ডাম্ফার গাড়ি দুরন্ত গতিতে ধাক্কা মারে, ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে বাইকে থাকা দুই যুবক, সজোরে শব্দ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ছুটে আসে এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। মৃত যুবকের নাম আদর সেখ ওরফে আকসারুদ্দীন সেখ বয়স ৩০ বছর, এবং জডান সেখ ওরফে চাঁদ মহম্মদ সেখ বয়স ২৩ বছর। মৃত যুবকের ভাই আনিসুর রহমান বলেন একই বাইকে দুজন খালাইতো ভাই ছিল, আগামীকাল সৌদির জন্য রওনা হবে তার আগে কিছু বাজার এবং ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিল কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেলো। মৃত আকসারুলের সেখের স্ত্রী লগিনা বিবি বলেন এক ছেলে এক মেয়ে, তাদের জন্য কিছু খাবার আনতে গিয়ে আর ফিরেনি, আগামীকাল সৌদি আরবে যাওয়ায় জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিলো, ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি কীভাবে বাঁচাবো ! শনিবার কান্দি হাসপাতালা মর্গে ময়নাতদন্ত করে দেহ বাড়ি ফিরতেই হাটপাড়া জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

## ব্যবসায়ী অপহরণের ঘটনায় সাফল্য পুলিশের, ফারাক্কা থেকে গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ বেলুড়ের দুই ব্যবসায়ী ভাইকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা মুক্তিপণ চেয়ে অপহরণের ঘটনায় সাফল্য পুলিশের, ফারাক্কা থেকে গ্রেপ্তার ৫, ধৃতদের আনা হলো হাওড়ায়। শনিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এবিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, গত ২১ নভেম্বর রাতে বেলুড়ের ভোটবাগান এলাকার এক বাসিন্দা থানায় অভিযোগ করেন যে তাঁর দুই ছেলে ব্যবসার কাজে নদীয়া গেছেন। রাত ন'টা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক থাকলেও রাত এগারোটা নাগাদ প্রথমে ছেলে তারপর অজানা ব্যক্তি ফোন করে জানায় তাঁর দুই ছেলেকেই অপহরণ করা হয়েছে। মুক্তিপণ হিসেবে বড় ছেলের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা এবং ছোট ছেলের জন্য ২ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ পেয়েই দ্রুত তদন্ত শুরু হয়। এরপর ওসি বেলুড়ের নেতৃত্বে এবং হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সহায়তায় একটি তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়। সারারাত ধরে ফোন আসে মুক্তিপনের টাকার জন্য। টাকা পাঠানোর জন্য ফোনের মাধ্যমে দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়। এছাড়াও একটি ফোন পে নম্বর দেওয়া হয়। শুরুতে এদের লোকেশন নদীয়ার রানাঘাটে পাওয়া যায়। এরপর আইসি রানাঘাট, আইসি কল্যাণীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। লোকেশন পাওয়ার পর আমাদের টিম সেখানে পৌঁছানোর জন্য মুভ করলে দেখা যায় তাদের লোকেশন ফারাক্কায়। ওখানে জঙ্গিপুর পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করা হয়। সেখানকার একটি হোটেলের একটি রুমে অপহৃতদের আটকে রাখা হয়েছিল। ওই অপহৃতরা কোনওরকমে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে থানায় যোগাযোগ করতে বলেন। এরপর ওই হোটেলের ম্যানেজার স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেন। ফারাক্কা থানার পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত সেই হোটেলে পৌঁছায় এবং অপহৃতদের উদ্ধার এবং অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করা করে। হাওড়া সিটি পুলিশের টিম সেখানে পৌঁছায় অপহৃতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

## ডানকুনিতে বাঘরোল আতঙ্ক, এলাকা থেকে চুরি যাচ্ছে হাঁস- মুরগি

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ নভেম্বর ঃ ডানকুনির বাগপাড়ায় বাঘরোল আতঙ্ক। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি এলাকা থেকে হাঁস, মুরগি চুরি হয়ে যাচ্ছে, ছাগলও উধাও হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে ডানকুনি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের খড়িয়াল বাগপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁদের ভয়, বাড়ির বাচ্চা তুলে নিয়ে যদি পালায়! এলাকার লোকজনের দাবি, সম্প্রতি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে চার পেয়ে এক জন্তুর চলাচলের ছবি। দেখতে অবিকল বাঘের মতো। প্রথমে এমনও রটে যায়, এলাকায় বাঘ আসছে। পরে অবশ্য এ দিক ও দিক খোঁজ নিয়ে স্পষ্ট হয়, এ কাণ্ড বাঘরোলের। এ পাড়ার পাশেই রয়েছে জলাজমি। সেখানেই ওই ফিশিং ক্যাট বা মেছো বিড়ালের বাস বলে মনে করছেন এলাকার লোকজন। তাতেই আতঙ্ক বেড়েছে স্থানীয় লোকজনের। অনেকেই জানেন না, বাঘরোল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়ন বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (IUCN) এদের সংরক্ষণের লাল তালিকায় রাখে। ফেব্রুয়ারি মাসকে আন্তর্জাতিক ভাবে ফিশিং ক্যাট ফেব্রুয়ারি হিসাবে ঘোষণাও করা হয়েছে। বৃহ মার্জার গোষ্ঠীর একমাত্র প্রাণী হল বাঘরোল, যারা জলে ডুবে শিকার ধরে। বিড়াল জাতীয় প্রাণী সাধারণত জলে নামে না। তবে বাঘরোলের ক্ষেত্রে জল হল বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত। যদিও এখন জলা জমি বুজিয়ে নির্মাণ হচ্ছে। তাতেই খাদ্য সঙ্কটে ভুগে লোকালয়ে এসে হানা দিচ্ছে মেছো বিড়ালের দল। ডানকুনি, হিন্দমোটর, কোন্নগর, রিষড়ায় এক সময় প্রচুর বাঘরোলের দেখা মিলত। বন দপ্তর বার বারই বলে, ওদের দেখে অযথা আতঙ্কের কারণ নেই। তবে ওদের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি না থাকায়, হঠাৎ দেখলে ঘাবড়ে যান অনেকেই। এতে নির্দয়ও হয়ে পড়েন কেউ কেউ। বাঘরোলের হানা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বাগপাড়ার বাসিন্দারা। কাউন্সিলর শেখ আশরফ জানান, মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে বন দপ্তরের সাহায্য নিয়ে খাঁচা পাতার ব্যবস্থা করা হবে।

## প্রৌঢ় চা বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ২৩ নভেম্বর ঃ উপনির্বাচনে আবারও উড়েছে সবুজ আবির। কিন্তু তার মধ্যেই জারি তৃণমূলের অন্তর্কলহ। চা দোকানে আড্ডা দেয় বিরোধী গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতারা। যা একদমই না-পসন্দ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের। তাই প্রৌঢ় চা বিক্রেতাকে তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এমনকি এই মারধরের ঘটনা কাউকে জানালে দোকান থেকে উৎখাত করে দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খানাকুলের কোলেপুকুর এলাকায়। আতঙ্কে গত দুদিন থানাতেও যেতে পারেননি বলে দাবি করেছেন চা বিক্রেতা। কোলেপুকুরের চা বিক্রেতা খাইরুল আসলাম। খানাকুল ১ পঞ্চায়েত এলাকার কোলেপুকুর বাসস্টপ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চা এর দোকান চালান খাইরুল। সেই দোকানে গত কয়েকদিন ধরে চা খেতে ও আড্ডা দেন খানাকুল ১ পঞ্চায়েত প্রধান বাদশা শা-এর বিরোধী গোষ্ঠী খানাকুল ১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শেখ রাজেশ ও তাঁর অনুগামীরা। বিষয়টি কানে যায় প্রধানের। ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ওই চায়ের দোকানদারের ওপর। বৃহস্পতিবার রাতেও দোকান চালাচ্ছিলেন খাইরুল। অভিযোগ, আচমকাই পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে কয়েক জন গিয়ে তাঁকে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে যান। তারপর আচমকাই তাঁকে বেধ।ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান বাদশা শা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শনিবার খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চা বিক্রেতা।

## বাজারে ৩০ টাকায় মিলবে আলু জানিয়ে দিলেন বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ নভেম্বর ঃ আলুর দাম কেজি প্রতি এক টাকা কমালো ব্যবসায়ীরা, কলকাতার বাজারে ত্রিশ টাকায় মিলবে আলু, বললেন বেচারাম মান্না। কলকাতার বাজারে আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে এদিন বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রীর। হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সুফল বাংলার প্রজেক্ট ডিরেক্টর গৌতম মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখার্জী ও রাজ্য হিমঘর এসোসিয়েশনের সভাপতি পতিত পাবন দে সহ আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। গতকালই আলুর দাম নিয়ন্ত্রনে নবান্নে টাস্কফোর্সের বৈঠক হয়। ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানী এবং আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে বৈঠক ডাকা হয়। হুগলি জেলার আলু মূলতঃ কলকাতায় যায়। সেই আলুর দাম চড়তে থাকায় তা কমাতে উদ্যোগ নেয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দেন বেচারাম মান্নাকে। ভিন রাজ্যে আলু যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা না দিলেও আলুর দাম কমাতে ব্যবসায়ীদের দুদিন সময় দেওয়া হয়। আজ হরিপালে সেই বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক শেষে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, ২৭ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছিল জ্যোতি আলু। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২৬ টাকায় আলু দেওয়া হয়। সোমবার থেকে বাজারে ওই দামে আলু পৌঁছে যাবে। ভিন রাজ্যে আলু যেমন যাচ্ছে যাবে। এখনো হিমঘর গুলোতে প্রায় দশ লক্ষ মেট্রিকটন আলু মজুম আছে। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত হিমঘর খোলা রাখার কথা বলেছে সরকার। আমার চাইছি ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকুক। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, আলুর দাম কমাতে টাস্কফোর্সের মিটিং হয়েছে গতকাল। সেখানে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ বলেছিলেন আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করতে। সেই মত আজ মিটিং হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ২৬ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করবে। সেই আলু কলকাতায় ৩০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। সুফল বাংলায় কলকাতায় আমরা ২৮ টাকায় আলু বিক্রি করব। আগামী সোম- মঙ্গলবার থেকে এর এফেক্ট পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সরকার চাপ দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা গুরুত্ব না দিলে সরকার ব্যবস্থা নেবে। পাইকারি দর ২৬ টাকা হলে খুচরো বাজরে বেশি নিচ্ছে কিনা তা নজরদারি করা যাবে।

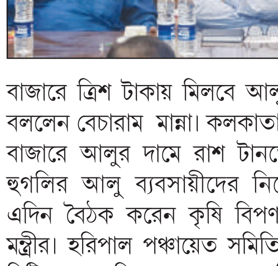

# খাবার দাবার

## শীত পড়ছে, চিকেনের পাতলা ঝোল বা চিকেন কারি খান

চিকেনের পাতলা ঝোল বা চিকেন কারি, একই পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগে সকলেরই। তাহলে এবার ট্রাই করতে পারেন মুরগির মাংসের এই ঝাঁজওয়ালা রেসিপি। শীতকালে একেবারে জমে যাবে। আর আপনি যদি রসিয়ে, কষিয়ে খেতে ভালোবাসেন, তাহলে তো কথাই নেই! ঝটপট জেনে নিন সহজ দুটি রেসিপি।

উপকরণ- পরিমাণ মতো মুরগীর মাংস,টক দই,সরষের তেল,কাঁচা লঙ্কার পেস্ট,গোটা কাঁচা লঙ্কা (যতটা ঝাল খেতে চাইবেন),রসুন পেস্ট,সরষে বাটা (শিলনোড়ায় বেটে নিতে পারেন অথবা মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে পারেন),নুন,হলুদ গুঁড়ো,জিরে গুঁড়ো,চিনি (বাধ্যতামূলক নয়)।

প্রণালী-একটি পাত্রে মাংসের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তাতে রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট মাখান। একটু সরষের তেল দিয়ে আবার মেখে নিন। তাতে নুন আর একটু হলুদ গুঁড়োও দিয়ে দেবেন। এবার গোটা বিষয়টাকে ভালো করে ঢাকা দিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর আরেকটা বাটি নিয়ে তাতে দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সরষের তেল দিয়ে গরম হতে দিন। তাতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিন। একটু জল ছাড়বে। জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকুন। একটু শুকনো হয়ে গেলে দই দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন। হালকা আঁচে রান্নাটা করতে থাকুন। তারপর নুন, জিরে গুঁড়ো, চিনি, গোটা লঙ্কা দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। শুকিয়ে গেলে একটু জল দিন। গরম জল দিলে রান্না ভালো হয়। রান্নার প্রায় শেষ পর্যায়ে সরষে বাটা দিয়ে দিন। তার কিছুক্ষণ পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার উপর দিয়ে সামান্য কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢেকে দিন। ব্যস তৈরি সরষে চিকেন। একেবারে ভাত খাওয়ার সময় ঢাকনাটা খুলবেন।

উপকরণ-চিকেন ৫০০ গ্রাম,টক দই ১৫০ গ্রাম,রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ আদা বাটা ১২ টেবিল চামচ,লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১২ চা চামচ,হলুদ গুঁড়ো ১ চিমটে,নুন স্বাদমতো,চিনি ১ চিমটে,টমেটো পিউরি ১২ কাপ,শুকনো খোলায় ভাজা জিরে-ধনে-মেথি গুঁড়ো ১ চা চামচ,সরষের তেল,আমচুর ১ চিমটে,আচারের তেল ১ চা চামচ।

পদ্ধতি-চিকেন দই, রসুন ও আদা দিয়ে ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। এর পর কড়াইতে তেল দিয়ে তাতে ম্যারিনেট চিকেন দিন। তার পর টমেটো পিউরি, রোস্টেড মশলা, নুন, চিনি, লঙ্কা, হলুদ সব দিয়ে ২০ মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করুন। তেল বেরিয়ে এলে আমচুর ও আচারের তেল দিয়ে দিন। এবার গার্নিশ-এর জন্য কাঁচালঙ্কা লম্বা করে চিরে দানা বের করে তার মধ্যে রোস্টেড মশলা, তেল ও আমচুর দিয়ে মেখে চেরা লঙ্কায় পুরে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

## বাড়িতে মাটন বিরিয়ানি কি ভাবে রাঁধবেন জেনে নিন সহজ রেসিপি

বাড়িতে শখের রান্না করা অথবা নিজের শখযাপন করা প্রায় সকলেরই ইচ্ছে থাকে। শনিবার বা রবিবার ছুটি, তার মানে জম্পেশ ভূরিভোজ। মাটন বিরিয়ানিকে পেটপুজো করার জন ঝটপট জেনে নিন সহজ রেসিপি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস, ৫০০ গ্রাম বাসমতি চাল, ৩ টেবিল চামচ টক দই, ২ টো আলু, ৩ টি পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আন্দাজমতো, ২ টেবিল চামচ ঘি, ২ টেবিল চামচ রসুন ও আদা বাটা, আধ কাপ দুধ, চিনি ও নুন আন্দাজমতো, পুদিনা পাতা।

প্রণালী-তেল ছাড়া বিরিয়ানির মশলাগুলো শুকনো খোলায় অল্প করে ভেজে নিন। তারপর মশলাকে গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিন।

এবার গরম মশলা, দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল দিয়ে ভাল করে মাংস মাখিয়ে ম্যারিনেট করুন। বাসমতি চালকে এলাচ, দারুচিনি, গোলাপ জল দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করুন। একটি পাত্রে এক থেকে দু চামচ ঘি গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এর মধ্যে গোল করে কাটা আলু দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস ঢেলে দিন। মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর আধ কাপ দুধ ও অল্প পরিমাণ চিনি দিন। সেদ্ধ হওয়া বাসমতি চাল ঢেলে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এর উপর বিরিয়ানির মশলা ছড়িয়ে দিয়ে পাত্রটিকে ঢেকে রাখুন। অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করুন। পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মটন বিরিয়ানি।

## এক কাপ বুলেট কফি! কীভাবে বানাবেন?

সকাল সকাল বুলেট কফি কেলে কি রকম লাগবে। অনেকেই হয়ত জানেন না। আপনার শরীরে মেদ জমেছে? দিন দিন ত্বকের জেল্লা কমছে? তাহলে এই কফি একেবারেই আপনার জন্য পারফেক্ট। কীভাবে বানাবেন?

খুব সহজ। ইদানিং অনেকেই দুধ কফির তুলনায় ব্ল্যাক কফি পছন্দ করেন। বুলেট কফি কিন্তু এই ব্ল্যাক কফির ঘরানাতেই পরে। শুধু এই কফিতে চিনির বদলে থাকবে ঘি! সঙ্গে মিশিয়ে নিন অল্প মাখন ও অল্প নারকেল তেল। হ্যাঁ, ভাবছেন কফিতে ঘি, মাখন, নারকেল তেল? কেমন হবে খেতে? স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের উপকার, দুটো গুণই রয়েছে এই বুলেট কফিতে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ক্লান্ত লাগছে? কাজের চাপে এনার্জি একেবারে গায়েব? এর একমাত্র ওষুধ এই বুলেট কফি। সুতরাং, মেদ ঝরিয়ে, ত্বকে জেল্লা এনে এনার্জেটিক হওয়ার একটাই পন্থা বুলেট কফি! বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাখন, ঘি এবং নারকেল তেল মিশিয়ে এই কফি খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ক্লোরোজিনিক অ্যাসিড নামের ফাইটোকেমিক্যালের। শরীরচর্চার আগে এই কফি খেলে কর্মদক্ষতা বাড়ে। বিশেষ করে যাঁরা কিটো ডায়েট বা লো কার্ব ডায়েট করেন তাঁদের জন্য দারুণ কাজ দেবে এই বুলেট কফি। চিনি ছাড়া কফি খান যাঁরা, বুলেট কফি অন্যতম বিকল্প হতে পারে। কিন্তু, যাঁদের গ্যাস-অম্বলের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই কফি নিয়মিত খাওয়া উচিত নয়। মন ভালো রাখার

উপায় মুচমুচে, নোনতা স্ন্যাকস আর চা সহযোগে জানলার পাশে বসে বৃষ্টি দেখা বা একলাযাপন। অথবা নিস্তব্ধ ঘরে প্রিয় গান শোনা। আবহাওয়া যেরকমই হোক না কেন, চায়ের সঙ্গে ' একেবারে মাস্ট! কী বানাবেন ভাবছেন? চিন্তা নেই। জেনে নিন ভিন্নস্বাদের রকমারি মুখরোচক স্ন্যাকসের সব রেসিপি।

হিং আলুর শিঙাড়া

উপকরণ-ময়দা (৫০০ গ্রাম), নুন (আধ চামচ), চিনি (আধ চামচ), ময়ানের জন্য বনস্পতি (৩ চামচ), ভাজার জন্য বনস্পতি (আধ কাপ), ভাজার জন্য সাদা তেল (আধ কাপ), সেদ্ধ আলু (আধ কাপ), সেদ্ধ কা।ইশুঁটি (আধ কাপ), কাচাবাদাম (২-৩ চামচ), হিং (অল্প), শুকনো লঙ্কা (২টো), কাঁচালঙ্কা কুচি (২ চামচ), কসৌরি মেথি (আধ চামচ), নুন-চিনি (স্বাদমতো)।

প্রণালী-একটা পাত্রে ময়দা, নুন, চিনি মিশিয়ে বনস্পতি দিয়ে খুব ভালো করে ময়ান দিন। তারপর প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ময়দা মেখে ভেজা কাপড়ে এক থেকে দে। ঘণ্টা জড়িয়ে রাখুন। পুরের জন্য কা।ইতে তেল গরম করে হিং আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। তারপর কাচাবাদাম ভেজে নিয়ে আলু, কা।ইশুঁটি, লঙ্কাকুচি, কসৌরি মেথি ও নুন-চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে আঁচ থেকে নামিয়ে বড় ট্রে-তে রেখে ঠান্ডা হতে দিন।

এবার ময়দার লেচি করে বেলে শিঙাড়ার আকারে গড়ে নিন। এবং মাঝখানে পুর দিয়ে শিঙাড়া বানিয়ে নিন। কড়াইতে বনস্পতি আর তেল একসঙ্গে দিয়ে গরম হলে আস্তে আস্তে শিঙাড়াগুলো ছেড়ে কম আঁচে ভেজে নিন। ব্যস তৈরী হিং আলুর শিঙাড়া।

## আদানি ইস্যুতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অবনতি হয়েছে বলে মনে করছে হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ২৩ নভেম্বর ঃ গৌতম আদানির বিরুদ্ধে বড়সড় কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলছে আমেরিকার আদালত। তার পরেই গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তরের দাবি, আদানির বিরুদ্ধে যাই অভিযোগ উঠুক না কেন তাতে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কখনই অবনতি হবে না। কারণ দুই দেশের সম্পর্ক যথেষ্ট মজবুত। দেশের অন্যতম ধনী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারতের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে ভারত সরকারের আধিকারিকদের ২৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় যা ২২০০ কোটি টাকারও বেশি। ওই প্রকল্পের বরাত পেতে মরিয়া চিল আদানি গোষ্ঠী তাই ভারত সরকারের আধিকারিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। বরাত পেলে আগামী ২০ বছরে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার লাভের মুখ দেখত আদানি গোষ্ঠী। গৌতম আদানির পাশাপাশি তাঁর

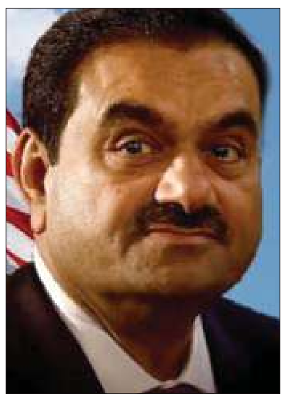

ভাইপো সাগরও এই মামলায় অভিযুক্ত। গৌতম ও সাগর দু'জনের বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আমেরিকার প্রশাসন। এই ঘটনায় উঠে এসেছে এক রহস্যময় ব্যক্তির নাম। তাঁর নাম ' অফিশিয়াল ১'। জানা গিয়েছে, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের এক উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। আর তাঁকেই মোট ঘুষের অঙ্কের ১৭৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই জল্পনা বাড়ছে এই ব্যক্তিকে। এই পরিস্থিতিতে গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব কারিন জ্যাঁ-পিয়ের বলেন, আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেটা আমরা জানি। তবে এই নিয়ে বিচার দপ্তর বিশদে জানাতে পারবে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে দুই দেশ একে অপরের সহযোগী। আদানি ইস্যুতে ভারত-আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলেই আশাবাদী হোয়াইট হাউস।

## সিইআইআর পোর্টাল ব্যবহার করে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের ট্রেসিং অব্যাহত রেখেছে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ

মালিগাঁও, ২৩ নভেম্বরঃ ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বর থেকে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ট্রেসিং করা এখন উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) জন্য আরও সহজ হয়ে উঠেছে। রেল মদদ অ্যাপে একবার কোনও যাত্রী নিজের মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়া চুরি যাওয়া সম্পর্কে রিপোর্ট জানালে, উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সাইবার ক্রাইম উইং-এ ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন (ডিওটি)-এর সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেনিটিটি রেজিস্টার (সিইআইআর) পোর্টালের সাহায্যে ওই মোবাইল ফোনটি ট্রেসিং করতে সুবিধা করে দেয়। বর্তমানে পোর্টালটি অসমের টেলিকম সার্ভিস নেটওয়ার্কের মধ্যে এমন ধরনের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ট্রেসিং করতে সাহায্য করে যাচ্ছে।গুয়াহাটির সিআইডিটিম, অসম পুলিশ ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সাথে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার (পিসিএসসি) সমন্বয় সাধন করেছে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের জন্য সিইআইআর-এর অ্যাক্সেস প্ল্যান তৈরি করেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের পিসিএসসি অফিসের প্রতিনিধিরা নিউদিল্লিতে যোগাযোগ মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট

আধিকারিকদের সাথে সমন্বয় সাধন করেছে।২০২৪ সালের মে মাস থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ সিইআইআর পোর্টালে হারিয়ে যাওয়া চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনের বিশদ বিবরণ আপলোড করে কাজ শুরু করেছে। ২০২৪ সালের ২১ শে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ -এরদ্বারা সিইআইআর পোর্টালের মাধ্যমে ৬৮৭টি হারিয়ে যাওয়া চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ব্লক করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৭৭টি মোবাইল ফোন সক্রিয় হয়েছে এবং যাওয়া চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনের ট্রেসে বিলিটি রিপোর্ট সিইআইআর-এ পাওয়া গেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ -এরদ্বারা ২৭৭টি মোবাইলের মধ্যে ৪৯টি মোবাইল সফল ভাবে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১২জন অপরাধী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরপিএফ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে হলো ভারতীয় রেলওয়ে প্রথম জোনাল রেলওয়ে, যারা এইসিইআইআর অ্যাক্সেস-এর সুবিধা লাভ করেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ অধিক্ষেত্রের মধ্যে সবগুলি রাজ্যে সিইআইআর সুবিধা ব্যবহার করার ও পরিকল্পনা করেছে।ট্রেন কম্পার্টমেন্টের ভেতর ও রেলওয়ে চত্বর থেকে সেলফোন চুরির ঘটনা গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে আরপিএফ-এর উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি করেছে। এটি দূর করতে সিইআইআর পোর্টালের অ্যাক্সেস এই ধরনের বিপদ-এর মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## ইস্টার্ন পেরিফেরালে খাদ্যসামগ্রী বোঝাই ট্রাকে লাগল আগুন

বাগপত, ২৩ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে খাদ্যসামগ্রী বোঝাই একটি ট্রাক পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শনিবার একটি চলন্ত ট্রাকে হঠা আগুন ধরে যায়। চালক ও কন্ডাক্টর ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। খবর পেয়ে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ট্রাক চালক নানক যাদব খালাশি পবনের সঙ্গে ট্রাকে জিনিসপত্র নিয়ে লুধিয়ানা থেকে মধ্যপ্রদেশে যাচ্ছিল। ট্রাকটি খেকরা স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া বের হতে থাকে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। সময়মতো ট্রাক থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন চালক ও খালাশি। দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ট্রাকে থাকা বহু টাকার খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে জানা গেছে।

## উত্তর প্রদেশে উপনির্বাচনে বিজেপির জয় হয়েছে সুশাসনের ফলে ঃ যোগী

লখনউ, ২৩ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশে বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির ভালো ফলের জন্য খুশি ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার যোগী আদিত্যনাথ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি-এনডিএ-এর এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফল নেতৃত্ব ও নির্দেশনার প্রতি মানুষের অটল বিশ্বাসের প্রমাণ। যোগী আদিত্যনাথ আরও লিখেছেন, এই জয় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুরক্ষা, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক নীতি এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। আমি উত্তর প্রদেশের ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা উত্তর প্রদেশের সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছেন এবং সমস্ত জয়ী প্রার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই! বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে। এক রেহেঙ্গে-নিরাপদ রেহেঙ্গে।

## শর্ট সার্কিট থেকে আগুন, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত হয়েছে ৬ জন

সিদ্ধার্থনগর, ২৩ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের বাঁশি এলাকায় একটি বাণিজ্যিক ভবনে অবস্থিত একটি ক্যাফেতে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে গিয়ে সেখানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুলিশ কর্মী-সহ ৬ জন আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য সিদ্ধার্থনগর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। সিদ্ধার্থনগরের পুলিশ আধিকারিক প্রাচি সিং জানিয়েছেন, সবাই আপাতত সুস্থ আছেন। জানা গেছে, বাঁশি এলাকায় নন্দলাল জুয়েলার্সের একটি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। সেখানে একটি ব্যাঙ্ক এবং জুয়েলারি দোকান-সহ আরও বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। একটি ক্যাফেও আছে। সেই ক্যাফেতে হঠাই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দমকল ও পুলিশকর্মীরা আগুন নেভাতে গেলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুলিশ কর্মী-সহ ৬ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে দমকল কর্মীও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

## পাটনা-রাঁচি-পাটনা বিশেষ ট্রেন

২৩ নভেম্বর ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে পাটনা-রাঁচি-পাটনার মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৩২১৯ পাটনা-রাঁচি স্পেশাল ২৪.১১.২০২৪ এবং ২৭.১১.২০২৪ তারিখে ১৫,০০ টায় পাটনা ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩,৪৫ টায় রাঁচি পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০৩২২০ রাঁচি-পাটনা স্পেশাল ২৫.১১.২০২৪ এবং ২৯.১১.২০২৪ তারিখে রাঁচি থেকে ২৩,০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৭,৪৫ টায় পাটনা পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটির এসইআর এখতিয়ারের বোকারো স্টিল সিটি এবং মুরিতে স্টপেজ থাকবে।

## দশ হাজার সেনার বিনিময়ে কিমের দেশকে তেল ও ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার!

২৩ নভেম্বরঃ রণক্ষেত্রে রুশ ফৌজের শক্তি বাড়াতে সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এখনও পর্যন্ত হাজার দশেক সেনা পাঠানো হয়েছে। আর এই সাহায্যের বিনিময়ে রাশিয়া কিম জং উনের দেশকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তেল ও অ্যান্টি এয়ার মিসাইল দিয়েছে বলে দাবি দক্ষিণ কোরিয়ার। সিওলের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি তরফে এক অনুসন্ধানী দল তদন্ত করে এই তথ্য জানতে পেরেছে। সেদেশের সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা শিন উওন-সিক বলেচেন, জানা গিয়েছে, পিয়ংইয়ংয়ের দুর্বল বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরঞ্জাম এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, নানা ভাবে কিমের দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যও করেছে মস্কো। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার অলাভজনক সংস্থা ওপেন সোর্স সেন্টারের তরফে দাবি করা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় তেলও পাঠিয়েছে রাশিয়া। কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গত আট মাসে পিয়ংইয়ংয়ের বারোটি তেলের ট্যাঙ্কার সব মিলিয়ে ৪৩ বার রাশিয়ার বন্দরের এক তেলের টার্মিনালে গিয়েছে। এভাবেই সেনার বিনিময়ে বন্ধু উত্তর কোরিয়ার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

রাশিয়া, দাবি তেমনই। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। বৈঠক করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তখনই যুদ্ধের ময়দানে মস্কোকে নিঃশর্তভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন কিম। সেই থেকেই জল্পনা, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দুদেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হয়েছে। এর আগেও কিমের দেশের বিরুদ্ধে ক্রেমলিনকে অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ এনেছে আমেরিকা।

সম্প্রতি হোয়াইট হাউস দাবি করেছে, প্রায় হাজারের উপর সামরিক অস্ত্র বোঝাই কন্টেনার পিয়ংইয়ং থেকে গিয়েছে মস্কোতে। তার পরই জানা যায়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া।

## গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

২৩ নভেম্বর ঃ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন তিনি। সপাটে জানালেন, এই পরোয়ানা তাঁকে ইজরায়েলকে রক্ষা করা থেকে রুখতে পারবে না। এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইসরায়েল-বিরোধী কোনও অশোভন সিদ্ধান্ত আমাদের বাধা দিতে পারবে না। এবং এভাবে আমাকে আমাদের দেশকে রক্ষা করা থেকে রোখা যাবে না। তাঁর দাবি, আমরা চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত তথা আইসিসিকে পালটা আক্রমণও করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত স্থাপিত হয়েছিল মানবিকতাকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেটাই মানবতার শত্রু হয়ে উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে 'ভীত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলের

প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে নেতানিয়াহু ও সেদেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এই দুজনের বিরুদ্ধে। আইসিসি জানিয়েছে, মানবতার বিরোধী অপরাধ যথা খুন, নিপীড়ন এবং অমানবিক নানা অপরাধ করেছেন নেতানিয়াহু ও গ্যালান্ট। পাশাপাশি যুদ্ধের এক ' হিসাবে অনাহারকে ব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে। গাজায় খাদ্য, জল ও ওষুধের মতো অত্যাবশকীয় বস্তুর সরবরাহ আটকে দিয়ে বিপুল সংকট ও মৃত্যুর পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগেও বিদ্ধ নেতানিয়াহু-গ্যালান্ট। নিহতদের মধ্যে বহু শিশুও রয়েছে। নেতানিয়াহুর দেশের অভিযানে গাজায় মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। এই এক বছরে কার্যত ভেঙে গিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য পরিষেবাও। হাসপাতালগুলোয় উপচে পড়ছে মৃতদেহ। সর্বত্রই এখন শুধু ধবংসের চিহ্ন আর স্বজনহারা কান্না।

## ঝাড়খণ্ডের জনতা উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছেনঃ কল্পনা সোরেন

রাঁচি, ২৩ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের মসনদে ফিরতে চলেছেন হেমন্ত সোরেনই। ক্ষমতাসীন জেএমএমের নেতৃত্বাধীন ' (জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি-সিপিআইএমএল) সেখানে ৫১টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। জেএমএম একাই এগিয়ে ২৮টি আসনে। এই জয়ের জন্য ঝা।খণ্ডের জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। শনিবার কল্পনা সোরেন বলেন, জনতা উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে। জনগণ হেমন্ত সোরেনকে আশীর্বাদ করেছে এবং জনগণের সরকার আসতে চলেছে। বিধানসভা ভোটে গান্ডে থেকে ল।ছেন কল্পনা, তিনিও এগিয়ে রয়েছেন।

**Name Change**

I, RAMESH CHANDRA JANA (OLD NAME) SON OF LATE JIBAN JANA,RESIDING AT VILL & PO - DHUIPARA,PS-MOHANPUR, PIN-721457,DIST-WEST MEDINIPUR, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH JANA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/11/2024. RAMESH CHANDRA JANA (OLD NAME ) AND RAMESH JANA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, GOPINATH KOLE(OLD NAME) SON OF LATE MAHANANDA KOLEY AND MOHAN CHANDRA KOLEY,RESIDING AT VILL & PO- NANDA,PS-SINGUR PIN-712124, DIST-HOOGHLY, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPINATH KOLEY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024.GOPINATH KOLE (OLD NAME ) AND GOPINATH KOLEY (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, UTTAM KUMAR JANA (OLD NAME) SON OF BASANTA KUMAR JANA,RESIDING AT VILL & PO - REMU,PS-MOHANPUR,PIN-721457, DIST-WEST MEDINIPUR, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTAM JANA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT DANTAN ON 12/11/2024.UTTAM KUMAR JANA (OLD NAME ) AND UTTAM JANA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, SAJAL KUMAR KOLE(OLD NAME) SON OF GOPINATH KOLEY RESIDING AT VILL & PO- NANDA,PS-SINGUR PIN-712124, DIST- HOOGHLY, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAJAL KUMAR KOLEY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024.SAJAL KUMAR KOLE (OLD NAME ) AND SAJAL KUMAR KOLEY (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, KULDIP SHOW,SON OF SAKALDEV SAH, RESIDING AT 36,UPENDRA KRISHNA MONDAL LANE,CHARU MARKET,KOLKATA - 700033,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KULDEEP KUMAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 22/11/2024.THAT KULDIP SHOW AND KULDEEP KUMAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I HAREN CHANDRA BISWAS,S/O MAHANDRA NATH BISWAS,R/O VILL-PURBA HUDA,PO-BALIDANGA,PS-BAGDHA,BONGAON-74325Q, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARAN BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024,THAT HAREN CHANDRA BISWAS AND HARAN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, SIMA PAUL AND SIMA BOSE(OLD NAME) WIFE OF AMIT BOSE,RESIDING AT MASHTER KALONI GOBARDANGA,PS-GOBARDANGA, PIN-743252,DIST-24 PARGANAS (NORTH), WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIMA BOSE PAUL (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/11/2024. SIMA PAUL AND SIMA BOSE (OLD NAME ) AND SIMA BOSE PAUL (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, PRASANTA KUMAR PRAFULLA BHATTACHARYA(OLD NAME) SON OF PRAFULLA KUMAR BHATTACHARYYA, RESIDING AT B.H.120,SALT LAKE,WATER TANK-7,SECTOR-2, BIDHANNAGAR(M), SECH BHAWAN, PIN-700091,DIST-24 PARGANAS(NORTH),WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASANTA KUMAR BHATTACHARYYA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE ON 19/11/2024. PRASANTA KUMAR PRAFULLA BHATTACHARYA (OLD NAME ) AND PRASANTA KUMAR BHATTACHARYYA(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I GOUTAM BANERJEE,S/O HARAGOURI BANERJEE,R/O 55 NABA PALLY,PANIHATI(M),NORTH 24 PARGANAS, 700113, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOUTAM KUMAR BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/11/2024,THAT GOUTAM BANERJEE AND GOUTAM KUMAR BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Mrs. Molina Gomes Bhowmick W/o Mr. Louis Sukendu Bhowmick Resident of Mahendra Roy Lane, Gobinda Khatick Road Kolkata-700016, West Bengal, India do hereby solemnly affirm & declaining my name Molina Gomes Bhowmick which is recorded in my Aadhar card Pan card but somewhere my name is recorded as Molina Gomes vide an affidavit sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Kolkata on 29/10/2024. Molina Gomes Bhowmick & Molina Gomes all are same and one identical person.

**Name Change**

I, Priya Mukherjee Ahmed (old name) wife of Shakil Ahmed, residing at 480 Hossenpur Near Anandapur Thana, P.O.- E.K.T.P, P.S.- Anandapur, Kolkata- 700107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Priya Mukherjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Priya Mukherjee (new name) and Priya Mukherjee Ahmed (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I SAHEB ALI & SK SAHIB ALI,S/O MARFAT ALI,R/O VILL-SAHARPUR,PO-JUGBERIA, PS-NEW BARRACKPORE, NORTH 24 PARGANAS - 700110,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SAHEB ALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024,THAT SAHEB ALI & SK SAHIB ALI AND SEKH SAHEB ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Shiv Oraon, S/o Patiram Oraon, residing at Sukhanibasti, Nagrajata, P.O. & P.S. Nagrakata, Dist. - Jalpaiguri, Pin 735225 (W.B.). My name wrongly recorded in my Driving Licence being No. WB71 2007 0933074 as Deep Oraon. On 23.10.2024 vide Executive Magistrate Affidavit at Mal, Jalpaiguri that Shiv Oraon and Deep Oraon is the same, single and one identical person.

# পাহাড়ে ভিড় আছে, কিন্তু চেনা ছবিটা নেই

দুরন্ত বার্তা, ২৩ নভেম্বর ঃ ভিড় আছে, কিন্তু চেনা ছবিটা নেই। পুজোর দিনগুলিতে পাহাড়কে অচেনাই ঠেকেছে, যা দেখে অনেকেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়িক লাভক্ষতির হিসেব কষতে গিয়ে চিন্তায় দিন কেটেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। কয়েক বছর ধরে বিজনবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস ধরে রাখা দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের যে ভিড়টা হত, তাও কমছে। তাহলে কি মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে বেড়ানোর ইচ্ছেটা হারিয়ে যাচ্ছে? অরুণাচলপ্রদেশের বোমডিলা অথবা মেঘালয়ের ডাউকির ভিড় কিন্তু এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। ১৫-১৬ নভেম্বর শিলংয়ে অনুষ্ঠিত চেরি ব্লসম ফেস্টিভালে তো প্রায় ৫০ হাজার পর্যটকের সমাগম ঘটেছিল। পুজোর সময় দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে পর্যটকদের এই অনীহার মূলে বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নতুন ডেস্টিনেশন গড়ে না ওঠা এবং অবশ্যই হোম স্টের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যাওয়া ও খরচ বেড়ে যাওয়া। গ্রামীণ পর্যটনে পর্যটকের আগ্রহ বাড়তেই খেয়াল খুশিমতো হোম স্টেগুলি দর বাড়িয়েছে, বলছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাই। সিজন তো বটেই, অফসিজনেও এখন হোম স্টে-তে থাকাখাওয়ার খরচ অনেকটাই আয়ত্তের বাইরে। হোটেল ব্যবসায়ী কল্লক দে'র বক্তব্য, 'হোটেলে দুজনের থাকতে যে খরচ হয়, তার থেকে অনেক বেশি খরচ হয় হোম স্টে- তে। অল্টারনেটিভ চয়েস না থাকাতেই পর্যটকরা গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে বাড়তি খরচ করতে বাধ্য হন।' বাড়তি খরচের বিষয়টি প্রথমদিকে তেমন আমল না পেলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের নজর পড়েছে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের বড় অংশ। পর্যটন ব্যবসায়ী পার্থ গুহ বিষয়টি নিয়েও বলছেন, 'কালিম্পংয়ে তাও কিছু নতুন স্পট হয়েছে। কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ে সেই অর্থে নতুন ডেস্টিনেশন নেই। পর্যটকরা এক জায়গায় বারবার যেতে চান না। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচুর নতুন ডেস্টিনেশন তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে ছুটছেন অনেকেই।' এখান থেকে অরুণাচলপ্রদেশ, অসম এবং মেঘালয়ে যে খরচ অনেকটাই কম, সেটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র। তাঁর কথায়, 'শুধু গাড়িভাড়া নয়, থাকা- খাওয়ার ক্ষেত্রেও ওখানে খরচ অনেক কম।' দার্জিলিং পাহাড়ের পর্যটনের স্বার্থে বা ভবিষ্যতের জন্য 'দরে' লাগাম পরানো কি যায় না? রাজ্য পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'পরিষেবা দেওয়ার ওপর নির্ভর করে তার মূল্য। তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ এলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হোম- স্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।' অবৈধ হোম স্টে নিয়ে প্রথার জন্য যে দর বাড়ছে এবং স্থানীয় কৃষ্টি- সংস্কৃতি থেকে পর্যটকরা বঞ্চিত হচ্ছেন, তা পাহাড়ে পা রেখেই বুঝতে পেরেছেন পর্যটন মন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (কলকাতা) জ্যোতির্ময় বিশ্বাস।

## তালডাংরায় আসন দখলে রাখতে সমর্থ তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ গণনা শেষ না হলেও বাঁকুড়া তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনে আসনটি দখলে রাখতে সমর্থ তৃণমূল। ১১ রাউন্ড গণনা শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের ফাল্গুনী সিংহবাবু মোট ভোট পেয়েছেন ৯৮ ৬২৮ টি, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তীর থেকে ৩৪ হাজার ১২৬ টি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। বিজেপির প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তী মোট ভোট পেয়েছেন ৬৪৫০২ টি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসবাদীর প্রার্থী দেবকান্তি মাহান্তি মোট ভোট পেয়েছেন ১৯৩৯৭ টি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী তুষার কান্তি সন্নিগ্রাহী মোট ভোট পেয়েছেন ২৮০৯ টি, নির্দল প্রার্থী সাগর চন্দ্র দুলে মোট ভোট পেয়েছেন ১৫২১, এছাড়াও নোটা তে ভোট পড়েছে ২৪৩২ টি। একটি রাউন্ড গণনা বাকি আছে।

## খোলার মুখে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্যতম দ্রষ্টব্য 'শান্তিনিকেতন গৃহ'

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ নভেম্বর ঃ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্যতম দর্শনীয় স্থান 'শান্তিনিকেতন গৃহ' খুলে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগ শান্তিনিকেতন গৃহ সংস্কার করে বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিয়েছে । রক্ষণাবেক্ষণসহ নিরাপত্তার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে খুব দ্রুত পর্যটকদের জন্য এই ঐতিহ্যবাহী গৃহটি সকলের জন্য খুলে দেওয়া হবে । পর্যটকেরা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার পাশাপাশি এবার থেকে এই শান্তিনিকেতন গৃহের দর্শনলাভ করতে পারবেন । রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার টিকিটেও যুক্ত করা হয়েছে শান্তিনিকেতন গৃহের নাম । বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, এতদিন কাজ চলছিল । এএসআই সংস্কার করছিল । তারা শান্তিনিকেতন গৃহ বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিয়েছে । দ্রুত সিকিউরিটি অফিসার-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করে পর্যটকদের উদ্দেশ্যে এই গৃহ খুলে দেওয়া হবে । উল্লেখ্য, ১৮৯৫ সাল থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে এই গৃহে বসবাস শুরু করেন । সেইকারণে এই বাড়ির ঐতিহ্য বা গুরুত্ব অনেক বেশি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও এই বাড়িতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্রাহ্ম পণ্ডিতেরা এক সময় থেকেছেন । তাছাড়াও, ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখও শান্তিনিকেতন গৃহে বাস করেছেন । এমনকি, মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতো দেশবরেণ্যরা এখানে কাল যাপন করেছেন। পৌষ উৎসবের সময় প্রথাগতভাবে এই গৃহ থেকেই সানাই বেজে ওঠে।

## সকাল-সন্ধ্যায় দেদার ন্যাড়া পোড়ানোর অভিযোগ, বাতাসে মিশছে বিষাক্ত ধোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২৩ নভেম্বর ঃ আরামবাগ মহকুমা জুড়ে কোথাও রাতের অন্ধকারে কোথাও ভোরবেলায়, বিকাল- সন্ধ্যায় দেদার চলছে ন্যাড়া পোড়ানো। ধান গাছের উচ্ছিষ্ট অংশকে মাঠের পর মাঠ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তেমনি বাতাসে মিশছে বিষাক্ত ধোঁয়া। দিল্লি থেকে শিক্ষা নেয়নি প্রশাসন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কয়েকদিন আগে সতর্কতা হিসাবে মাইক প্রচার করে দায় সেরেছে। কোথাও কোথাও চাষীদের কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং হয়েছে স্থানীয় বিডিও অফিসে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হুগলি তথা আরামবাগের আকাশে বাতাসে মিশছে বিষাক্ত ধোঁয়া। এই ন্যাড়া পোড়ানোর জন্য বাতাসে, কার্বনডাই- অক্সাইড গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এর প্রভাবে গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে করে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে জমির উর্বরতা কমছে। ন্যাড়া পোড়ানোর জেরে মাটির মধ্যে যে উপকারী কীটপতঙ্গ থাকে তাতে তারা মারা যাচ্ছে। যেমন কেঁচো মাটির অভাব হয়ে যাচ্ছে। জমির মাটিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাষীরা যে খড়গুলো পাচ্ছেন, সে গুলি পচিয়ে দিলে সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । আবার সেগুলো যদি কাগজের মিলে দেওয়া হয় সেগুলিও ব্যবহার করা যায়। বলছেন পরিবেশবিদ্‌রা।

## জাতীয় সড়ক দিয়ে বেআইনি পাচার, বালি-কয়লা-গরু ধরল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ নভেম্বর ঃ শুক্রবার রাতে ইলামবাজার থেকে সিউড়ি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কজুড়ে পুলিশ অভিযানে ধরা পড়ল কিছু পাচারকারীরা। দেখা গেল, অবৈধ কয়লা, গরু, বালি সব যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে। পুলিশ অভিযানে চালালেই আগেভাগে খবর পেয়ে যেত দুষ্কৃতীরা। পালটে ফেলত তাদের গতিবিধি। তাই শুক্রবার রাতে সাধারণ গাড়ি আর নিজের নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়েই অভিযানে বেড়িয়ে পড়েন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডিএসপি। দেখা গেল বীরভূমের রাস্তা যেন পাচার করিডোর! ইলামবাজার থানার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি পিক আপ ভ্যান আটক করে। তাতে ছিল ১৩ টি গরু। বর্ধমান থেকে জয়দেব মোড় হয়ে অবৈধ গরু বোঝাই গাড়ি আসছিল। সঙ্গে থাকা পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। হেতমপুর এলাকায় ধরা পরে আট কুইন্ট্যাল কয়লা। বাইকে করে কয়লা পাচার করছিল। সেগুলি দুবরাজপুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন পালিয়ে যায়। একজনকে তাড়া করে পেট্রোল পাম্পের কাছে ধরে ফেলে পুলিশ। সদাইপুর থানার বাঁধেরশোল মোড়ে দুটি ওভারলোডেড বালিবোঝাই ট্রাক মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিল। দুবরাজপুরের লোবা গ্রামে অজয় নদের ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই করেছিল। সিউড়ি থানার মিনিস্টিলের কাছে ২৬ টি গরু বোঝাই পিক আপ ভ্যান ধরা পরে ভোরবেলা। বাঁকুড়া থেকে চালান ছাড়া গরুবোঝাই পিক আপ ভ্যানটি মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে থাকা দুজনকে গ্রেফতার করে সিউড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ নভেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার নীলগঞ্জ কলোনী এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। পরে ঘাটাল মহকুমা আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেই আদালত। পুলিশি জেরাই উঠে আসে তথ্য , দাসপুরের লাউদা গ্রামে রয়েছে তার প্রাইভেট কার। সেই প্রাইভেট গাড়িতেই নাকি মজুত করা রয়েছে বিপুল পরিমাণে গাঁজা। ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং দাসপুর থানা এবং ঘাটাল সিআই এর উদ্যোগে পুলিশি হেফাজতে থাকা রাধেশ্যাম সিং নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় দাসপুর থানার লাউদা গ্রামে । সেখান থেকেই একটি প্রাইভেট গাড়ি উদ্ধার রয়েছে বিপুল পরিমাণে গাঁজা। গাড়ি ভর্তি এই গাঁজার পরিমাণ কত তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

## সিভিক ভলান্টিয়ারের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৩ নভেম্বর ঃ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল গঙ্গারামপুরে। শনিবার সকালে গঙ্গারামপুরের ডাকবাংলো পাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম বিজয় সিংহ (৩৭)। তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুরের সাহাপাড়া এলাকায়। সিভিক ভলান্টিয়ার আত্মহত্যা করেছেন না কি তাঁর মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ডাকবাংলো পাড়ার এক বাসিন্দা একটি ফাঁকা ঘরের সামনে সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তিনিই খবর দেন প্রতিবেশীদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। স্থানীয়দের অনুমান, মানসিক চাপেই আত্মহত্যা করেছেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। যদিও তিনি সত্যিই আত্মহত্যা করেছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্ত হলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জানার চেষ্টা চলছে, বিজয় মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন কি না। তিনি যে থানায় কর্মরত ছিলেন, সেখানকার পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। মানসিক অবসাদ নিয়ে তাঁদের কখনও কিছু বলেছেন কি না, তা-ও জানার চেষ্টা চলছে।

## মাদক পাচারে ধৃত চার বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ নভেম্বর ঃ চিকিৎসকের লোগো লাগানো গাড়িতে করে মাদক পাচারের ঘটনায় এক মহিলা সহ গ্রেফতার মোট চার। উদ্ধার বিপুল পরিমান গাঁজা ও প্রায় ২ লক্ষ টাকা। বারুইপুর থানা এলাকার কুরালি মোড়ে নাকা চেকিং করছিল পুলিশ। সেইসময় চিকিৎসকের লোগো লাগানো একটি প্রাইভেট গাড়িতে তল্লাশি চালানোর জন্য আটকায় পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। গাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় নগদ ১ লক্ষ ৮৮ হাজার নগদ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ উড়িষ্যার বাসিন্দা বাসন্তী সেনাপতি সহ দেবনাথ নস্কর, শৌভিক বৈদ্য, কার্তিক নস্কর এদেরকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে 21(c) NDPS ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার তাদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান গাড়িটি বালেশ্বর থেকে আসছিল। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## ক্রিসমাসের কথা মাথায় রেখে মন্দরমণি ও দিঘায় আসছে একগুচ্ছ বদল!

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৩ নভেম্বর ঃ দিঘায় বেড়াতে এসে বাড়তি ভাড়া আর নয়, বড়দিনের ছুটির আগেই এনিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। ওদিকে মন্দারমনি জুড়ে হোটেলগুলি নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েনের ফলে ডিসেম্বরের ছুটিগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দিঘাতেই আছড়ে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে প্রশাসন আগেভাগেই বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে। সামনে ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনের ছুটি। চলবে ৩১ ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত। এই সময়ে দিঘায় পর্যটকদের ঠাসা ভিড় হতে পারে। এ কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য এবার নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা প্রশাসন। কী কী ব্যবস্থা? প্রথমত, দিঘা জুড়ে নজরদারি বাড়াতে প্রায় ৩৫ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে এবার। রাখা হচ্ছে নজরদারি বোট। সমুদ্রস্নানে থাকা পর্যটকেরা যাতে কোন সমস্যায় না পড়েন, সেজন্য সমুদ্রে নামানো হচ্ছে সাতটি স্পিড- বোট। ফি- বছর ঠাসা ভিড়ে দুর্ঘটনায় পড়েন পর্যটকেরা। সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। তাই এবার বোটে নজরদারির কথা এবার ভাবছে প্রশাসন। অভিযোগ, ভিড় দেখলেই সময় বেশ কিছু হোটেল কর্তৃপক্ষ হোটেলরুমের ভাড়া খেয়ালখুশিমতো বাড়িয়ে দেন। সে কথা মাথায় রেখে প্রশাসন বাড়তি ভাড়া বন্ধের জন্য কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে। হোটেল মালিকদের ভাড়ার তালিকা রিসেপশনে পর্যটকদের জ্ঞাতার্থে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কমপ্লেন বক্সও থাকবে। পর্যটকদের কোনও সমস্যা হলে ওই কমপ্লেইন বক্সে জমা করতে পারবেন তাঁরা। পাশাপাশি পুলিস প্রশাসনের হেল্পলাইনেও জানাতে পারবে পর্যটকেরা। এর পরেও

কেউ বাড়তি ভাড়া নিতে চাইলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। এই সব তত্ত্বাবধানের জন্য একটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সিসিটিভির ফুটেজে দিঘা থানা ও দিঘা কোস্টাল থানা সারাক্ষণ নজরদারি চালাবে। দিঘায় বেড়াতে এসে পর্যটকদের সর্বস্বান্ত হওয়ার খবরও অনেকবার পাওয়া গেছে। বেড়াতে এসে যাতে কোনও ভাবেই পর্যটকদের এরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়, সেজন্য তৈরি থাকছে জেলা প্রশাসন। দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রশাসনের এমন উদ্যোগ ভালো। তবে দিঘা জুড়ে এখন আর কেউই তেমন বাড়তি ভাড়া নেয় না। কেউ বাড়তি ভাড়া নিয়েছে, এমন অভিযোগ পেলেই অ্যাসোসিয়েশনও তার ব্যবস্থা নেবে। পাশাপাশি তিনি জানান, এবার মন্দারমণিতে অধিকাংশ হোটেল নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণে দিঘায় ব্যাপক বুকিং হচ্ছে। ভিড়ও এবার নজরকাড়া হতে পারে দিঘায়।

## রাস্তার পাশে ময়লা আবর্জনার স্তূপ, দুর্গন্ধে চলাফেরায় দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ ময়লা আবর্জনা স্তুপ, চলাফেরা করা দায় হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত শহরের দিনবাজার এলাকায় রাস্তার পাশে ময়লা আবর্জনার স্তুপ। বাজারে আসা মানুষজনের বক্তব্য দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়েছে। রাস্তার পাশে এভাবে আবর্জনা স্তুপ থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। বাজার করতে আসা ক্রেতাদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়। ময়লা আবর্জনা স্তূপের পাশেই দুর্গন্ধ কে সাথে নিয়েই ব্যবসায়ীরা দোকান করছে বলে অভিযোগ। ময়লা পরিস্কার ঠিকঠাক হয় না বলে পুরসভার দিকে আঙ্গুল তুলছেন অনেকেই। তবে রাস্তার পাশে ব্যবসায়ীদের একাংশ এভাবে ময়লা আবর্জনা ফেলে বলেই দুর্গন্ধ ছড়ায়। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন কিছু ব্যবসায়ীরা এভাবেই রাস্তার ধারে ময়লা আবর্জনা ফেলেন। সঠিক জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেললে এই সমস্যা পোহাতে হবে না। খুব শীঘ্রই এইধরনের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুরসভা। পাশাপাশি ময়লা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাসিন্দাদের অভিযোগ শহরে বেশ কিছু কিছু এলাকায় পুরসভা সময় মতো ঠিকঠাক ময়লা পরিস্কার করে না, ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অপরদিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডের ময়লা আবর্জনা কালেকশন করে রাখা হয় পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালাপাড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। আর এই ডাম্পিং রাউন্ড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের আবর্জনার স্তূপের দুর্গন্ধে টেকা দায় বলে অভিযোগ। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ময়লা আবর্জনা কুকুর টেনে নিয়ে যায় আর এতেই সমস্যা বাড়ে বাসিন্দাদের বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল স্থানীয়দের অসুবিধার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন কয়েকদিনের মধ্যেই সীমানা প্রাচীরের কাজ শুরু হবে আসা করি ধীরে ধীরে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।

## বীজ আগুন, দোসর সারের 'কালোবাজারি'! অগ্নিমূল্য আলু নিয়ে ক্ষোভ কৃষকমহলে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর ঃ আলুর বীজে আগুন! সঙ্গে দোসর সারের কালোবাজারি। রীতিমতো জাঁতাকলে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের আলু চাষিদের। এমনিতেই বৃষ্টির জন্য আলু বসানোর মরশুম এক মাস পিছিয়ে গিয়েছে। তার উপর এখন চাষিদের আলু বীজ কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। তাতেই নাভিশ্বাস উঠেছে আলু চাষিদের। এখন জোরকদমে জেলার কমবেশি সব জায়গাতেই আলু বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বাধ সাধছে বীজের দাম। গত বছর যে জ্যোতি আলুর বীজের দাম ছিল ১৭৫০ টাকা। এবার তা হয়েছে ৩৫০০ টাকায়! একেবারে দ্বিগুণ। অন্যদিকে চন্দ্রমুখী আলুর বীজ বিক্রি হচ্ছে ৩৮০০ টাকায়। যেখানে গত বছর এক বস্তা (৫০ কেজি) বীজের দাম ছিল ২৩০০ টাকা! বড়শুল গ্রামের এক আলু চাষি বলেন, আলু বীজের দাম তো এবার বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। পাশাপাশি সারও কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। এনপিকে সারের দাম ১৪৭০ টাকা, কিন্তু আমাদের কিনতে হচ্ছে ২০০০ টাকায়। কার্যত এক বস্তা এনপিকের সঙ্গে নিতে হচ্ছে অনুখাদ্য, ন্যানো, ইউরিয়া ও সালফার। এসব না নিলে দোকানে রাসায়নিক সার বিক্রি করছে না। অন্য দিকে, সোসাইটিতে ১৯৮০ টাকায় নিতে হচ্ছে এক বস্তা এনপিকে। তবে সেখানে ২ বস্তা অন্য সার কিনতে হচ্ছে। দাম বেড়েছে হেমাঙ্গিনী প্রজাতির আলু বীজের। এ বছর বিক্রি হচ্ছে ৪২০০ টাকা দরে। গত বছর এক বস্তার দাম ছিল ২০০০ টাকা। আর এক আলু ব্যবসায়ী বলেন, বাজারে চাহিদার তুলনায় বীজের জোগান কম। তাই চাষিদের চড়া দামে বীজ কিনতে হচ্ছে। আলুচাষিরা বলেন, বিঘে প্রতি আলু চাষে উৎপাদন-খরচ এবছর মারাত্মক ভাবে বেড়েছে। বিঘেয় খরচা হবে গড়ে ৩০০০০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, চাষিদের আলু বীজ কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। আবার সারের দামও বেশি।

## মেমারিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারীতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো মেমারী থানার পুলিশ। ধৃতর কাছ থেকে একটি ওয়ান-সর্টার বন্দুক, একটি গুলি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতর নাম মিঠু শেখ, সে দেওয়ানদিঘী থানা এলাকার বাসিন্দা। বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার পুলিশ বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবরের পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে মেমারী থানার পুলিশ মেমারী-মালম্বা রোডের সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি করতেই একটি গুলি সহ বন্দুক উদ্ধার হয় তার কাছে। ধৃত মিঠু শেখকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে করতেই, ডাকাতির উদ্দেশ্যে মালম্বা রাস্তায় থাকার কথা স্বীকার করে ধৃত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মিঠু শেখের বিরুদ্ধে মন্তেশ্বর, মেমারী থানায় মাদক মামলা রয়েছে এবং তাতে সে গ্রেফতারও হয়েছিল।

## দীক্ষা দেওয়ার নাম করে এক মহিলাকে ধর্ষণ , ধৃত 'গুরু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ নভেম্বর ঃ দীক্ষা দেওয়ার নাম করে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক 'গুরু'র বিরুদ্ধে। শনিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বীরভূমের দুবরাজপুরে। অভিযোগের ভিত্তিতে ৪৮ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুবরাজপুর থানার বাসিন্দা এক মহিলাকে দীক্ষা দেওয়ার পর উজ্জ্বল দাস নামে এক ব্যক্তি ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ। ওই সময় ঘর বন্ধ ছিল। আর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্যাতিতার স্বামী। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শনিবার ধৃতকে আদালতে হাজির করানো হচ্ছে। পাশাপাশি নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুবরাজপুর এলাকার একটি গ্রামে দীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন স্বঘোষিত ওই ধর্মগুরু। এলাকায় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্ত উজ্জ্বল নিজের দোষের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি নির্বিকার মুখে বলেন, ''হ্যাঁ, আমি ধর্ষণ করেছি।'' তার পর ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করেন অভিযুক্ত। তিনি বলেন, ''আগে স্বামীকে দীক্ষা দিয়েছি। সে অন্য ঘরে চলে যাওয়ার পর ধর্ষণ করেছি।''

## চার বছরের কন্যাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে ১৪ বছর বয়সী এক নাবালককে আটক করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির আশিঘর চৌকি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্যাতিতা

শিশুকন্যা মায়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকে। প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও তার মা কাজে গিয়েছিল। মেয়েটি বাড়িতে একা ছিল। সে বাড়ির বাইরে খেলছিল। নাবালক ছেলেটি টিভি দেখানোর অজুহাতে মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মেয়েটির চিৎকার শুনে আশপাশের এক মহিলা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নাবালক ছেলেটি পালিয়ে যায়। ঘটনার পর মেয়েটিকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে আশিঘর থানায় নাবালিকার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়।

## মাদারিহাটের উপনির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূল কংগ্রেসের, শুরু বিজয় মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মাদারিহাট, ২৩ নভেম্বর ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, দলের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো মাদারিহাট উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন, দলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২৮,০০০ ভোটের বিশাল ব্যবধানে আসনটি নিশ্চিত করেছেন তিনি। এই নির্ণায়ক জয় বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা-র নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজেপিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মাদারিহাটের মানুষ দ্ব্যর্থহীনভাবে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উন্নয়নের সরকারকে সমর্থন করেছে। জয়ের উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে মাদারিহাটে, জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক এবং দলের অন্যান্য নেতাদের সাথে নির্বাচনী এলাকায় একটি বিশাল বিজয় মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জয়প্রকাশ টোপ্পো। হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কর্মী র‍্যালিতে যোগ দিয়েছেন, সবুজ আবির রাস্তায় উড়িয়েছেন। মাদারিহাটের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেছেন, আমি মাদারিহাটের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং আমাদের জয় নিশ্চিত করেছেন। আমি এই জয় দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করছি। উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জনগণকে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ধারাবাহিকভাবে বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## অবৈধভাবে তেল চুরি ঘটনায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ অবৈধভাবে তেল চুরি করার অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন আইওসি রোড থেকে একজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকা হয়ে উঠেছে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। বহু বছর ধরে এই এলাকায় তেল চুরির একটি নেটওয়ার্ক চলে আসছে, যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভাবে বিভিন্ন উপায়ে তেল সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করছে । শুক্রবার এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে তেল চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সুমন রায়। তার কাছে অবৈধ তেল সংগ্রহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং IOC কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা কমে আসে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

## কার্শিয়াং এ তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াং এ একটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকার এবং অয়েবেল ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পটি নিয়ে সমীক্ষার কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে বলে শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। দেড় লাখ বর্গফুট এলাকা নিয়ে তৈরি এই পার্কে ১৯ হাজার ৩৬৯ বর্গফুট এলাকা বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হবে। বাকি জমিতে ফুডকোর্ট তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

### আমমোক্তার নামা

**১) মতিউর রহমান, পিতা-মৃত আলাউদ্দিন সেখ, ২) মহি সেখ, পিতা- তুফানি সেখ** উভয়ের সাং- তেঘরী রবুপাড়া, পোঃ- রাজপুত তেঘরী, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত গত ইং ৩০।১২।২০২২ তারিখে** Book-I, 21276 **নং আমমোক্তার দলিল মূলে যদুনাথ মন্ডল আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।** উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯০ নং রানীনগর দ্বীপচর মৌজাস্থিত আর.এস. ও এল. আর. ২২ দাগের এল.আর. ৪৭৩, ৪৭৪ নং খতিয়ানের মোট ১৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।** উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

### আমমোক্তার নামা

**আমমোক্তার পত্র গ্রহীতাঃ-** নুর রহমান মল্লিক, পিতা মরহুম শাহাজান মল্লিক, সাং ও পোঃ বড়গাছিয়া, পিন নং ৭১১৪০৪, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, জাতি মুসলমান, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা চাষাদী।

**আমমোক্তার পত্র দাতাঃ-** ১) শ্রী সুনীল কুমার সাঁতরা, পিতা- স্বর্গীয় শীতল সাঁতরা, ২) শ্রীমতী সেবা সাঁতরা, স্বামী শ্রী সুনীল সাঁতরা, উভয়ের সাং কমলাপুর, পোঃ বড়গাছিয়া, পিন নং ৭১১৪০৪, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, জাতি হিন্দু, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা চাষাদী ও গৃহকার্য্য।

অত্র আমমোক্তার নামা টি দলিল নং ০৫০৮০৩২২০ / ২০২৩ ভলিউম, পেজ ৫৬৯০৪- ৫৬৯১৫, রেজিস্ট্রেশন তারিখ ২৬।১২।২০২৩, কয়েরী নং ০৫০৮২০০৩১১৬৮৩১ / ২০২৩, সিরিয়াল নং- ০৫০৮০০৩১৬৮ / ২০২৩, এল, আর বা হাল ২৩৯৮ দাগে এল. আর বা হাল খতিয়ান নং ১৭৭১ শ্রী সুনীল কুমার সাঁতরা ২ আনা অংশে ৫১ শতকের মধ্যে ০.০৬৩৮ অংশে ০৪ শতক এবং এল. আর বা হাল ২৩৯৮ দাগে এল.আর বা হাল খতিয়ান নং ১৭৭২ সেবা সাঁতরা ১ আনা অংশে ৫১ শতকের মধ্যে ০.০৬৩৭ অংশে ০৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তির অত্র আমমোক্তার নামা নিয়ে আপত্তি থাকে তাহলে অদ্য তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, না হইলে আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

# ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে কোন 'বিস্ফোরক' বার্তা মিকেল স্ট্যাহরের

**চেন্নাই, ২৩ নভেম্বরঃ** ভারতের ফুটবল মঞ্চে অন্যতম আকর্ষণীয় একটি প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে চেন্নাইয়িন এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির মধ্যে। আইএসএলে দুই দক্ষিণী ক্লাবের এই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি ২৪ নভেম্বর কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই ম্যাচটি যেমন উপভোগ্য, তেমনই দারুণ তাৎপর্যপূর্ণও, কারণ দুই দলের কোচ মিকেল স্ট্যাহর এবং ওয়েন কোয়েল আইএসএল ২০২৪-২৫ মরশুমে তাঁদের লক্ষ্য অর্জন করতে মরিয়া। চেন্নাইয়িন এফসি এই মরশুমে এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচ খেলে ৩টি জয় লাভ করেছে এবং বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলে ৪র্থ স্থানে রয়েছে। তাদের আক্রমণাত্মক খেলায় দেখা গেছে যে তারা মোট ১৬টি গোল করেছে, যা তাদের ইতিহাসে ৮ ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড। এই মাপের আক্রমণ তাদের অন্য দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের বক্সের ভিতরে ২৫.৩টি টাচ প্রতিটি ম্যাচে পাওয়া নিশ্চিত করেছে, যা তাদের আক্রমণভিত্তিক খেলার ধারাবাহিকতা ও প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ভেঙে দেয়ার ইচ্ছাকে প্রমাণ করে। চেন্নাইয়িন এফসি গত ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জিতেছিল। দীর্ঘ ৭টি ম্যাচে কেরালার বিপক্ষে না জিতলেও এই জয় তাদের জন্য স্মরণীয়। এই ম্যাচটি ছিল চেন্নাইয়িনের জন্য বড় একটি অর্জন, এবং তারা এখন পেছনের ছন্দে থাকার বদলে কেরালার বিপক্ষে টানা দুইবার জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে

যেতে চায়। তাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। অন্যদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি তাদের ঘরের মাঠে ১৫টি ম্যাচে গোল করেছে, যা তাদের বাড়ির মাঠে গোল করার ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে। পরবর্তী ম্যাচে গোল করলে তারা আইএসএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল স্কোরিং রানের সমান একটি রেকর্ড গড়বে। তবে, কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এই মরশুমে এখনও ১৬টি গোল খেয়েছে এবং তাদের রক্ষণে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির কোচ মিকেল স্ট্যাহরে জানিয়েছেন যে, তারা তাদের রক্ষণ শক্তি আরও মজবুত করতে চাইছে। তবে, তার মতে তারা অনেক গোল খেয়েছে, তবে তাদের জন্য আশার কথা হলো তারা খুব বেশি গোল-সুযোগও দেননি, যা কিছুটা ভাল সংকেত। ''আমরা অনেক গোল খেয়েছি এবং এর সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তবে, এটা এমন নয় যে আমরা খুব বেশি সুযোগ হাতছাড়া করেছি, তাই এটা সাহায্য করেছে, কারণ যদি আমরা অনেক গোল করার সুযোগ পেতাম, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারতো'', স্ট্যাহরে জানান। চেন্নাইয়িন এফসির কোচ ওয়েন কোয়েল তাঁর দলকে সমর্থন জানাতে আসা অসংখ্য চেন্নাইয়িন সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমরা তাদের জন্য এই কঠিন ম্যাচটি জিততে চাই, যাতে তারা গর্বিত হতে পারে।'' আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এবং চেন্নাইয়িন এফসির ২২টি ম্যাচ হয়েছে, যেখানে কেরালা ৬টি ম্যাচ জিতেছে, চেন্নাইয়িন জিতেছে ৭টি এবং বাকি ৯টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

# কামিন্সদের ক্লাস নিলেন যশস্বী-রাহুল
# অবিচ্ছিন্ন জুটিতে বিশাল লিড

**পারথ, ২৩ নভেম্বরঃ** ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে এমন পরিস্থিতি কেউ ভেবেছিল? ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে তিন ম্যাচের সিরিজে ক্লিনসুইপ। ঘরের মাঠে চূড়ান্ত লজ্জা। সুপারস্টারদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচেও ইতিবাচক কোনও প্রাপ্তি ছিল না। তার উপর প্রথম টেস্টে নেই রোহিত শর্মা, শুভমন গিল। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট। এত কিছুর পরও পারথ টেস্টে চালকের আসনে ভারত। বরং দ্বিতীয় দিনের শেষেই যেন বলা যায়, জয়ের গন্ধ আসছে। ক্যাপ্টেন বুমরা বোলিং এবং নেতৃত্বে যেমন নজর কেড়েছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত ব্যাটিং বিভাগেরও। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার পর প্রয়োজন ছিল অস্ট্রেলিয়াকে অন্তত ২৫০-র মধ্যে আটকে রাখা। তবে ভারতীয় বোলাররা অন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। জসপ্রীত বুমরার বিধ্বংসী বোলিং, অভিষেক ম্যাচে নামা হর্ষিত রানা এবং তুলনামূলক অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজের অবদান। অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১০৪ রানেই অলআউট করে ভারত। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে একটু ধৈর্য দেখাতে পারলে। যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। ভারতীয় দল যেমন জ্যাজবল খেলতে পারে, তেমনই ধ্রুপদী টেস্ট ইনিংসও। সেটাই করে দেখালেন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল। ১৯৩ বলে ৯০ রানে অপরাজিত যশস্বী। তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন সেঞ্চুরির স্বপ্ন নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলছেন। প্রথম ইনিংসের হতাশা দূরে শুরু নতুন উদ্দমে খেলছেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ সঙ্গী লোকেশ রাহুলও ধৈর্যের পরীক্ষায় একশোয় একশো। প্রথম ইনিংসে টেকনোলজির কাছে হার মানতে হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে কেরিয়ারের ১৬তম হাফসেঞ্চুরি পার। ৬২ রানে ক্রিজে রয়েছেন। সব কিছু ঠিক থাকলে তাঁর নবম এবং দেশের বাইরে অষ্টম সেঞ্চুরিও হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। দ্বিতীয় দিন কামিন্সদের রীতিমতো ক্লাস নিলেন যশস্বী-রাহুল। স্টার্ক, হ্যাজলউড, কামিন্স, লিয়ঁর মতো স্পেশালিস্ট বোলাররা ছিলেন। সঙ্গে অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকেও ব্যবহার করা হল। এতেই শেষ নয়, পার্টটাইম বোলার মার্নাস লাবুশেন ও ট্রাভিস হেডও হাত ঘোরান। জুটি ভাঙতে পারেননি। সব মিলিয়ে ২১৮ রানে এগিয়ে ভারত। তৃতীয় দিন আর একশোটা রান যোগ করতে পারলেই যেন ম্যাচ পকেটে। পূর্বাভাস বলছে, পিচ ইতিমধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং একেবারেই সহজ হবে না। আর বুমরা যে ছন্দে রয়েছেন, তাতে ৩০০-৩৫০ রান তাড়া করা, অস্ট্রেলিয়ার জন্যও মিরাকল প্রয়োজন।

# ভারতে ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করতে চাই, বলছেন ডিএফবির কি ডামহোলজ

**নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ** 'ভারতের ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে চাই', স্টুটগার্টে নিউজ নাইনের গ্লোবাল সামিটে বলে দিলেন ডিএফবির মিডিয়া সত্বর ডিরেক্টর কি ডামহোলজ। খেলা, বিশেষ করে ফুটবলকে ঘিরেই এই সামিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ব্যবসা-বানিজ্য, অর্থনীতি, প্রযুক্তির পাশাপাশি ইন্দো-জার্মান গাঁটছড়া ফুটবলকেও একই রকম ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে চায়। 'ইন্ডিয়া অ্যাজ আ ফুটবলিং নেশনঃ আ জার্মান টেমপ্লেট' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিলেন অনেকেই। সেখানেই ডামহোলজ তুলে ধরলেন তাঁর দর্শন। ডামহোলজ তরুণ প্রজন্মে জোর দিতে চান। যাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ফুটবল। সারা বিশ্বে এই খেলাটাকেই এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের সেতুবন্ধনের কাজ করে। জার্মানির হাত ধরে ভারতকে যদি ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়, তা হলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যেই ফুটবলের প্রসার ও প্রচার চালাতে হবে। তবে আসল লড়াইটা প্রতিভা খুঁজে বের করা। ডামহোলজ একই সঙ্গে বলে দিচ্ছেন, জার্মানির মতো বড় দেশ ভারতকে অনেক কিছু শেখাতে পারে। একই সঙ্গে ভারতের মতো সমৃদ্ধ দেশও অনেক কিছু শেখাতে পারে দেশকে। ডিএফবির ফোকাসই হল ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে ভারতের ভিশনকে সাপোর্ট করা। যে কারণে, ডিএফবির আরও লিগ ফ্রিতে ভারতের মতো দেশে দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। যাতে ফুটবলের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরালো হয়। এদিন চার প্যানেলিস্টের মধ্যে ছিলেন সুদেভা দিল্লি এফসির প্রতিষ্ঠাতা অনুজ গুপ্তও। তিনি নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, ভারতের দরকার রোল মডেল। তাঁর কথায়, ''আমাদের দরকার একটা পোস্টার বয়। যদি আমরা ভারত থেকে দারুণ ফুটবলার তুলে আনতে পারি, লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকে কিন্তু তারাই অনুপ্রেরণা যোগাবে। এর জন্য কিন্তু জাতীয় টিমের পারফরম্যান্স বিচার করলে চলবে না। তার থেকে অনেক বেশি নজর দিতে হবে যুব উন্নয়নে।'' এতেই শেষ নয়, ধৈর্য রাখতে হবে, বলছেন অনুজ। তিনি বলেছেন, ''আমাদের আরও সময় দরকার। ভারতকে পরবর্তী পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে হলে দরকার ধৈর্য। আশা করি আমরা খুব শিগগিরই প্রথম পেশাদার প্লেয়ার তৈরি করতে পারব, যে স্টুটগার্টের হয়ে খেলবে ভবিষ্যতে।'' ভিএফবি স্টুটগার্টের চিফ মার্কেটিং ও সেলস অফিসার রুভেন ক্যাসপারকে জিজ্ঞেস করা হয়, কী ভাবে ভারত বিশ্বের প্রথম সারির ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে? রুভেন জবাব দিয়েছেন, ''ভারতের দরকার দুটো জিনিস। প্রথমত, বিশ্বাস রাখতে হবে, প্রথম সারিতে উঠে আসা যায়। দ্বিতীয়ত, আর এই প্রকল্পের জন্য দরকার একঝাঁক ভালো মানুষ।'' রুভেনের যুক্তি, ''ঠিক পথে এগোনোর জন্য দরকার সঠিক মানুষ। এই রকম মানুষরা এক মঞ্চে এসে দাঁড়ালে কিন্তু এই ভাবনাটা প্রবল ভাবে বাস্তবের মাটিতে পা রাখবে।''

# মল্লিকা সাগরের হাতেই হবে আইপিএলের মেগা নিলাম, নাকি দায়িত্বে অন্য কেউ?

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

আইপিএলের নিলাম মানেই যেন হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। পঁচিশের আইপিএলের মেগা নিলামের রাশ থাকবে কার হাতে? গত বারের আইপিএল নিলামে হাতুড়ি হাতে দেখা যায়নি জনপ্রিয় অকশনার হিউ এডমেডাসকে। তাঁর জায়গায় নিলামের মঞ্চে দ্যুতি ছড়িয়ে নজর কেড়েছিলেন মল্লিকা সাগর। নিলাম দুনিয়ায় বেশ পরিচিত নাম মল্লিকা। গত বছর আইপিএলের মিনি নিলামের আগে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলামেও তাঁকে অকশনারের দায়িত্বে দেখা গিয়েছিল। এ বারও কি মল্লিকার সুরক্ষিত হাতেই বোর্ড সপে দিচ্ছে মেগা নিলামের দায়ভার? ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের শুরুর দিক থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রিচার্ড ম্যাডলেকে নিলামকারীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। তারপর হিউ এডমেডাস আইপিএল নিলাম করেছেন। ২০২২ সালে বেঙ্গালুরুতে হওয়া আইপিএলের নিলামের মাঝপথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হিউ এডমেডাস। সে বার বাকি নিলাম সম্পূর্ণ করেছিলেন চারু শর্মা। গত বার সফল ভাবে নিলাম পরিচালনা করে মল্লিকা সাগর ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন। শোনা গিয়েছে, সৌদি আরবের জেড্ডায় দুই দিন ব্যাপী যে নিলাম হবে, সেখানেও অকশনার হিসেবে মল্লিকাকেই দেখা যেতে পারে। মল্লিকা সাগর ৪৮ বছর বয়সি একজন অভিজ্ঞ নিলামকারী। গত বছর আইপিএল নিলামের দায়িত্বে আসার পর তিনি তার পেশাদারিত্ব

এবং দক্ষতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর নিলাম পরিচালনার শৈলী এবং নির্ভুলতার কারণে তাকে আবার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআই, মল্লিকার কাজের সাফল্য দেখে, তাকে আবার এই নিলামের দায়িত্বে নিয়োগ করেছে। এর আগে, মল্লিকা সাগর প্রো কাবাডি লিগের নিলামও সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে তার নেতৃত্বে নিলামটি বেশ সফল হয়েছিল। এছাড়া, তিনি উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলামেও অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন। মল্লিকা সাগরের পূর্ববর্তী কাজগুলো দেখেই বোর্ড তার প্রতি আস্থা রাখছে। মল্লিকা সাগরের মতো একজন প্রখ্যাত নিলামকারী নির্বাচিত হওয়ার পর, আইপিএল নিলামের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। তাঁর দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং অভিজ্ঞতা আইপিএল নিলামের গতি এবং মানের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। এবারের নিলামটি কেবলমাত্র খেলোয়াড়দের জন্য নয়, বরং পুরো ক্রিকেট দুনিয়ার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে, যেখানে নারী নেতৃত্বের সম্মানজনক ভূমিকা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

# টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক! ইতিহাস তিলকের

**রাজকোট, ২৩ নভেম্বরঃ** সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে ফিরেছেন। তবে ক্রিকেট থেকে বিরতি নয়। ভারতীয় দলের তরুণ ক্রিকেটার নেমে পড়েছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায়। আরও অনেক তারকা ক্রিকেটারকেই বিকেলের ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে। তালিকায় রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সামিরা। তিলক ভার্মাকে রিটেন করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। নিজেকে ম্যাচ ফিট রাখতে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে নেমেছিলেন। আর তাতেই ইতিহাস। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক! দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ম্যাচে ক্যামিও ইনিংস খেলেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০ বলে ২০। চার নম্বরে ব্যাট করছিলেন তিলক। বেরহায় দ্বিতীয় ম্যাচের পর ক্যাপ্টেন স্কাইকে অনুরোধ করেছিলেন, যদি তিনে নামানো যায়। সেঞ্চুরিয়নে তিনে নামানো হয় তিলককে। সুযোগটা দুর্দান্ত কাজে লাগান। সেঞ্চুরি করেন তিলক। এরপর জোহানেসবার্গে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতেও সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে টানা দুটি টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে ছুঁয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসনকে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এ দিন সকালের ম্যাচে নেমেছিল হায়দরাবাদ। রাজকোটে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ। তিনে নেমে মাত্র ৬৭ বলে ১৫১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস তিলক ভার্মার। ১৪টি বাউন্ডারি এবং ১০টি ওভার বাউন্ডারি। স্ট্রাইকরেট ২২৫-এর বেশি। ইনিংসের শেষ বলে আউট হন তিলক। পুরুষ হোক বা মহিলা, প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক তিলক ভার্মার। তেমনই পুরুষদের ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ প্লাস স্কোর। ২০২২ সালে সিনিয়র উইমেন্স টি-টোয়েন্টিতে ভারতের মহিলা ক্রিকেটার কিরন নবগিরে ১৬২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

# আইপিএল অকশনের আগে 'মেগা' সেঞ্চুরি শ্রেয়সের

**হায়দরাবাদ, ২৩ নভেম্বরঃ** ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন টিমের ক্যাপ্টেন। যদিও এ বার তাঁকে রিটেন করেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। অকশনে রেজিস্টার করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। মার্কি প্লেয়ারদের প্রথম সেটেই রয়েছেন মুম্বইয়ের এই ক্রিকেটার। আইপিএল মেগা অকশনের আগে 'মেগা' সেঞ্চুরি। জাতীয় দলে ব্রাত্য, ঘরোয়া ক্রিকেটেই ভরসা শ্রেয়সের। আইপিএলে ভালো দর ও দল পাওয়া যেমন লক্ষ্য, তেমনই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে সেই লক্ষ্যে শুরুটা দুর্দান্ত হল। প্রথম ম্যাচেই অপরাজিত সেঞ্চুরি। আগামিকাল ও পরশু আইপিএলের মেগা অকশন। শুরুর দিকেই নিলামে উঠবে শ্রেয়স আইয়ারের নাম। ২ কোটির বেস প্রাইসে রেজিস্টার করেছেন শ্রেয়স। তবে তাঁকে নিয়ে যে ঝড় উঠবে বলাই যায়। বেশ কিছু টিম ক্যাপ্টেন চাইছে। দিল্লি ক্যাপিটালস, পঞ্জাব কিংস। এমনকি কলকাতা নাইট রাইডার্সও তাঁকে নেওয়ার টার্গেট করতে পারে। সকলকেই যেন একটা বার্তা দিয়ে রাখলেন শ্রেয়স আইয়ার। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে এ দিন গোয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল মুম্বই। তিনে ব্যাট করতে নামেন শ্রেয়স আইয়ার। মাত্র ৪৭ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ অবধি ৫৭ বলে ১৩০ রানে অপরাজিত শ্রেয়স। ১০টি করে বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন শ্রেয়স আইয়ার। ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষ পাঁচ ম্যাচে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন শ্রেয়স। রঞ্জি ট্রফির শেষ চার ইনিংসে ৩০, ১৪২, ২৩৩ এবং ৪২ রানের পর সৈয়দ মুস্তাক আলির টি-টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচেই ১৩০ অপরাজিত। নিলামে ঝড়া ওঠার অপেক্ষা।

# সোনিতেই আই লিগ সম্প্রচার, প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহার ক্লাবগুলির

**নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ** অনেকদিন ধরেই সোনিতে আই লিগ সম্প্রচার নিয়ে ক্লাবগুলির সঙ্গে এআইএফএফ-এর দড়ি টানাটানি চলছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যার সমাধান হল। ক্লাবগুলির দাবি মেনে নিয়েছে ফেডারেশন। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এই মরশুমের আই লিগ। তবে প্রথম ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সম্প্রচারের বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসা হচ্ছিল ক্লাবগুলির তরফে। শেষ পর্যন্ত ফেডারেশনের পাশাপাশি সোনির তরফ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে ক্লাবগুলি। তবে টিভিতে ম্যাচ সম্প্রচার এখনই হচ্ছে না, দেখানো হবে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। প্রথম ম্যাচ শুরুর একদিন আগে ক্লাবগুলির তরফে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে এক মেল করা হয়। যেখানে জানানো হয়েছিল - 'আর্থিকভাবে' তারা আর লিগ খেলতে সক্ষম নয়। কারণ ফেডারেশনের তরফে সম্প্রচার এবং ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের শর্ত পূরণ না করতে পারায় ফাইন স্বরূপ তাদের কাছ থেকে ১০-২৪ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সোনির তরফে খেলা সম্প্রচারের বিষয়টি নিয়ে কোনও লিখিত আশ্বাস না পাওয়াও অন্যতম কারণ ছিল। বৃহস্পতিবার মেলে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'আই লিগের দলগুলির তরফে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে আজ রাত ৮ টার মধ্যে সোনি নেটওয়ার্কের তরফে লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয়। যদি তা না হয় তাহলে আগামীকাল থেকে লিগ শুরু হলেও তাতে অংশ নেওয়া হবে না।' যদিও ওইদিন এআইএফএফ-এর তরফ থেকে মেলের কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে শুক্রবার সকালে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তারা। সেখানে লিগের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী, শ্রাচি স্পোর্টসও উপস্থিত ছিল। এরপর অবশেষে লিগের প্রথম ম্যাচ শুরুর ৪ ঘণ্টা আগে বিষয়টির সমাধান হয়। এক ক্লাব কর্তা জানিয়েছেন, 'প্রত্যেকটি ক্লাব সম্প্রচারের খরচ বাবদ ১২.৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে।'

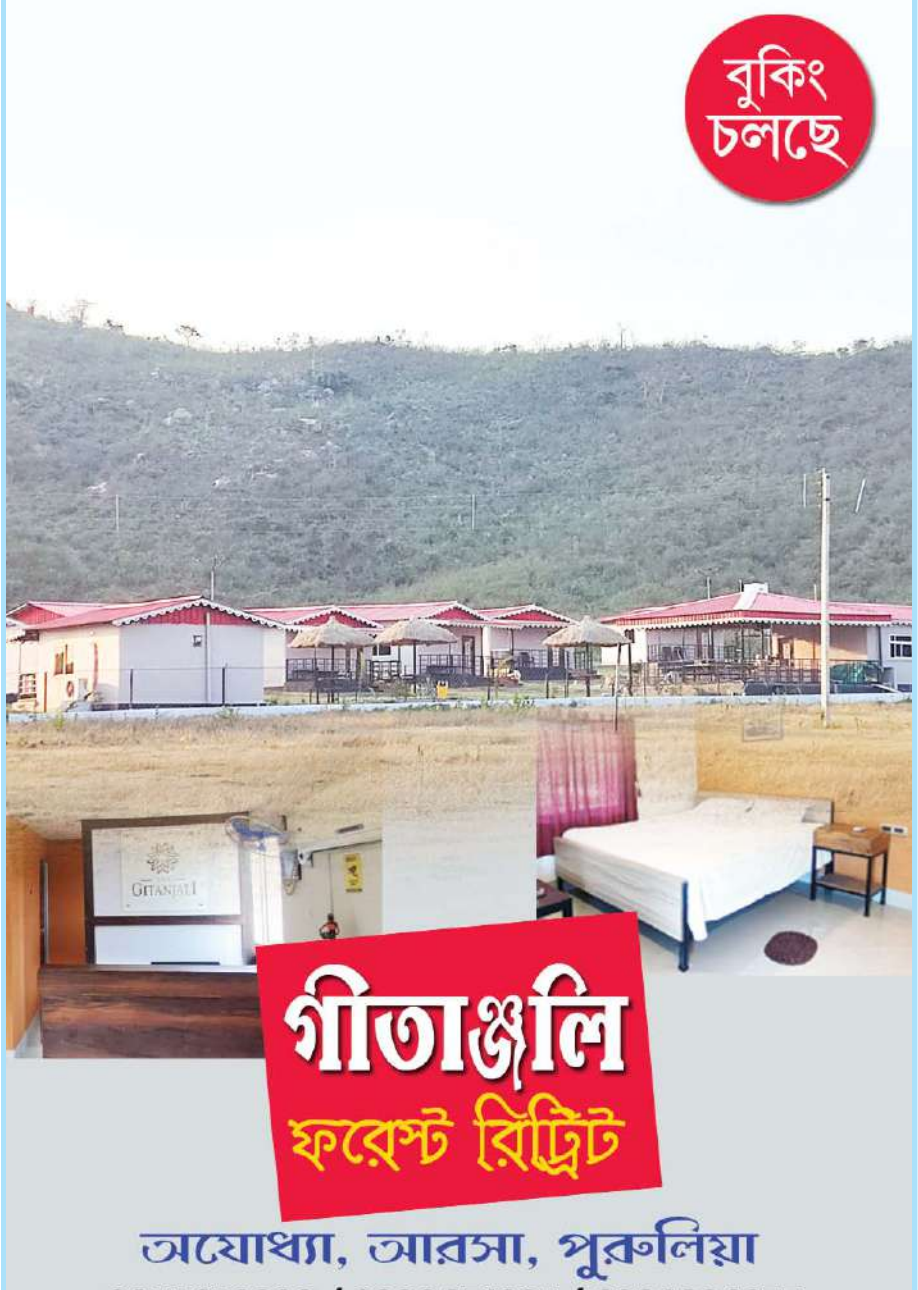


# ফ্লিকের বার্সেলোনায় মুগ্ধ লিওনেল মেসি

নতুন কোচ হান্সি ফ্লিকের কোচিংয়ে যেন নতুন উদ্যমে ছুটে চলেছে বার্সেলোনা। ঝেড়ে ফেলেছে গত মরসুমের ব্যর্থতা। দারুণ এই যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে ক্লাবটির একাডেমি থেকে উঠে আসা সব খেলোয়াড়। আর এই বিষয়টিই বিশেষ করে নজর কেড়েছে লিওনেল মেসির। 'লা মাজিয়ার' তরুণ খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত পারফরম্যান্স এবং প্রাক্তন ক্লাবের ধারাবাহিক সাফল্য দেখে গর্ব বোধ করছেন আর্জেন্টাইন তারকা।

**ফ্লোরিডা, ২৩ নভেম্বরঃ** গত মরসুমে কোনো ট্রফি জিততে না পারা বার্সেলোনার পারফরম্যান্সে ছিল না চেনা ধার। তাতে ছাঁটাই হন ওই সময়ের কোচ জাভি হার্নান্দেজ। ফ্লিকের কোচিংয়ে সেই দল আমূল বদলে গেছে। এবারের লা লিগায় ১৩ ম্যাচ খেলে হেরেছে মাত্র দুটি, বাকি ১১টিই জিতেছে তারা। লিগ টেবিলেও শীর্ষে রয়েছে দলটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হার দিয়ে শুরু করলেও, জিতেছে পরের তিনটিতেই। দুই টুর্নামেন্টেই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গোল করা দল তারাই। ক্যারিয়ারে অধিকাংশ এবং সোনালী সময় যেখানে কাটিয়েছেন, সেই ক্লাবের এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি মেসি। কাতালান ক্লাবটির একাডেমির খেলোয়াড়দের শীর্ষ পর্যায়ে ছড়ি ঘোড়ানো দেখে আরও বেশি আনন্দ পাচ্ছেন তিনি। টিভিথ্রি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গর্বভরে সেই কথাই বললেন আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। ''বার্সেলোনার মূল দল যেভাবে ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব (একডেমির খেলোয়াড়দের মূল দলে জায়গা করে নেওয়া) করছে, তা দেখে আমি ভীষণ গর্বিত।'' গত মাসের ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে গিয়ে তাদেরকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বার্সেলোনা এবং ওই ম্যাচে লামিনে ইয়ামাল-গাভিসহ দলটিতে ছিলেন তাদের একডেমির ৮ খেলোয়াড়। মেসি নিজেও ছিলেন বার্সেলোনা একডেমির খেলোয়াড়। কাম্প ন্যুয়ে প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ার শেষে ২০২১ সালে তিনি যোগ দেন পিএসজিতে। ফরাসি ক্লাবটির সঙ্গে

চুক্তি শেষে বর্তমানে তিনি খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামিতে। বার্সেলোনার সাম্প্রতিক সময়ের নজরকাড়া পারফরম্যান্সে অবশ্য একদমই অবাক হননি মেসি। ''বার্সেলোনার দলটি দুর্দান্ত, যদিও আমি একটুও অবাক হইনি। এটা নতুন কিছু নয়, সবসময়ই এমনটাই দেখা যায়, কিংবা বলা যায় ১৩ বছর বয়সে আমি সেখানে যাওয়ার পর থেকে। গত দু'বছর ধরে এই ছোট ছেলেগুলো নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে, এটা দারুণ ব্যাপার। তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারলে, এভাবেই তারা সাড়া দেবে, কারণ অন্য যে কারো চেয়ে তারা এই ক্লাবকে (খেলার ধরন) ভালোভাবে জানে। ছোটবেলা থেকেই তারা এভাবে খেলে অভ্যস্ত। তাদেরকে সুযোগ দিলে তারা এভাবেই প্রতিদান দেবে, আমাদের সময়ও এমনটা হয়েছে।'' বার্সেলোনার জার্সিতে এমন কোনো শিরোপা নেই, যা জেতেননি মেসি এবং সবগুলোই জিতেছেন বারবার। সেখানে ২০ বছরের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে, বার্সেলোনা মূল দলের হয়ে ৭৭৮ ম্যাচ খেলে ৬৭২টি গোল করেছেন মেসি, দুটিই রেকর্ড। শনিবার লা লিগায় সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে খেলার আগে সংবাদ সম্মেলনে মেসির ওই মন্তব্যের প্রসঙ্গ উঠলে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেন, ''এটা দলের জন্য অনেক কিছু। বার্সেলোনার ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াটা সম্মানের। (তার প্রাক্তন ক্লাব) এই দল কেমন খেলছে এবং এখানে তরুণরা কেমন করছে, সে সবকিছু অনুসরণ করে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com